চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 102 Tuesday, 12 March, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ১০২ সংখ্যা ❋ ২৮ ফাল্গুন, ১৪৩০, মঙ্গলবার, ১২ মার্চ, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে উন্নয়ন চলছে তবুও সুন্দরবনের মানুষকে বিপদ মাথায় নিয়ে ভাঙা জেটি দিয়েই পারাপার করতে হচ্ছে। ...বিস্তারিত পাতা ৩

পরিযায়ী শ্রমিকের পাশে নেত্রী শতাব্দী রায়। সোমবার নেত্রী পরিবারকে আর্থিক সাহায্য করেন। পরিবারের হাতে দুই লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকার চেক তুলে দেন। ...বিস্তারিত পাতা ৫

উত্তর প্রদেশের গাজীপুরে হাইএক্সটেনশন তারের সংস্পর্শে এসে একটি বাসে বিধ্বংসী আগুন লাগে। এরফলে বহু বাসযাত্রীর মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে। ...বিস্তারিত পাতা ৬

প্রায় দু'মাস আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে দূরে রয়েছেন বিরাট কোহলি। বেঙ্গালুরুতে ১৭ জানুয়ারি শেষ বার ভারতের জার্সিতে তাকে খেলতে দেখা গিয়েছিল। ...বিস্তারিত পাতা ৮

দেশজুড়ে কার্যকর সিএএ

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চঃ দেশজুড়ে কার্যকর হয়ে গেল সিএএ। সোমবার রাতেই সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন চালু হয়ে যেতে পারে দেশে, বিকালে এমন খবর প্রকাশ্যে এসেছিল। তবে তার আগেই এই নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি হয়ে গেল। ২০১৯ সালে পাশ হওয়া এই আইনে বলা হয়েছে, পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং আফগানিস্তান থেকে ধর্মীয় কারণে নির্যাতিত সংখ্যালঘুরা ভারতে নাগরিকত্ব পাবেন। আপাতত ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারতে আশ্রয় নেওয়া এই সংখ্যালঘুদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দিন পনেরো আগেই ঘোষণা করেছিলেন, নির্বাচনের আগে সিএএ কার্যকর হবে দেশে। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশিত হয়ে যেতে পারে। তার আগে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন কার্যকর হয়ে গেল দেশজুড়ে। ২০১৪ সালে বিজেপির প্রধানমন্ত্রী প্রার্থী নরেন্দ্র মোদির তরফে সিএএ নিয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ২০১৯ সালের আগে সেই নিয়ে পদক্ষেপ হয়নি। ওই বছরই ডিসেম্বর মাসে সিএএ সংক্রান্ত বিল পাস হওয়া মাত্র রাষ্ট্রপতি তাতে সম্মতি

দেন। তবে দেশজুড়ে এই ইস্যুতে প্রবল বিক্ষোভ শুরু হওয়ায় কার্যত চাপে পড়ে কেন্দ্রীয় সরকার সেই আইনটি কার্যকর করেনি এমনটাই মনে করছিল রাজনৈতিক মহলের একাংশের মত। সিএএ নিয়ে তৃণমূল সহ অন্যান্য বিরোধীরা প্রথম থেকেই প্রশ্ন তুলে এসেছে। তাঁদের মূল বক্তব্য ছিল, ধর্মের ভিত্তিতে কখনও নাগরিকত্ব দেওয়া বা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট এই সিএএ-কে সাংবিধানিক বৈধতা দিয়েছিল। এদিকে বাংলায় এর বিরাট প্রভাব পড়তে পারে। লোকসভা ভোটের মুখে কার্যত মাস্টার স্ট্রোক দিলেন মোদি। ওপার বাংলা থেকে লক্ষ লক্ষ শরনার্থী এদেশে এসেছিলেন। তাঁরা এতদিন নানা দোলাচলে ছিলেন। এবার স্বস্তি পাবেন তাঁরা। ইতিমধ্যেই ঠাকুরনগরে শুরু হয়ে গিয়েছে উল্লাস। তাঁরা জানিয়েছেন, আজ আনন্দের দিন। আজ আমাদের খুশির দিন। মনে হচ্ছে যেন স্বাধীনতা পেলাম। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব। তবে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই জানিয়ে দিয়েছেন, ''ছেলের হাতে মোয়া। জাস্ট লালিপপ। কোনও বৈষম্য হলে মানব না। যদি একটা ক্যা করে বলেন আপনি নাগরিক তাহলে কি নাগরিক ছিলেন না এতদিন। কেন তাদের আধার কার্ড বাতিল করছিল? আমাদের থিওরি হল সবাই নাগরিক।'' কাল থেকেই সিএএ সংক্রান্ত আবদেন করা যাবে বলে খবর। স্বরাষ্ট্রপ্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক বলেন, ''এই আইন নাগরিকত্ব দেওয়ার আইন। একজনেরও নাগরিকত্ব যাবে না। এটা নিশ্চিত করে বলছি।''

তৃণমূলের ১০ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করল ইডি, ভোটের মুখে বাড়ছে ফ্যাসাদ

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ১১ মার্চঃ তৃণমূল কংগ্রেসের ১০ কোটি ২৯ লাখ টাকা বাজেয়াপ্ত করল ইডি। সোমবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফে এক প্রেস বিবৃতি দিয়ে এ কথা জানানো হয়েছে। বিবৃতিতে ইডি আরও জানিয়েছে, চিটফান্ড সংস্থা অ্যালকেমিস্ট গ্রুপের আর্থিক তছরুপের মামলার তদন্তে এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। ১০ কোটি ২৯ লাখ টাকার একটি ডিমান্ড ড্রাফট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সামনেই লোকসভা নির্বাচন রয়েছে। তার ঠিক আগে অ্যালকেমিস্ট গ্রুপের বিরুদ্ধে মামলার তদন্তে ইডির এই পদক্ষেপ স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা অস্বস্তি বাড়িয়েছে শাসক শিবিরের। যদিও ইডির এই ১০ কোটি ২৯ লাখ টাকার ডিমান্ড ড্রাফ্ট বাজেয়াপ্ত করার বিষয়ে তৃণমূলের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের তরফে প্রেস বিবৃতিতে আরও দাবি করা হয়েছে, বিনিয়োগকারীদের থেকে ১৮০০ কোটি টাকারও বেশি অঙ্কের অর্থ তুলেছিল অ্যালকেমিস্ট গ্রুপ। অ্যালকেমিস্ট হোল্ডিংস লিমিটেড এবং অ্যালকেমিস্ট টাউনশিপ ইন্ডিয়া লিমিটেডের মাধ্যমে টোপ ফেলা হয়েছিল। দুর্দান্ত রিটার্নের টোপ দিয়ে ফাঁদে ফেলা হয়েছিল সাধারণ মানুষজনকে। কিন্তু জমা দেওয়া সেই টাকা আর ফেরত পাননি তাঁরা। উল্টে ওই টাকাগুলি অ্যালকেমিস্ট গ্রুপের অন্যান্য সংস্থায় সাইফন হয়ে গিয়েছিল বলে বিবৃতিতে জানাচ্ছে ইডি। ইডির ওই তদন্তে আরও উঠে এসেছে, প্রতারণার এই টাকা বিভিন্নভাবে খরচ করা হয়েছে। ইডির দাবি, প্রতারণার টাকার একটি অংশ ব্যবহার করা হয়েছে তৃণমূলের জন্য বিমানের টিকিটের খরচ দিতে। ইডির তদন্তে উঠে এসেছে, ১০ কোটি ২৯ লাখ টাকা টাকা অ্যালকেমিস্ট এয়ারওয়েজ প্রাইভেট লিমিটেডের তরফে বিভিন্ন উড়ান সংস্থা ও হেলিকপ্টার সংস্থাকে দেওয়া হয়েছিল তৃণমূলের জন্য। ইডির তরফে আরও দাবি করা হচ্ছে, ২০১৪ সালের লোকসভা ভোটের সময় একাধিক তৃণমূল তারকা প্রচারকের প্রচার কর্মসূচির সময় সেগুলি ব্যবহার হয়েছিল। ইডির এই বিবৃতির পর এখনও পর্যন্ত তৃণমূলের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে শাসক শিবিরকে খোঁচা দিতে ছাড়েননি বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ইডির দিল্লি জোনাল অফিসের পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়ে শুভেন্দু এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'এটি হিমশৈলের চূড়া হিসেবেও বর্ণনা করা যায় না। এটি খুব বেশি হলে একটি বরফের টুকরো।'

সমস্যা সমাধানের নকশা তৈরি!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ মার্চঃ এসএলএসটি চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে সোমবার বৈঠকে বসেছিলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। সেই বৈঠকের পর সাংবাদিক বৈঠক করে জানানো হয়েছে, সমস্যা সমাধানের ব্লু-প্রিন্ট তৈরি। সোমবার কুণাল ঘোষ এই সাংবাদিক বৈঠক থেকে বলেন, ''জট পুরো খুলে গেছে তা বলা যাবে না। কিন্তু সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে সরকার সদিচ্ছা নিয়ে এমন জায়গায় এসেছে যে সমস্যা সমাধানের ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করা গেছে। কিন্তু সেটা আইনি বৈধতা সাপেক্ষ।'' তবে এক্ষেত্রেও আইনি জটের প্রসঙ্গ তুলেছেন তিনি। তৃণমূল নেতার কথায়, ''যদি আইনি বৈধতা পাওয়া যায় তাহলে আন্দোলনকারীদের ন্যায্য দাবি মেনে, যোগ্য প্রার্থীদের নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হবে।'' প্রাথমিকভাবে যে সিদ্ধান্তে আসা হয়েছে তার জন্য

এসএলএসটি চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে বৈঠকের পর দাবি কুণাল-ব্রাত্যর

অ্যাডভোকেট জেনারেলের অনুমোদন দরকার। কুণাল জানান, বিষয়টি আইনি বৈধতা পাবে কিনা তার জন্য অ্যাডভোকেট জেনারেলের সঙ্গে বৈঠক করবেন তাঁরা। এসএসসি-র তরফে এই বৈঠকের জন্য সময় চাওয়া হয়েছিল এজি-র কাছে। সেই বৈঠকে এখন শিক্ষামন্ত্রী এবং শিক্ষাসচিব থাকবেন। ব্রাত্য বসু জানান, এই নিয়োগ জটের নিষ্পত্তি তাঁরা করতে উদ্যোগী। এজির সঙ্গে বৈঠক করে এই জট দ্রুত কাটবে বলেই আশাবাদী তিনি। মন্ত্রী বলেন, ''যে আন্দোলনকারীরা দিনের পর দিন রাস্তায় আছেন, যারা বঞ্চিত তাদের যদি কিছুটা সুরাহাও করতে পারি, সেই লক্ষ্যের দিকে তাকিয়েই এজির সঙ্গে বৈঠকে যাচ্ছি।'' বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী সহ থাকতে চলেছেন কুণাল ঘোষ, এসএসসি চেয়ারম্যান, শিক্ষা সচিব, স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান। গত শুক্রবার কুণাল ঘোষের সঙ্গে চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ বৈঠক করেছিল। সোমবার ফের এক বৈঠক হল। চাকরিপ্রার্থীদের অভিযোগ, ১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে নিয়োগ জট কাটার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেই নিয়ে কোনও পদক্ষেপ হয়নি। প্রসঙ্গত, প্রথম থেকেই চাকরিপ্রার্থীদের তরফে সরকার তথা শিক্ষা দফতরের সঙ্গে যোগসূত্র করছেন কুণাল ঘোষ। সোমবারও তিনি এই বিষয় নিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করলেন।

এসবিআইকে ভর্ৎসনা সুপ্রিম কোর্টের

মঙ্গলবারের মধ্যে ইলেকটোরাল বন্ডের দাতাদের নাম প্রকাশ করুন

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চঃ সুপ্রিম কোর্টে বড় ধাক্কা খেল স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। ইলেক্টোরাল বন্ডের মাধ্যমে যাঁরা রাজনৈতিক দলগুলিকে চাঁদা দিয়েছিলেন সেই সব দাতা তথা ডোনারের নাম মঙ্গলবার ১২ মার্চের মধ্যে সর্বোচ্চ আদালতে পেশ করার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতিরা। এ ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টের কাছে আরও সময় চেয়েছিল স্টেট ব্যাঙ্ক। কিন্তু সেই আবেদন এদিন খারিজ করে দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত। শীর্ষ আদালত পষ্টাপষ্টি জানিয়ে দিয়েছে, আর কোনও সময় দেওয়া যাবে না। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে নামের তালিকা চাই। লোকসভা ভোট ঘোষণার মুখে সর্বোচ্চ আদালতের এই নির্দেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদি সরকার ইলেক্টোরাল বন্ডের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলিকে চাঁদা নেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিল। কেন্দ্রে শাসক দল হিসাবে তার সবচেয়ে বেশি সুবিধা পেয়েছে বিজেপি। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে দাতাদের তালিকা প্রকাশ হয়ে গেলে, গোটা দেশ জানতে পারবে কারা বিজেপিকে কত টাকা দিয়েছে। এদিন স্টেট ব্যাঙ্কের আবেদন শুনে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা বলেন, ''সবটা জেনে বোঝা যাচ্ছে যে দাতাদের তালিকা স্টেট ব্যাঙ্কের কাছে রয়েছে। সুতরাং আর দেরি করা যাবে না। ১২ মার্চ কোর্ট বন্ধ হওয়ার আগে তা নির্বাচন কমিশনের কাছে পেশ করতে হবে। তারপর নির্বাচন কমিশন সেই সব তথ্য গুছিয়ে নিয়ে ১৫ মার্চের আগে তাদের ওয়েবসাইটে ওই তালিকা ও চাঁদার হিসাব প্রকাশ করবে।'' ইলেক্টোরাল বন্ডের ব্যাপারে এই শুনানি হয়েছে প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বে সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ সদস্যের বেঞ্চে। এদিনের শুনানিতে প্রধান বিচারপতি এসবিআইকে এক প্রকার ভর্ৎসনা করে বলেন, ''আদালতের আগের নির্দেশ মানতে দেরি করেছে এই অবাধ্য সংস্থা। ৬ তারিখের মধ্যেই এই হিসাব নির্বাচন কমিশনের কাছে পেশ করতে বলা হয়েছিল।'' ইচ্ছাকৃতভাবে দেরি করার জন্য স্টেট ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে নোটিস জারির নির্দেশও দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত। ইলেক্টোরাল বন্ডের ব্যবস্থা অত্যন্ত সাধু উদ্যোগ বলে বর্ণনা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কিন্তু গত ১৫ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দেয়, এহেন বন্ডের ব্যবস্থা সংবিধানসম্মত নয়। ২০১৯ সালের ১২ এপ্রিল থেকে আজ পর্যন্ত ইলেক্টোরাল বন্ডের মাধ্যমে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে কে কত টাকা চাঁদা দিয়েছে তার হিসাব পেশ করতে বলে আদালত। ১৩ মার্চের মধ্যে তা কমিশনের ওয়েবসাইটে আপলোড করার কথা ছিল। কিন্তু স্টেট ব্যাঙ্ক তা না করার কারণেই সুপ্রিম কোর্টের ভর্ৎসনার মুখে পড়েছে।

দেশজুড়ে সিএএ কার্যকর হতেই আইনশৃঙ্খলায় নজর নবান্নর, সব জেলায় বার্তা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ মার্চঃ দেশজুড়ে কার্যকর হল সিএএ বা সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন। এই আবহে রাজ্যজুড়ে শান্তি বজায় রাখতে কড়া নবান্ন। সূত্রের খবর, সতর্ক থাকার বার্তা দিয়ে সব জেলাকে নির্দেশ পাঠিয়েছে নবান্ন। সংবেদনশীল এলাকায় পুলিশ প্রশাসনকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। সোমবারই দেশজুড়ে বলব হল সিএএ বা সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট। এই আইন পাশ করার চার বছর পর সোমবার তা কার্যকর করল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। কী এই সিএএ বা সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন? বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সংখ্যালঘুদের নাগরিকত্ব। ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের আগে ভারতে এসে থাকলে এই নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। নাগরিকত্ব পাবেন হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, পার্সি, খ্রিস্টানরা। ধর্মীয় উৎপীড়নের কারণে যদি তাঁরা এ দেশে আশ্রয় নিতে চান, তাঁদের জন্যই এই আইন। এদিন কেন্দ্র সিএএ কার্যকর করার নোটিফিকেশন জারি করার পরই নবান্ন থেকে সব জেলাকে কড়া নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়। রাজ্য সরকারের সব এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে বলা হয়েছে শান্তি বজায় রাখার জন্য। সূত্রের খবর, বলা হয়েছে, প্রয়োজন বুঝে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে এবং কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে জানাতে।

কেউ ভয় পাবেন না, ক্যা নিয়ে চিন্তা করবেন না মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ মার্চঃ ''ছেলের হাতে মোয়া। জাস্ট লালিপপ। কোনও বৈষম্য হলে মানব না। যদি একটা ক্যা করে বলেন আপনি নাগরিক তাহলে কি নাগরিক ছিলেন না এতদিন। কেন তাদের আধার কার্ড বাতিল করছিল? আমাদের থিওরি হল সবাই নাগরিক।'' সিএএ নিয়ে নবান্নে জরুরী বৈঠকে বসেন মমতা। তিনি বলেন, ''একমাত্র ক্যা যদি বৈধ হয় তবে তাদের ভোটেই তো প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছে তবে সেই ভোটের কোনও মূল্য নেই। ভোটের আগে নতুন করে বলতে হচ্ছে। যদি ক্যা দেখিয়ে, এনআরসি দেখিয়ে যারা এখানকার নাগরিক তাদের নাগরিকত্ব বাতিল করা হয় তবে প্রতিবাদ করব। ক্যার নাম করে ডিটেনশন ক্যাম্পে সেটা মানব না। এটা জাস্ট প্রতারণা। ছলনা। এতে কেউ খুশি হলে আমি খুশি হব। কেউ দুঃখ পেলে আমি দুঃখ পাব। আমি মনে করি এখানে সকলে যারা আছেন তাঁরা সকলেই নাগরিক। এই নয়া আইন আগের অধিকারগুলিকে বাতিল করে দেবে না তো?'' সাংবাদিক বৈঠকে সিএএ ঘোষণার আগে আগাম জানিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বলেন, ''বাংলা সহ উত্তর পূর্বে এটা কিন্তু খুব সেনসেটিভ। নতুন করে অশান্তি হোক এটা চাই না। পায়ে পা লাগিয়ে কিছু করা হলে এটা মানব না। রমজানের অভিনন্দন। কিন্তু এই দিনেই কেন করতে হল? সবাইকে শুভনন্দন। ভয় পাবেন না, চিন্তা করবেন না। কারোর অধিকার কেড়ে নিলে তৃণমূল আওয়াজ তুলবে। তার সূচনাটা বলে দিলাম। মধ্যগগনে কী ফুল ফুটবে তা তো জানি না। সাহস থাকলে ৬ মাসে আগে দিতেন। হঠাৎ ভোটের আগে এসব করতে হল কেন? ছলনা সবসময় ছলনা। দেশের খারাপ হলে সেটা সমর্থন করি না।'' সেই সঙ্গেই তিনি বলেন, ''প্রধানমন্ত্রী মহাকাশে সাফল্য নিয়ে ঘোষণা করতে পারেন। মহাকাশচারীদের অভিনন্দন জানিয়ে যাচ্ছি। তবে ক্যা নিয়ে কিছু বললে সন্দেহের মধ্যে আছি। বাকিটা কাল বলব। আইনের কাগজ দেখে পরে বলব। হাবড়ার মিটিং থেকে বলব। এনআরসি ক্যা নিয়ে বৈষম্য হলে, বিতাড়িত হলে তৃণমূল মুখ বুজে বসে থাকবে না।'' এদিকে ব্রিগেডের মিটিং থেকেও মমতা এনিয়ে তোপ দেগেছিলেন রবিবারই। সোমবার ফের সাংবাদিক বৈঠকে এনিয়ে মুখ খোলেন তিনি।

'কারও নাগরিকত্ব যাবে না,' সিএএ নিয়ে দাবি নিশীথের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ মার্চঃ লোকসভা নির্বাচনের মুখে সিএএ (সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন) লাগু করল মোদি সরকার। এই নয়া আইনে কারও নাগরিকত্ব যাবে না বলে দাবি করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামানিক। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই আইন প্রসঙ্গে বলে গিয়ে জানান, এই আইনের জন্য কারও যদি নাগরিকত্ব হারায় তবে তিনি তা মেনে নেবেন না। তবে আইনটি বিস্তারিত পড়েই এ বিষয়ে মন্তব্য করবেন বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তবে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী আশ্বাস দিয়ে জানিয়েছেন, আইনের জন্য কারও নাগরিকত্ব যাওয়ার কোন প্রশ্ন নেই। নিশীথ প্রামাণিক বলেন, ''আমরা বারবার বলেছি সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট বা সিএএ তৈরি হয়েছে বাস্তবায়নের জন্য। অসংখ্য মানুষ যাঁরা ধর্মীয়ভাবে প্রতারিত হয়ে ভারতবর্ষে আশ্রয় নিয়েছেন এই আইন তাদের জন্য অত্যন্ত ফলপ্রসু হবে। এই আইন নাগরিকত্ব দেওয়ার আইন। আমি ক্যামেরার সমানে বলছি কারও নাগরিকত্ব কেড়ে নেবে না এই আইন।''

এমআইআরভি প্রযুক্তির মিসাইল পরীক্ষায় সফল ভারত

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চঃ একটি নয়, একইসঙ্গে একাধিক 'টার্গেট'-কে নিশানা করতে হবে। গুঁড়িয়ে দিতে পারবে সেই 'টার্গেট'। আর অত্যাধুনিক প্রযুক্তি-নির্ভর সেই ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষামূলক উড়ানে সাফল্য লাভ করল ভারত। 'মাল্টিপল ইন্ডিপেনডেন্টলি টার্গেটেবল রি-এন্ট্রি ভেহিকেল' প্রযুক্তির মাধ্যমে ভারতের নিজস্ব ব্যালিস্টিক অগ্নি-৫ মিসাইলের 'টেস্ট ফ্লাইট' হয়। তাতে সাফল্য পাওয়ায় ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের (ডিআরডিও) বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংরা। মোদি বলেছেন, ''মিশন দিব্যাস্ত্রের জন্য আমাদের ডিআরডিওয়ের বিজ্ঞানীদের নিয়ে গর্ববোধ হচ্ছে। যা মাল্টিপল ইন্ডিপেনডেন্টলি টার্গেটেবল রি-এন্ট্রি ভেহিকেল প্রযুক্তির মাধ্যমে অগ্নি-৫ ক্ষেপণাস্ত্রের প্রথম পরীক্ষামূলক উড়ান।''

সন্দেশখালি মামলায় বড় নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের, জোর ধাক্কা খেল রাজ্য

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চঃ সন্দেশখালি মামলায় সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা খেল রাজ্য। কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চের দেওয়া সিবিআই তদন্তের নির্দেশ বহাল রাখল সুপ্রিমকোর্ট। প্রসঙ্গত, কলকাতা হাইকোর্টের সিবিআই তদন্ত নির্দেশ খারিজ করার আবেদন নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল রাজ্য সরকার। তবে সোমবারের 'সুপ্রিম' শুনানিতে একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ, রাজ্য পুলিশ ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে সিঙ্গল বেঞ্চের যে পর্যবেক্ষণ ছিল, রাজ্য সরকারের আবেদনের ভিত্তিতে সেই বক্তব্যকে রদ করার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বি আর গাভাইয়ের ডিভিশন বেঞ্চ। এদিনের শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য সরকারের তরফে সওয়াল করা হয়, ইডি সন্দেশখালি যাওয়ার আগে রাজ্যকে জানায়নি। কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে গিয়েছিল। তারপর ঘটনা ঘটেছে। এরপরও রাজ্য পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত ২টি মামলা করেছে।

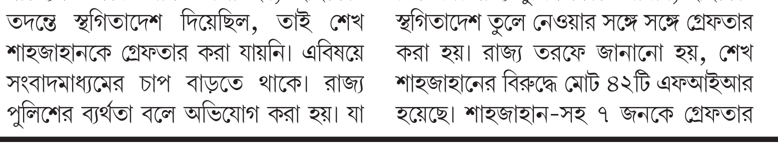

রাজ্যের তরফে আরও বলা হয়, হাইকোর্ট তদন্তে স্থগিতাদেশ দিয়েছিল, তাই শেখ শাহজাহানকে গ্রেফতার করা যায়নি। এবিষয়ে সংবাদমাধ্যমের চাপ বাড়তে থাকে। রাজ্য পুলিশের ব্যর্থতা বলে অভিযোগ করা হয়। যা ঠিক নয়। রাজ্য সুপ্রিম কোর্টে জানায়, হাইকোর্ট স্থগিতাদেশ তুলে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়। রাজ্য তরফে জানানো হয়, শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে মোট ৪২টি এফআইআর হয়েছে। শাহজাহান-সহ ৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। রাজ্য সরকারই আদালতে গিয়ে ব্যাখ্যা চায়। রাজ্যের বক্তব্য, দুর্ভাগ্যজনক ভাবে রাজ্যের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনছে সিবিআই। রাজ্য প্রশাসন এবং পুলিশের ভূমিকা নিয়ে সিঙ্গল বেঞ্চের পর্যবেক্ষণে আপত্তি তোলেন আইনজীবী অভিষেক মনু সিঙভি। সিবিআই-এর হয়ে সওয়াল করেন অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল এসভি রাজু বলেন, ''রেশন দুর্নীতির তদন্তে তল্লাশি চালাতে গিয়েছিল ইডি। তারপর মারাত্মক ঘটনা ঘটে।'' সিবিআই-এর তরফে পাল্টা বলা হয়, শাহজাহানের বিরুদ্ধে ৪২ মামলা সত্ত্বেও গ্রেফতার করা হয়নি। শেখ শাহজাহান প্রভাবশালী নেতা। সিবিআই অভিযোগ করে, স্থানীয় পুলিশের মদত ছাড়া শাহজাহানের লুকিয়ে থাকা অসম্ভব ছিল। এখন আদালতের নির্দেশে সিবিআই তদন্ত শুরু করলেও গুরুত্বপূর্ণ নথি দেওয়া হচ্ছে না। তারপরই বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ এই নির্দেশ দেন।

'বাস্তব না বুঝে এঁরা পণ্ডিতি ফলান', প্রার্থীতালিকায় নাম না থাকার পরই নিজের অবস্থান স্পষ্ট করলেন কুণাল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ মার্চঃ রাজনীতিতে বাগ্মিতার মাহাত্ম্য বিশাল! তৃণমূলের প্রবীণ নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় পেলেন সাংসদ টিকিট। আর কুণাল ঘোষ পেলেন না। রবিবার তৃণমূলের জনগর্জন সভা থেকে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে তৃণমূল। জল্পনা রটেছিল, এবার সাংসদ টিকিট পেতে পারেন কুণাল। কিন্তু সে জল্পনা মিথ্যা প্রমাণীত হয়। তারপর আবার কুণাল ঘোষকে নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে একাধিক 'মিম' ঘোরাফেরা করতে দেখা গিয়েছিল। ২৪ ঘণ্টা বাদে মুখ খুললেন কুণাল ঘোষ। নিজের সামাজিক মাধ্যমে কুণাল ঘোষ লিখলেন, 'দয়া করে আমাকে নিয়ে কেউ অকারণ জল্পনা ছড়াবেন না। আমি তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী ছিলাম, আছি, থাকব। শীর্ষ নেতৃত্ব আমাকে যা নির্দেশ দেওয়ার, দিয়ে রেখেছেন। আজও দিয়েছেন। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে উত্তর কলকাতা, পূর্ব মেদিনীপুরসহ যেখানে দল যা দায়িত্ব দিচ্ছে, পালন করব।' তিনি আরও বলেন, 'যাঁরা অন্যরকম চর্চা করছেন, তাঁরা ভুল করছেন। বাস্তব না বুঝে এঁরা পন্ডিতি ফলান। আমি কুণাল ঘোষ। ২ আর ২ মিলে ৪ ধরবেন না, আমি ২২ করার খেলায় বিশ্বাসী। সেই চেষ্টাই করি।' প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই কুণাল ঘোষ দলেরই এক সাংসদের বিরুদ্ধে 'বিদ্রোহ' ঘোষণা করেছিলেন। দলের সাধারণ সম্পাদক ও মুখপাত্রের পদ ছাড়তে চেয়ে দলের সুপ্রিমোর কাছে চিঠি পাঠিয়েছিলেন কুণাল ঘোষ। রাজ্যের তরফে যে অতিরিক্ত নিরাপত্তারক্ষী তার জন্য থাকে সেটাও প্রত্যাখান করেন। তখনই নানা বিতর্ক দানা বাঁধে। তবে রাতারাতি আবার এ দৃশ্যও দেখা যায়। যে 'সংসদ', প্রবীণ নেতার বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন তিনি, তাঁর বাড়িতে গিয়ে চা-মিষ্টিমুখও করেন। তাঁর সাংসদ টিকিট পাওয়া, না পাওয়া নিয়ে যে জল্পনা তৈরি হয়েছিল, সেই পরিস্থিতিতে আবার সামাজিক মাধ্যমে মুখ খুললেন কুণাল।

১৫ মার্চের মধ্যেই নতুন ২ নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের সম্ভাবনা

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ ঃ সামনেই লোকসভা ভোট। এদিকে গত ফেব্রুয়ারিতে অবসর নিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার অনুপচন্দ্র পান্ডে। আবার নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার আগে হঠাই ৯ মার্চ পদত্যাগ করেছেন আরেক নির্বাচন কমিশনার অরুণ গোয়েল। এর ফলে জাতীয় নির্বাচনে কমিশনে গুরুত্বপূর্ণ দুটি শূন্যপদ তৈরি হয়েছে। বর্তমানে গোটা নির্বাচন প্রক্রিয়ার দায়িত্ব একা সামলাচ্ছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। সূত্রের খবর, এই পরিস্থিতিতে ১৫ মার্চের মধ্যে দুজন নির্বাচন কমিশনার নিযো়গে করে শূন্যস্থান পূরণের পরিকল্পনা করছে কেন্দ্রীয় সরকার।সূত্রের খবর, নতুন নির্বাচন কমিশনার নিয়োগে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়ালের অধীনে একটি সার্চ কমিটি ওই দুটি পদের জন্য পাঁচটি নামের দুটি পৃথক প্যানেল প্রস্তুত করবেন। এও জানা গেছে, ওই কমিটিতে থাকছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব এবং কর্মিবর্গ দফতরের সচিবও। সুপারিশের ভিত্তিতে বুধবার বা বৃহস্পতিবার বৈঠকে বসবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন উচ্চপর্যায়ের কমিটি। সেখানেই নতুন দুই নির্বাচন কমিশনারের নাম নির্ধারণ করা হবে। তারপর সেই নাম যাবে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে। তিনিই দুই নতুন নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগ করবেন। ১৫ মার্চের মধ্যেই সেই নিয়োগ প্রক্রিয়া সেরে ফেলতে চাইছে কেন্দ্র।

দৃঢ় দৃষ্টিভঙ্গি-সহ আদর্শ ভিত্তিক একটি দল হল বিজেপিঃজে পি নাড্ডা

বেলাগাভি, ১১ মার্চ ঃ দৃঢ় দৃষ্টিভঙ্গি-সহ আদর্শ ভিত্তিক একটি দল হল বিজেপি। জোর দিয়ে বললেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগ প্রকাশ নাড্ডা। মঙ্গলবার কর্ণাটকের বেনাগাভিতে বিজেপির বুথ সমাবেশে নাড্ডা বলেছেন, আপনারা সবাই খুবই ভাগ্যবান। আমরাও খুব ভাগ্যবান। কেন?...বিজেপি কর্মীরা নিজেদের ভাগ্যবান বলে মনে করেন, কারণ আমরাই একমাত্র দল যা বিশ্বের বৃহত্তম দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। আমরাই একমাত্র রাজনৈতিক দল যা আদর্শিকভাবে প্রতিষ্ঠিত। আমরাই একমাত্র রাজনৈতিক দল যার মতাদর্শ সুনির্দিষ্ট, বিজেপি এমন একটি দল যা কখনই নিজস্ব আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়নি।কংগ্রেস-সহ বিরোধীদের সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, কংগ্রেস সাম্প্রতিক নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর বিধান সৌধে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' স্লোগান দেওয়া হয়াছে, এটাই কি রাহুল গান্ধীর 'ভারত জোড়ো যাত্রা'-র উদ্দেশ্য? মল্লিকার্জুন খাড়গে কেন এর নিন্দা করেননি? সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের সহনশীল মনোভাব রয়েছে। তাদের শাসনকামলে একটি ক্যাফের মতো সাধারণ স্থানেও বিস্ফোরণ ঘটেছে।

লোকসভা ভোটের আগে বড় ধাক্কা কংগ্রেস, বিজেপিতে বারাণসীর প্রাক্তন সাংসদ রাজেশ মিশ্র

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ ঃ লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে বড় ধাক্কা কংগ্রেসে। বারাণসীর প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ রাজেশ মিশ্র যোগ দিলেন বিজেপিতে। তিনি দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে গিয়ে সদস্যপদ গ্রহণ করেন। বিজেপিতে যোগদানের পর তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী গত ১০ বছরে যে কাজ করেছেন তা আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। আমরা ভাগ্যবান যে তাঁকে আমরা বারাণসীর সাংসদ হিসেবে পেয়েছি। তিনি এও বলেন যে, নরেন্দ্র মোদীর বিপক্ষে আইএনডিআই জোটের থেকে যিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন, তিনি বারাণসী থেকে একটিও ভোট পাবেন না।২০০৪ সালে কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে রাজেশ মিশ্র বারাণসী লোকসভা আসন থেকে নির্বাচনে জয়লাভ করেন। যদিও তারপর থেকে এখানে কংগ্রেস আর জিততে পারেনি। এবছর আবার কংগ্রেস রাজেশ মিশ্রকে বারাণসী থেকেই আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা জানায়। কিন্তু সেই প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছিলেন রাজেশ মিশ্র। কিছুদিন ধরে এই গুঞ্জনও শোনা যাচ্ছিল যে রাজেশ মিশ্র সমাজবাদী পার্টিতেও যোগদান করতে পারেন। কিন্তু তিনি বিজেপিতে যোগদান করে জল ঢাললেন সব জল্পনায়।

লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট বেজে উঠেছে

দক্ষিণ দিনাজপুরঃলোকসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট বেজে উঠেছে। ইতিমধ্যে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ৬ নং লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি ও তৃণমূল প্রার্থীর নাম ও ঘোষণা হয়েছে। বিজেপি থেকে প্রার্থী হয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার। অন্যদিকে কলকাতার ব্রিগেডে জনগর্জন সবার মঞ্চ থেকে অভিষেক ব্যানার্জী রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্রর নাম প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করেন। প্রার্থী নাম ঘোষণার পর এই প্রথমবার বালুরঘাটে পা রাখলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা বালুঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। ট্রেন থেকে নামার পরই জেলা বিজেপির তরফ থেকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয় সুকান্ত মজুমদারকে। একে একে বিজেপি নেতৃত্বরা ফুলের মালা পরিয়ে বরণ করে নেন বালুরঘাট লোকসভা আসনের এবারের বিজেপি প্রার্থী তথা সংসদ সুকান্ত মজুমদারকে। এরপর বালুরঘাট স্টেশন থেকে তিনি বাইক র‍্যালি করে গোটা শহর পরিক্রমার পর বাড়ি পৌঁছান। বালুরঘাট স্টেশনে ওপর অভ্যর্থনা জানাতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক বাপি সরকার, যুব সভাপতি শুভ চক্রবর্তী সহ অন্যান্য বিজেপি নেতৃত্বরা। রাস্তাতেও বিজেপি কর্মী সমর্থকদের পক্ষ থেকে সুকান্তকে সংবর্ধনা জানানো হয়। আজ দিন ভর একাধিক কর্মসূচি রয়েছে জেলা জুড়ে। মূলত বিভিন্ন মন্দিরে তিনি পুজো দিয়ে লোকসভা নির্বাচনের প্রচার অভিযান শুরু করবেন। বালুরঘাট স্টেশনে নামার পরই তৃণমূলের প্রার্থী বিপ্লব মিত্রকে কটাক্ষ করেন সুকান্ত মজুমদার। বিজেপির সাংসদ থাকাকালীন বালুরঘাটে যে রেলের উন্নয়ন হয়েছে সেটা যদি অন্য কেউ করে দেখাতে পারে বা তাহলে ভোটেই লড়ব না বলে জানান সুকান্ত মজুমদার।

শিশুর ক্ষত বিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, সুতিঃগ্রামীন এলাকার মধ্যে সদ্যোজাত এক শিশুর ক্ষত বিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধার। সোমবার সকাল সকাল ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি ছড়িয়েছে মুর্শিদাবাদের সুতি থানার উমরাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাহাগোলপুর এলাকায়। কে বা কারা রাতের অন্ধকারে ওই সদ্যোজাত শিশুর দেহকে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলে দিয়েছে বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের। সোমবার সকালে বিষয়টি নজরে আসতেই কার্যত রীতিমতো শোরগোল সৃষ্টি হয় এলাকা জুড়ে। ক্ষত বিক্ষত দেহ দেখতে পাওয়ার পরেই খবর দেওয়া হয় সুতি থানার পুলিশকে।

হিসারে নৃশংস হত্যাকাণ্ড, শিশুকন্যার গলা কেটে আত্মঘাতী অধ্যাপক

চণ্ডীগড়, ১১ মার্চ ঃ হিসারের এক বিশ্ববিদ্যালয়.সংলগ্ন অঞ্চলে নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটে গেল। ধারালো ব্লেড দিয়ে ৮ বছরের কন্যাসন্তানের গলা কেটে খুন করলেন এক অধ্যাপক। তারপর নিজের গলা কেটে আত্মঘাতী হন তিনিও। রবিবার সন্ধ্যায় এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।জানা গেছে, হিসারে একটি পশু চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ছিলেন ৩৫ বছরের সন্দীপ গোয়েল। রবিবার বিকেলে তিনি মেয়েকে নিয়ে ঘুরতে যাচ্ছেন বলে বাড়ি থেকে বেরোন। অনেকক্ষণ বাড়ি না ফেরায় খোঁজ করতে করতে বিশ্ববিদ্যালয়ে যান তাঁর স্ত্রী। অধ্যাপকের ঘরটি

প্রার্থী তালিকায় নাম ছিল না,আচমকা দলের সমস্ত পদ থেকে ইস্তফা সায়ন্তিকার

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ তৃণমূল প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে রবিবার। আসন্ন লোকসভা ভোটের জন্য সেই তালিকায় নাম ছিল না সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।রবিবারই সকলকে চমক দিয়ে ব্রিগেড থেকে লোকসভা ভোটের ৪২ আসনে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে তৃণমূল। তাতে নাম নেই সায়ন্তিকার। তবে কী সেই ক্ষোভেই পদত্যাগের সিদ্ধান্ত, তুঙ্গে জল্পনা। ব্যক্তিগত কারণে ইস্তফা বলেই পদত্যাগপত্রে উল্লেখ করেছেন সায়ন্তিকা।ভ্ইস্তফাপত্রে সায়ন্তিকা ' সভা'র সাফল্যের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অভিনন্দন জানিয়েছেন। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনেও সাফল্য কামনা করেছেন তিনি। এর পরই তিনি লেখেন, আমি গত ৩ বছর ধরে দলের সামগ্রিক রাজনৈতিক-প্রতিবাদী এবং উন্নয়ন কর্মসূচির সাথে সামগ্রিকভাবে জড়িত ছিলাম। দলের সুনির্দিষ্ট পার্টি লাইন অনুসরণ করে সমস্ত কর্মসূচিতে আমি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছি। এই পর্যায়ে আমি দলের সমস্ত রাজনৈতিক দায়িত্ব থেকে ইস্তফা দিচ্ছি। এই সিদ্ধান্ত একান্তই ব্যক্তিগত বলেই উল্লেখ করেন সায়ন্তিকা।২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের টিকিট পান। বাঁকুড়া বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী হয়েছিলেন। বিজেপি প্রার্থী নীলাদ্রিশেখর দানার কাছে হেরে যান। তবে ভোটে হারলেও আঁকড়ে পড়েছিলেন বাঁকুড়ায়। অভিনেত্রীকে সাংগঠনিক দাযি়ত্ব দেওয়া হয়। দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক করা হয় তাঁকে। সায়ন্তিকার ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রে খবর, বাঁকুড়া লোকসভা থেকে টিকিট পাবেন বলে মোটের উপর নিশ্চিত ছিলেন কেউ কেউ। কিন্তু শেষমেশ প্রার্থী করা হয়নি তাঁকে। বাঁকুড়া থেকে অরূপ চক্রবর্তী এবং বিষ্ণুপুরে সুজাতাকে প্রার্থী হিসাবে বেছে নিয়েছে তৃণমূল। সে কারণেই কি ইস্তফার সিদ্ধান্ত নিলেন সায়ন্তিকা, রাজনৈতিক মহলে তুলে জল্পনা। বলে রাখা ভালো, টিকিট না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ বারাকপুরের অর্জুন সিং। সেখানে যোগ্য সৈনিক হিসাবে পার্থ ভৌমিককে বেছে নিয়েছে তৃণমূল। কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে, চূড়ান্ত হতাশায় দিল্লি পাড়ি দিয়েছেন অর্জুন। ফের তিনি বিজেপিতে ফিরতে পারেন বলেও খবর।

ফের শঙ্কর আঢ্যর বাড়িতে সিবিআই,সঙ্গে বিশাল কেন্দ্রীয় বাহিনী, ফরেন্সিক

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ বনগাঁয় শঙ্ক আঢ্যের বাড়ির এলাকায় গেল সিবিআই। বিশাল কেন্দ্রীয় বাহিনী, ফরেন্সিক দল নিয়ে সিবিআইয়ের আধিকারিকেরা সোমবার সকালে বনগাঁয় পৌঁছেছেন। বনগাঁ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা রেশন ' ধৃত শঙ্করের বাড়িতে ইডির উপর হামলার ঘটনার তদন্ত করতে গিয়েছে সিবিআই।রেশন দুর্নীতি মামলায় তৃণমূল নেতা শঙ্কর আঢ্যকে গ্রেফতার করার সময়ে ইডির আধিকারিকদের ওপর হামলা হয়। অভিযোগ, শঙ্কর আঢ্যর অনুগামীরা ইডি আধিকারিকদের গাড়ি ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখায় এবং তাঁদের ওপর হামলা চালায় বলে দাবি। সেই ঘটনার তদন্তেই গত বৃহস্পতিবার বনগাঁ গেছিল সিবিআই। চারদিনের মধ্যে ফের সেখান তদন্তের কারণে গেল তাঁরা। পাশাপাশি বনগাঁ পুরসভার বর্তমান চেয়ারম্যান গোপাল শেঠের বাড়িতেও গেছেন তাঁরা। তাঁকেও ইডির উপর হামলার ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। ঠিক কী ঘটেছিল ৫ তারিখ? সেই ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য হাতে পেতে চাইছে সিবিআই। সোমবার তাঁদের সঙ্গে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গেছে ফরেন্সিক টিম এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। শঙ্করের বাড়ি ঘিরে ফেলা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার প্রথমে সন্দেশখালির আকুঞ্জিপাড়ায় শেখ শাহজাহানের বাড়িতে যায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। ওই পাড়ায় শাহজাহান ও তার আত্মীয়দের একাধিক বাড়ি রয়েছে। কোন বাড়িতে শাহজাহান থাকতেন, সেই খোঁজখবর নেন তাঁরা। শাহজাহানের বাড়ির একাধিক ছবিও তোলেন। সোমবারই আবার সন্দেশখালি কাণ্ডে জিয়াউদ্দিন মোল্লা-সহ তিনজনকে ডেকে পাঠিয়েছে সিবিআই। তাঁদের নিজাম প্যালেসে দেখা করতে বলা হয়েছে। শাহজাহানের ডান হাত হিসেবেই পরিচিত জিয়াউদ্দিন মোল্লা। ইডি আধিকারিকদের উপর হামলার সময় তাঁর উপস্থিতি আগেই নজরে এসেছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা এজেন্সির।

২২ মার্চ ভোট জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ ঃ শুধু দেশের শাসনভার নয়, রাজধানীতে ছাত্র রাজনীতির রাশ কাদের হাতে থাকবে তা নিয়েও এবার ভোট হতে চলেছে ঠিক লোকসভা নির্বাচনের আগেই। জানা গেছে, দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে (জেএনইউ) ছাত্র সংসদের ভোটের দিন ঘোষণা করা হয়েছে আগামী ২২ মার্চ। আর ফল প্রকাশের তারিখ ২৪ মার্চ।জেএনইউ ছাত্র সংসদের ইলেকশন কমিটির তরফে জানা গেছে, সোমবার থেকেই নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করে দেওয়া হবে। প্রকাশ করা হবে ভোটার তালিকাও। তার পরপ্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শেষবার ২০১৯ সালে জেএনইউ-এর ছাত্র সংসদের ভোট হয়েছিল। সে বার ভোটে জিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন বাম ছাত্র সংগঠন এসএফআই। কিন্তু গত সাড়ে চার বছরে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শক্তি অনেক বাড়িয়েছে এবিভিপি। দিল্লির রাজনীতিতে জেএনইউয়ের ছাত্রভোটের আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। লোকসভা নির্বাচনের মুখে জেএনইউয়ের ছাত্রভোটে তাই আলাদা তাৎপর্য তৈরি হয়েছে।

ব্রিগেডেই প্রথম দেখা মমতা-অভিষেকের সঙ্গে,খেলা হবে, বললেন ইউসুফ পাঠান

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ লোকসভা নির্বাচনের আগে রবিবারের তৃণমূলের ব্রিগেড শুধু যে চমকে ভরা ছিল না, ছিল অতি-নাটকীয়তায় মোড়াও । বাংলার ৪২টি লোকসভা আসনের জন্য প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হল। কালীঘাট ছেড়ে এই প্রথম জনসমক্ষে এমন ঘোষণা হল। সেটা অবাক করে দেওয়ার মতোই। পাশাপাশি, তালিকার বেশ কিছু নতুন নাম দেখে 'থ' রাজনৈতিক মহল । চমকের মাত্রা আরও বাড়িয়ে কলম্বো থেকে উড়িয়ে আনা হল তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ইউসুফ পাঠানকে। এমনও যে হয় তা কল্পনা করতে পারেননি অনেকেই।ইউসুফ পাঠানের নাম বহরমপুরে তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। লোকসভা নির্বাচনে স্বয়ং অধীর চৌধুরীর বিরুদ্ধে বহরমপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ইউসুফ।কিন্তু ইউসুফের তৃণমূল প্রার্থী হওয়া নেপথ্যের কাহিনি হার মানাবে বলিউডের থ্রিলারকেও। রবিবারের আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কারও সঙ্গেই মুখোমুখি সাক্ষা করেননি ইউসুফ। অবাক করার মতো হলেও মমতা-অভিষেকের সঙ্গে ইউসুফ পাঠানের প্রথম দেখা ব্রিগেডেই।ভ্ইউসুফের অন্যতম প্রিয় বন্ধু মনোজ তিওয়ারি রাজ্য সরকারের ক্রীড়া দফতরের প্রতিমন্ত্রী। বন্ধুকে দলে পেয়ে বলছিলেন, ' আইপিএল জিতেছি। এ বার একসঙ্গে লোকসভা নির্বাচনও জিতব।''শ্রীলঙ্কায় লেজেন্ডস লিগ ক্রিকেট খেলতে গিয়েছিলেন ইউসুফ। রবিবার সকালেই কলম্বো থেকে আসেন কলকাতায়। রাতে ফিরেও যান কলম্বোয়। ইউসুফ জানেন, বহরমপুরে লড়াই কঠিন। বললেন, ' এতদিন মাঠে লড়াই করে জিতেছি। শুনেছি প্রতিপক্ষ খুব শক্তিশালী। এ বার রাজনীতির ময়দানে তাঁর সঙ্গে লড়াই হবে। ফল তো আমার হাতে নেই। জনগণ যা ঠিক করবেন, তাই হবে।'' এ-ও বলেন, ' দিন ঘোষণা হয়ে যাওয়ার পরেই বহরমপুরে থাকতে শুরু করব। চেষ্টা করব সকলের সমস্যা শোনার। কার কোথায় অসুবিধা হচ্ছে, জানার চেষ্টা করব।''আইপিএল জেতার সুখস্মৃতি ভুলতে পারেননি। এ বার রাজনীতির উইকেটে তৃণমূলের হয়ে জিতে নতুন ইনিংস শুরু করতে মরিয়া প্রাক্তন ভারতীয় তারকা। কিন্তু জিততে কি পারবেন? ইউসুফ বলে গেলেন, ' দেখা যাক। খেলা হবে!''

ব্যারাকপুরে টিকিট না পেয়ে ক্ষুব্ধ অর্জুন,কি ফের বিজেপিতে? শুভেন্দুর মন্তব্যে জল্পনা তুঙ্গে

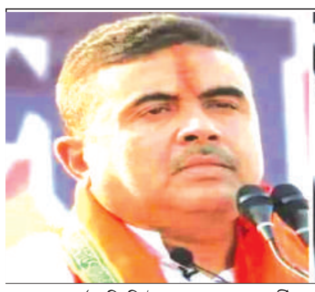

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে তৃণমূল। রাজ্যের ৪২টি কেন্দ্রের নামই একসঙ্গে ঘোষণা করা হয়েছে। সেখানে ব্যারাকপুর কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করা হয়েছে পার্থ ভৌমিককে। বর্তমান নৈহাটির বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী পার্থ। এবার তাঁকে ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী করল দল। আর পার্থ ভৌমিককে প্রার্থী করার পরেই ক্ষোভের সুর ধরা পড়ল অর্জুন সিং-এর গলায়।শেষ মুহূর্তে এসে টিকিট না দেওয়ার দাবি করে ব্যারাকপুরের দাবাং নেতা বলেন, ' বিশ্বাসভঙ্গ করেছে'। তবে কি ফের বিজেপিতে যাচ্ছেন ব্যারাকপুরের বর্তমান সাংসদ? এই জল্পনা আরও উস্কে দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেঃদু অধিকারী।ভ্তৃণমূলের জনগর্জন সভার দিনই সন্দেশখালিতে সভা করেন শুভেন্দু। সভা শেষে অর্জুনকে নিয়ে শুভেন্দু বলেন, তৃণমূল অর্জুনকে বিশ্বাস করে না। আমাদের অনেকের সঙ্গে ওঁর যোগাযোগ রয়েছে। আমার সঙ্গেও রয়েছে। এমনকী অর্জুন সিং দ্রৌপদী মুর্মূকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দিয়েছিলেন বলেও দাবি করেন শুভেন্দু। স্বাভাবিকভাবেই শুভেন্দুর এই মন্তব্যের পরে অর্জুন ফের পদ্মমুখী হবেন কিনা, তা নিয়ে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। ভ্বরাবরই ব্যারাকপুরে লড়তে চেয়েছিলেন অর্জুন সিংহ। কিন্তু ওই আসনে টিকিট দিতে রাজি ছিল না তৃণমূল। অর্জুন সিং-এর যে প্রার্থী হওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে, তা নিয়ে বিগত কয়েকদিন ধরে তৃণমূলের অন্দরেই জল্পনা শুরু হয়েছিল। রবিবার তৃণূলের প্রার্থী ঘোষণার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অর্জুন বলেন, আমি বলেছিলাম ব্যারাকপুরেই লড়ব। ব্যারাকপুরের বাইরে লড়ব না। টালবাহানা করে শেষ পর্যন্ত টিকিট দেওয়া হল না। এতে আমার কোনও দুঃখ নেই। একটাই দুঃখ দল আগে যদি বলে দিত আমাকে দেবে না, তাহলেও ভাল ছিল। এটা বিশ্বাসভঙ্গ ছাড়া আর কী!অর্জুনের দাবি, তাঁকে রবিবার শেষ মুহূর্তে জানানো হয়েছে যে তিনি টিকিট পাচ্ছেন না। আর এতেই মনে 'আঘাত' পেয়েছেন সাংসদ। আসলে অর্জুনকে প্রার্থী না করা নিয়ে তৃণমূলের অন্দরে জনঘোলাও কম হয়নি। ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে যাতে অর্জুন সিং-কে টিকিট দেওয়া না হয়, এর জন্য জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্র সহ ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের সমস্ত বিধানসভা কেন্দ্র থেকে সাধারণ মানুষের সই সংগ্রহ শুরু করেছিলেন জগদ্দলের বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম। সেই সই সহ চিঠি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পাঠানো হয়। অর্জুনের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসার রাজনীতির অভিযোগ তুলেছিলেন সোমনাথ। আর এবার শুভেন্দুর পাশে দাঁড়ানো এবং অর্জুনের ক্ষোভে নতুন কোনও সমীকরণ দেখা যায় কি না, সেদিকেই তাকিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে।

নির্বাচন কমিশন বাছাই কমিটি থেকে প্রধানমন্ত্রীকে সরান, সুপ্রিম কোর্টে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে মামলা কংগ্রেস

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ লোকসভা নির্বাচনের আগেই দেশের দুই নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের ব্যাপারে তোড়জোড় শুরু হয়েছে। এ বার সেই নিয়োগের বিরোধিতা করেই সুপ্রিম কোর্টে গেল কংগ্রেস। নরেন্দ্র মোদী সরকার যাতে কোনও ভাবেই নির্বাচন কমিশনার নিয়োগে হস্তক্ষেপ না করে, তার আবেদন জানিয়ে দেশের শীর্ষ আদালতে মামলা দায়ের করলেন মধ্যপ্রদেশের এক কংগ্রেস নেত্রী।শনিবার পদত্যাগ করেছেন নির্বাচন কমিশনার অরুণ গোয়েল। অন্যদিকে গত ১৪ ফেব্রুয়ারি আরেক নির্বাচন কমিশনার অনুপ চন্দ্র পাণ্ডে ৬৫ বছর বয়সে অবসর নেন। এর ফলেই কমিশনে দুটি শূন্যপদ তৈরি হয়েছে। বর্তমানে গোটা দায়িত্ব একা সামলাচ্ছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার। গতকালই জানা গিয়েছিল, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির (PM Narendra Modi) পৌরহিত্যে আগামী ১৫ মার্চ বৈঠক হবে। সেদিনই দুই নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগ হতে পারে। এর মধ্যেই ওই নিয়োগ পদ্ধতির বৈধতা নিয়ে মামলা উঠল।মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেস নেতা জয়া সুপ্রিম কোর্টের ২০২৩ সালের একটি নির্দেশ উল্লেখ করেছেন পিটিশনে। যেখানে সাংবিধানিক বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছিল, প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলের নেতা এবং সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সমন্বয়ে.গঠিত প্যানেলের পরামর্শেই নির্বাচন কমিশনার নিযো়গে করতে হবে। যদিও সংশোধিত পদ্ধতিতে ওই প্যানেল থেকে বাদ পড়েছেন প্রধান বিচারপতি। বদলে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের এই নয়া প্যানেলের সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছেন মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেস নেতা।এদিকে অরুণ গোয়েল কেন আচমকা ইস্তফা দিলেন, তা নিয়েও জল্পনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক মহলে। অনেকের দাবি, কেন্দ্রের সঙ্গে একাধিক বিষয়ে মতবিরোধের জেরেই পদ ছেড়েছেন তিনি। তার মধ্যে অন্যতম কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন নিয়ে ভিন্ন মত। কংগ্রেসের মামলার পর সুপ্রিম কোর্টের দিকে তাকিয়ে সকলে। বর্তমান জটিলতায় ভোট পিছিয়ে যাবে না তো? এমন প্রশ্নও উঠছে।

গাজায় 'নৃশংসতা' বন্ধে বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি সৌদি বাদশাহর আহ্বান

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ ফিলিস্তিনের গাজায় ' অপরাধ' বন্ধ এবং 'নিরাপদ মানবিক করিডরের ব্যবস্থা' করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে নিজেদের দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানিয়েছেন সৌদি বাদশাহ সালমান বিন আবদুল আজিজ। গাজায় অব্যাহত ইসরায়েলি হামলার মধ্যে দেশটির নাম উল্লেখ না করে রোববার এক লিখিত বক্তব্যে তিনি এ আহ্বান জানান।ভ্ভ্বাদশাহর পক্ষে লিখিত বক্তব্যটি পাঠ করেন তথ্যমন্ত্রী সালমান আল-দোসারি। সৌদি আরবসহ বিভিন্ন দেশে সোমবার থেকে পবিত্র রমজান মাস শুরু হওয়া উপলক্ষে এই বক্তব্য দেন সালমান বিন আবদুল আজিজ।ভ্সৌদি বাদশাহ আরও বলেন, ' আমাদের জন্য বেদনাদায়ক যে ফিলিস্তিনে আমাদের ভাইয়েরা যখন হামলার শিকার হচ্ছেন, তখন এ বছর রমজান মাস এসেছে।'এবারের রমজানে অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার চিত্রটা ভিন্ন হতে যাচ্ছে। এমন এক পরিস্থিতিতে উপত্যকাটির বাসিন্দারা রমজানের প্রস্তুতি নিচ্ছেন, যখন সেখানে নির্বিচার হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েল।গাজায় পাঁচ মাসের বেশি সময় ধরে চলছে ইসরায়েলের হামলা। উপত্যকাটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় রোববার জানিয়েছে, গত ৭ অক্টোবর সংঘাত শুরুর পর থেকে ইসরায়েলের হামলায় সেখানে অন্তত ৩১ হাজার ৪৫ জন নিহত হয়েছেন। অনেকেই ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পা়ে আছেন। আহত হয়েছেন ৭২ হাজার ৬৫৪ জন। এর মধ্যে আগের ২৪ ঘণ্টায় নিহত হয়েছেন ৮৫ জন।শুধু রক্তক্ষয়ই নয়, রমজানের আগমুহূর্তে ক্ষুধাও বিপর্যস্ত করেছে গাজাবাসীকে। গাজা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ৭ অক্টোবর থেকে উপত্যকাটিতে অনাহারে অন্তত ২৫ জনের মৃত্যু হয়েছে।ভ্ভ্জাতিসংঘের ফিলিস্তিনি শরণার্থীবিষয়ক সংস্থা ইউএনআরডব্লিউএ বলছে, উত্তর গাজার অবস্থা মর্মান্তিক। বারবার আহ্বান জানানোর পরও সেখানে স়াকপথে ত্রাণ সরবরাহ করা হচ্ছে না। আর রমজান যখন এগিয়ে আসছে, তখন প্রাণহানিও বা়ছে। এমন পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর কাছে সহায়তার আহ্বান জানিয়েছে গাজা পৌর কর্তৃপক্ষ।এদিকে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, চলমান সংঘাতের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত গাজায় ইসরায়েলের হামলায় এক হাজারের বেশি মসজিদ ধ্বংস হয়েছে।রমজানের আগে গাজাবাসীর সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে একটি বার্তা দিয়েছেন জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস। তিনি বলেছেন, ' যাঁরা ভয়াবহ দুর্দশার মধ্যে রয়েছেন, তাঁদের সবার প্রতি সংহতি ও সমর্থন জানাচ্ছি আমি। এ কঠিন সময়ে রমজান আমাদের আশার আলো দেখাবে।'

হাই কোর্টে পিছোল জামিনের শুনানি শেখ শাহজাহানের

দুরন্ত বার্তা,১১মার্চঃ রেশন দুর্নীতি মামলায় শাহজাহান শেখের আগাম জামিনের শুনানি পিছিয়ে গেল কলকাতা হাই কোর্টে।সোমবার শাহজাহানের আইনজীবী হলফনামা দিয়ে নিজেদের বক্তব্য জানাতে কলকাতা হাইকোর্টের কাছে সময় চান । সেই কারণে শুনানি পিছিয়ে দেন বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি শাব্বার রাশিদির ডিভিশন বেঞ্চ । মঙ্গলবার এই মামলার শুনানি হবে ।কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের নির্দেশে গত ২৯ ফেব্রুয়ারি ভোররাতে শাহজাহানকে গ্রেফতার করেছিল রাজ্য পুলিশ । সেদিনই সকালে হাইকোর্টে এসে তাঁর আইনজীবী প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে আগাম জামিনের আবেদন জানিয়েছিলেন ।প্রধান বিচারপতি মামলাটি বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি শাব্বার রাশিদির ডিভিশন বেঞ্চে শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত করেছিলেন । সোমবার সেই মামলার শুনানি ছিল । সেখানেই শাহজাহানের আইনজীবী হলফনামা দিয়ে নিজেদের বক্তব্য জানাতে সময় চান । সেই সময় মঞ্জুর করা হয় হাইকোর্টের তরফে ।দীর্ঘ ৫৬ দিন পলাতক থাকার পর অবশেষে রাজ্য পুলিশ শাহজাহানকে গ্রেফতার করে । গত ৫ জানুয়ারি রেশন দুর্নীতি মামলায় ইডি শাহজাহানের সন্দেশখালির বাড়িতে তল্লাশি চালাতে গিয়ে আক্রান্ত হয় । আধিকারিকদের হেনস্তা, গাড়ি ভাঙচুর এবং নথিপত্র ও মোবাইল-সহ একাধিক জিনিস লুঠ করার অভিযোগ ওঠে ।ভ্এই ঘটনায় উত্তর ২৪ পরগনার ন্যাজাট থানা ও বনগাঁ থানা মিলিয়ে মোট তিনটি এফআইআর দায়ের হয় । যদিও রাজ্য পুলিশ স্বতন্ত্র অভিযোগ দায়ের করে তাঁকে গ্রেফতার করে । এই নিয়ে শাহজাহানের গ্রেফতারির পর দা়টানাটানি শুরু হয়।অবশেষে হাইকোর্টের নির্দেশে গত সপ্তাহে শাহজাহানকে সিবিআইয়ের হাতে তুলে দিয়েছে রাজ্য পুলিশ ।ভ্এর আগে নিম্ন আদালতে আগাম জামিনের আবেদন জানিয়েছিলেন শাহজাহান । তা খারিজ হয়ে গিয়েছে । তারপর হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন সন্দেশখালির বেতাজ বাদশা বলে পরিচিত শাহজাহান

কুনো জাতীয় উদ্যানে আরও ৫ চিতা শাবকের জন্ম

ভোপাল, ১১ মার্চ ঃ মধ্যপ্রদেশের কুনো জাতীয় উদ্যানে বাড়ল চিতার সংখ্যা। ৫ বছরের একটি চিতাবাঘ আরও ৫টি শাবকের জন্ম দিল। কেন্দ্রীয় পরিবেশ ও বনমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় এই কথা জানান।উল্লেখ্য, এই নিয়ে কুনোতে চিতা শাবকের সংখ্যা বেড়ে হলো ১৩টি। মোট চিতার সংখ্যা দাঁড়ালো ২৬টি। কুনো জাতীয়

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১২মার্চ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১২মার্চঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতৈনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ২৮ফাল্গুন মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৮ ফাল্গুন মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ২৮ ফাল্গুন মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৩৯শতকরা। বৃষ্টি হয়নি সোমবার । জোয়ার-সকাল ৫টা ২১ মিনিট এবং রাত৭টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৫টা ২০মিনিট। রাত-৯টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৬ টা ১০মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৫ টা ৩০ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআপনার চারপাশের মানুষের সম্প্রসারিত সমর্থন আপনাকে খুশি করবে। আপনার আজ অ্যালকোহল বা এ জাতীয়
বৃষভ রাশিঃআপনার সব সমস্যার জন্য সেরা প্রতিষেধক হল হাসি। যারা নিজের ঘনিষ্ঠজন বা জয়।
মিথুন রাশিঃঅপ্রয়োজনীয় ভাবনায় শক্তিক্ষয় না করে একে সঠিক দিশা দিন। কারো কারোর জন্য ভ্রমণ ক্লান্তিকর প্রমাণিত হতে
কর্কট রাশিঃআপনি আপনার শারীরিক সক্ষমতা বজায.রাখতে কিছু ক্রীড়া কার্যকলাপ উপভোগ করতে পারেন। আপনার অফিসের সহকর্মী আজ আপনার মূল্যবান
সিংহরাশিঃকর্মব্যস্ত দিন হওয়া সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আপনি যদি বিদেশের কোনও জমিতে বিনিযো়গে করে থাকেন
কন্যারাশিঃআপনার মধ্যে শক্তির প্রাচুর্যতা থাকবে- কিন্তু কাজের চাপ আপনার বিরক্তের কারণ হবে। বিশেষ জাত আছে এমন
তুলারাশিঃমেঝের উপর দিয়ে হাঁটার সময় গর্ভবতী মায়েদের বিশেষ যত্ন অবলম্বন করা উচিত। আর্থিক ক্ষেত্রে উন্নতি আপনার পক্ষে দীর্ঘস্থায়ী বকেয়া হয়েছে।
বৃশ্চিক রাশিঃ আপনি আপনার শারীরিক মনোবল বজায় রাখার জন্য খেলাধুলায় আপনার সময় ব্যয় করুন। সংসারে শান্তি হবে
ধনু রাশিঃ আর্থিক সীমাবদ্ধতা এড়াতে আপনার বাজেটে আটকে থাকুন। শুভদিন হতে পারে আজ
মকর রাশিঃআপনি কিছু আঘাতের সম্মুখীন হলে চরম সাহস এবং শক্তি প্রদর্শন করা
কুম্ভ রাশিঃআজ আপনি আপনার স্বাস্থ্য এবং চেহারা উন্নত করার যথেষ্ট সময় পাবেন। যদিও তাদের বোঝান যে আপনি তাদের ব্যাপারে । বিবাহের উন্নতি হবে
মীন রাশিঃব্যস্ত সময়সূচী সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে, কিন্তু আপনার জীবনকে নিশ্চিন্তভাবে নেবেন না, উপলব্ধি করুন যে জীবনের প্রতি যত্নই হল আসল ব্রত। আপনার বাসস্থান সংক্রান্ত বিনিয়োগ লাভজনক হবে না। ব্যাক্তিগত এবং গোপনীয় তথ্য

খেয়াদহ এবং আটঘরা থানার জন্য রাজ্য সরকার ৩১৪টি পদ সৃষ্টির অনুমোদন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ মার্চঃ কলকাতা পুলিশের ভাঙড় ডিভিশনের আওতায় প্রস্তাবিত খেয়াদহ এবং আটঘরা থানার জন্য রাজ্য সরকার ৩১৪টি পদ সৃষ্টির অনুমোদন দিয়েছে। এক বিজ্ঞপ্তিতে নতুন দুটি থানার জন্য ২জন করে মোট ৪জন ইন্সপেক্টর, ১০ জন করে মোট ২০জন সাব ইন্সপেক্টর, ৮জন মহিলা সাব ইন্সপেক্টর, ৪জন সার্জেন্ট, ২৪জন এ এস আই, ৬জন মহিলা এ এস আই, ১৬০জন কনস্টেবল, ৬০জন মহিলা কনস্টেবল, ২৪জন ড্রাইভার, ২জন ইউ ডি এ এবং সমসংখ্যক এল ডি এ নিয়োগের কথা জানানো হয়েছে। যে ২৪জন ড্রাইভার নেওয়া হবে তাঁদের চুক্তির ভিত্তিতে নেওয়া হবে এবং তাঁদের মাসিক বেতন হবে ১৩৫০০ টাকা করে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত প্রার্থীরা কিভাবে কাজ করবেন তা ঠিক করতে তৃণমূল কংগ্রেস বৈঠক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ মার্চঃ লোকসভা নির্বাচনে দলের তপশিলী জাতি, উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত প্রার্থীরা কিভাবে কাজ করবেন তা ঠিক করতে তৃণমূল কংগ্রেস বৈঠকে বসতে চলেছে। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর পৌরহিত্যেরে আগামীকাল দক্ষিণ কলকাতার নজরুল মঞ্চে প্রস্তাবিত এই বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্য দক্ষিণবঙ্গের সব প্রার্থী ছাড়াও প্রতি ব্লক থেকে পাঁচ থেকে সাতজন করে তপশিলী জাতি, উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত প্রতিনিধিদের উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য এইবারের নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যের ৪২ টি আসনের মধ্যে ১০ জন তপশিলি জাতি, তিনজন তপশিলি উপজাতি এবং দুই জন অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত সম্প্রদায় ভুক্ত কে প্রার্থী করেছে।

বালি বিধানসভা থেকেই প্রচার শুরু প্রসূনের

দুরন্ত বার্তা, বালি, ১১ মার্চঃ রবিবার ব্রিগেডের জনগর্জন সভায় প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পর সোমবার সকালে হাওড়া সদর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী অর্জুন পুরস্কারজয়ী প্রাক্তন ফুটবলার প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে প্রচার শুরু হলো। লিলুয়া পঞ্চাননতলায় ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডে বাবা পঞ্চাননের মন্দিরে পূজো দিয়ে এদিন প্রথম প্রচার শুরু করেন প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বালির বিধায়ক ডা.রাণা চট্টোপাধ্যায় সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এদিন নিজের হাতে দেওয়াল লিখনে অংশ নেন তৃণমূল প্রার্থী। প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, যেভাবে প্রথম দিন থেকেই সকলকে পাশে পাচ্ছি আমার ধারণা এবার জয়ের মার্জিন গতবারকে ছাপিয়ে যাব। বিপক্ষে কে রয়েছেন তা ভাবার অবকাশ নেই। মানুষের পাশে থেকে কাজ করাই আমার কাজ। হাওড়া শহরের খোলা ড্রেন যাতে আর না থাকে আমরা চেষ্টা করব। রাস্তাঘাট, আলো, পানীয় জল সহ অন্যান্য সব পরিষেবা মানুষ পাবে।

উত্তরবঙ্গে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ মার্চঃ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার আগে দুটি সরকারি কর্মসূচিতে অংশ নিতে তৃণমূল কংগ্রেস প্রধান মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি উত্তর ২৪ পরগনা এবং উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি যাচ্ছেন। আগামীকাল তিনি উত্তর চব্বিশ পরগনার হাবড়ায় এক সরকারি অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে প্রায় বারো হাজার কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন এবং শিলান্যাস করবেন বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। এরপরে তিনি উত্তরবঙ্গের বাগডোগরায় পৌঁছবেন। বুধবার মুখ্যমন্ত্রী শিলিগুড়ির কাওয়াখালি ময়দানে একটি সরকারি প্রশাসনিক সভা থেকে বেশ কিছু প্রকল্পের উদ্বোধন এবং শিলান্যাস করবেন। উল্লেখ্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গত শনিবার এই মাঠেই একটি সরকারি কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিলেন।

হাওড়া ময়দান থেকে মেট্রো পরিষেবা

হকার, যানজট ইস্যুতে অরূপ রায়ের নেতৃত্বে পুরসভায় প্রশাসনিক বৈঠক

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১১ মার্চঃ হাওড়া ময়দান থেকে মেট্রো পরিষেবা চালুর আগে সোমবার সন্ধ্যায় হকার, যানজট সহ বিভিন্ন ইস্যুতে অরূপ রায়ের নেতৃত্বে প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো হাওড়ায়। আগামী শুক্রবার ১৫ই মার্চ থেকে গঙ্গার নিচে দিয়ে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত চালু হচ্ছে মেট্রো পরিষেবা। এর আগে হাওড়া ময়দান ও সংলগ্ন এলাকার যানজট, হকার সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে শেষ মুহুর্তের খুঁটিনাটি আলোচনা করে নেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। এদিন হাওড়া পুরসভায় রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায়ের পৌরহিত্যে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন হাওড়ার জেলাশাসক ডাঃ পি দীপাপপ্রিয়া, হাওড়ার নগরপাল প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী, মুখ্য পুর প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী, পুর কমিশনার-সহ আরও অনেকে। বৈঠকের শেষে মন্ত্রী অরূপ রায় জানান, মেট্রো চালুর আগে হাওড়া ময়দান চত্বর ঝাঁ চকচকে করে তোলা হচ্ছে। এই উদ্দেশ্যে হাওড়া ময়দান থেকে বাসস্ট্যান্ড সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

সেই সঙ্গে ওই চত্বর থেকে পার্কিং প্লেসও সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মেট্রো গেটের সামনের রাস্তা ফাঁকা থাকবে। তবে সেখানকার একজন হকারকেও কর্মচ্যুত করা হবে না। কারও রুজি রুটিতে হাত পড়বে না। এই বিষয়েই এদিন বিস্তারিত আলোচনা হয়। এর পাশাপাশি এদিনের বৈঠকে পোড়া মঙ্গলাহাট সংস্কারের বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়। অরূপবাবু জানান, এই বিষয়ে একটি নির্দিষ্ট রূপরেখা তৈরি করে নবান্নের অনুমোদনের পাঠানো হচ্ছে। অনুমোদন এলে সেই নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করা হবে।

জয়নগর থানার পুলিশের তৎপরতায় আগ্নেয়াস্ত্র সহ ধৃত ২

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১১ মার্চঃ লোকসভা ভোটের ঠিক আগে জয়নগর থানার পুলিশের তৎপরতায় আগ্নেয়াস্ত্র সহ ধৃত দুই।গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পালের নির্দেশে এস আই অলকেন্দু ঘোষ সহ পুলিশের বিশেষ টিমের হাতে রবিবার রাতে জয়নগর থানার ঢালির মোড় এলাকা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার করা হয় দুজনকে।ধৃত দুজন হলো আজিজুল ঢালি ও মোজাইদ লস্কর। ধৃত দুজনেরই বাড়ি জয়নগর থানার বামুনগাছি পঞ্চায়েতের দলুয়াখাকি গ্রামে। ধৃতদের সোমবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হলে এদিন বারুইপুর মহকুমা আদালতে মহামান্য বিচারক ৫ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে রেখে পুলিশ জিজ্ঞেসাবাদ করে জানার চেষ্টা করছে তাঁরা কি উদ্দেশে ও কোথায় এই আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে যাচ্ছিল। এবং তাদের সঙ্গে আর কজন ছিলো সহ একাধিক তথ্য।লোকসভা ভোটের আগে জয়নগর থানার পুলিশের তৎপরতায় এই ধরনের বিশেষ অনুসন্ধান চলবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেল।

সিএএ নিয়ে মমতার প্রশ্নের পালটা প্রশ্ন মোদীর মন্ত্রী শান্তনুর

কলকাতা, ১১ মার্চঃ সিএএ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, ''ছেলের হাতে মোয়া?'' তাঁকে তোপ দাগলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। শান্তনুবাবু পাল্টা প্রশ্ন তুলেছেন, ''মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ কথা বলছেন কিন্তু তিনি কি এই জবাবটা দেবেন পাসপোর্ট বানানোর সময়ে তাঁর পুলিশ মতুয়া সমাজের সদস্যদের থেকে কেন ১৯৭১ সালের আগের জমির দলিল চায়?'' এর পরেই শান্তনুবাবু বলেন, ''আজ থেকে ১০০ বছর পরে কেউ প্রশ্ন তুলবেন কি না কথা দিতে পারবেন মুখ্যমন্ত্রী? আজ উদ্বাস্তু পরিবারের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নাগরিকত্বের নিশ্চয়তার গ্যারান্টি দিল মোদী সরকার।'' তিনি বলেন, ''সিএএ-র মাধ্যমে কারও নাগরিকত্ব কাড়া হবে না। এটা নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য।'' প্রসঙ্গত, এই নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন মোতাবেক, ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের পর বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মতো মুসলিম দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে আসা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে সিএএ। বিভ্রান্তি দূর করার জন্য, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এও স্পষ্টভাবে জানিয়েছিল, পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং আফগানিস্তান ছাড়া অন্য কোনও দেশ থেকে আসা মুসলিম বা কোনও বিদেশি শরণার্থীদের জন্য সিএএ কার্যকর হবে না। ভারতীয় মুসলিমদেরও উপরও কোনও প্রভাব পড়বে না। কোনও ভারতীয় নাগরিককে তার নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত করবে না সিএএ। এমনটাই আশ্বাস দিয়েছে অমিত শাহের মন্ত্রক। এ দেশের নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের উপর সিএএ কোনও রকম প্রভাব ফেলবে না বলেই জানানো হয়েছে।

সুফল বাংলার স্টল থেকে সংখ্যালঘু মানুষদের জন্য কম মূল্যে সবজি বিক্রয়

দুরন্ত বার্তা, হুগলি,১১ মার্চঃ রাজ্যের কৃষি বিপণন ও পঞ্চায়েত দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না এক বার্তায় জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে রমজান মাস উপলক্ষে সংখ্যালঘু মানুষদের জন্য সুফল বাংলার ৪৬৭ টি স্টল থেকে বাজারদর থেকে ২০ থেকে ২৫ শতাংশ কম মূল্যে ফল অর্থাৎ আঙ্গুর কলা তরমুজ পেঁপে ছোলা খেজুর এবং সবজির মধ্যে আলু এবং পিঁয়াজ বিক্রি করা হবে আগামীকাল ১২ ই মার্চ থেকে। বেচারাম মান্না জানান এর ফলে সংখ্যালঘু মানুষরা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। তিনি বলেন বিগত বছরগুলিতেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে এগুলি দেয়া হয়েছিল এবারও তা দেয়া হচ্ছে। এই বার্তায় সংখ্যালঘু মানুষরা বিশেষভাবে খুশি হয়েছেন।

ভোটের কাজে নেওয়া বাসের ভাড়াবৃদ্ধির হারে খুশি নয় বাস-মিনি বাস সমন্বয় সমিতি

কলকাতা, ১১ মার্চ ঃ এ বার বাস ভাড়া আগের তুলনায় ১০ শতাংশ এবং খোরাকি খরচ ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শুধু বাস নয়, অন্যান্য গাড়ির ভাড়াও বৃদ্ধি করা হয়েছে। তবে ১০ শতাংশ বৃদ্ধিতে খুশি নন বাস-মিনি বাস সমন্বয় সমিতি। এই সংগঠনের পক্ষে রাহুল চট্টোপাধ্যায় বলেন, ''ওড়িশা সরকার নির্বাচনের জন্য দিনপিছু সাধারণ বাসের ভাড়া ৩৮০০ টাকা। আমাদের সরকারের কাছে আবেদন ওড়িশা তো এ দেশের বাইরে নয়। তাই সে রাজ্যের সরকার যেখানে বাস মালিকদের অবস্থার কথা ভাবছে, সেখানে আমাদের কথাও ভাবা হোক। রাজ্য সরকারের কাছে ভাড়া আরও ভাড়া বাড়ানোর আবেদন জানাচ্ছি।''

অন্য দিকে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের ভাড়া বৃদ্ধির সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন সিটি সাব-আরবান বাস সার্ভিসের সাধারণ সম্পাদক টিটু সাহা। তিনি বলেন, ''আমরা গত ১৬ ফেব্রুয়ারি রাজ্যে পরিবহণ দফতরের আধিকারিক সৌমিত্র মোহনের সঙ্গে দেখা করে ভাড়া বৃদ্ধি করার কথা জানিয়েছিলাম। সরকার যে আমাদের কথা ভেবেছে তাতে খুশি।'' প্রসঙ্গত, ভোটের কাজের জন্য যে সব গাড়ি নির্বাচন কমিশন ব্যবহার করে, তা ঠিক করে দেওয়ার দায়িত্ব থাকে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের উপরেই। লোকসভা ভোটে ভাড়া বাড়ানোর আর্জি জানিয়েছিল এ রাজ্যের পরিবহণ সংগঠনগুলি।

মমতাকে তাঁর বহিরাগত তত্ব নিয়ে এক্স হ্যান্ডলে কটাক্ষ অমিত মালব্যর

কলকাতা, ১১ মার্চ ঃ ''আজ বাংলা থেকে দিল্লি, জনগণের সম্মিলিত গর্জনে জমিদাররা ভয়ে কাঁপছে। সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই উক্তি যুক্ত করে তোপ দাগলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দুবাবু সোমবার এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, ''আপনার প্রার্থীদের নির্বাচন সম্পূর্ণ ভিন্ন গল্প বলে! উপযুক্ত বাঙালি প্রার্থী খুঁজে পেতে আপনার অক্ষমতা, ইঙ্গিত দেয় যে যারা তাঁদের রাজনৈতিক ভবিষ্যত এবং বিজয়ী হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে উদ্বিগ্ন, তাঁরা অবশ্যই আপনার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। তাই আপনাকে বহিরাগতদের প্রলুব্ধ করতে হয়েছিল। তাঁরা স্থল বাস্তবতা সম্পর্কে অবগত নন। এছাড়াও, হামলা করা ছাড়া ইউএসপি হিসাবে আর কিছুই নেই, এমন কিছু দুর্বলকে প্রার্থী করে, আপনি আক্ষরিক অর্থে রাজ্য বিজেপি প্রার্থীদের ওয়াকওভার দিয়েছেন। দেখা যাক আগামী মাস দুয়ের মধ্যে কার বিসর্জন হয়।

বসিরহাটের তৃণমূলের প্রার্থীকে প্রকাশ্যে অপরাধী-র তকমা অমিতের

কলকাতা, ১১ মার্চ ঃ সলামকে প্রকাশ্যে তাঁর ছবি-সহ 'অপরাধী'-র তকমা দিলেন বিজেপি-র তরফে পশ্চিমবঙ্গের সহ পর্যবেক্ষক অমিত মালব্য। অমিতবাবু সোমবার এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, ''সম্ভবত বসিরহাট থেকে শেখ শাহজাহানকে প্রার্থী করতে চেয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সন্দেশখালী এর অংশ। এটিও ব্যাখ্যা করে যে কেন তিনি প্রায় দুই মাস ধরে তার পা ধরে রেখেছিলেন। কিন্তু এখন শাহজাহান সিবিআই হেফাজতে থাকায়, বসিরহাট থেকে তৃণমূলের প্রার্থী সমান অপরাধী হাজি নুরুল ইসলামকে মাঠে নামানো হয়েছে। ২০১০-এর ৬ই সেপ্টেম্বর, দেগঙ্গা দাঙ্গার মূল হোতা নুরুল ৫০০ জনের একটি জনতার নেতৃত্বে হিন্দুদের দোকান ও সম্পত্তি পুড়িয়ে দেয়, বাসে আগুন দেয়। কারণ, তিনি স্থানীয় দুর্গাপূজা বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার হিন্দুদের লাঞ্ছিত ও ভয় দেখানোর জন্য যা করা দরকার তাই করবেন।

নিয়োগ মামলায় দ্রুত বিচার শুরু করতে চায় হাই কোর্ট

কলকাতা, ১১ মার্চ ঃ যাঁরা দুর্নীতিগ্রস্ত, তাঁদের দ্রুত সাজা দেওয়া প্রয়োজন। তা না হলে বিচারব্যবস্থা অর্থহীন হয়ে পড়বে। নিয়োগ মামলার শুনানিতে এমনটাই মন্তব্য করলেন কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী। দ্রুত বিচার প্রক্রিয়া শুরুর বন্দোবস্ত করার জন্য সিবিআইকে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। তিন সপ্তাহের মধ্যে আদালতে রিপোর্ট জমা দিতে হবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে। হাই কোর্টে নিয়োগ মামলায় ধৃত কুন্তল ঘোষ এবং নীলাদ্রি সাহার জামিনের আবেদনের শুনানি ছিল সোমবার। তাঁদের জামিনের আর্জি এখনই মঞ্জুর করা হয়নি। ওই সংক্রান্ত রিপোর্ট সিবিআইয়ের কাছ থেকে চেয়েছে আদালত। বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি অজয়কুমার গুপ্তের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, তিন সপ্তাহ পরে এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। তার মধ্যে সিবিআইকে ওই দুই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে তদন্তের রিপোর্ট আদালতে জমা দিতে হবে।

লোকসভা ভোটের দিন ঘোষণা আগামী ১৭ মার্চ তুঙ্গে জল্পনা

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ চলতি সপ্তাহেই ঘোষণা হবে নির্বাচনী নির্ঘণ্ট। লোকসভা ভোটের দামামা বেজে গিয়েছে ইতিমধ্যেই। ভোটের এই রণ ময়দানে নিজেদের প্রস্তুতি একেবারে তুঙ্গে রেখেই নেমে পড়েছে রাজ্যের শাসক বিরোধী শিবির। প্রার্থীদের নামও ঘোষণা করতে শুরু করে দিয়েছে একে একে তাঁরা। কেবল নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার দিকে তাকিয়ে রয়েছে গোটা রাজনৈতিক শিবির। সূত্রের খবর, চলতি বছর ১৮তম লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হতে পারে রবিবার, ১৭ মার্চ। এই নিয়ে জল্পনা এখন তুঙ্গে। জানা গিয়েছে নির্বাচন কমিশন আদর্শ নির্বাচনী আচরণবিধি নির্ধারণ করতে একটি স্ট্রিমলাইন বৈঠক করছে। অরুণ গোয়েলের পদত্যাগের পর এই মুহূর্তে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চে রয়েছেন কেবলমাত্র মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার। দিল্লির বৈঠক শেষে তিনি সোমবারই উড়ে যাবেন জম্মু-কাশ্মীরে। সেখানকার নির্বাচনী প্রস্তুতি খতিয়ে দেখবেন রাজীব কুমার। লোকসভা নির্বাচনের পাশাপাশি জম্মু-কাশ্মীরেও নির্বাচন রয়েছে। এই সফর শেষে ফের দিল্লি ফেরার পর রবিবার নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার সম্ভাবনা। যদিও এখনও পর্যন্ত এই নিয়ে কোনও অফিসিয়াল ঘোষণা হয়নি। প্রসঙ্গ, দুই নির্বাচন কমিশনারের খালি পদে নিয়োগের জন্য ১৫ মার্চ পর্যন্ত দিন ধার্য করা হয়েছে। তার মধ্যেই নিয়োগের সম্ভাবনা। ফলে শুক্রবার পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত রবিবার কি লোকসভা ভোটের দিন ঘোষণা? উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে লোকসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হয়েছিল ১০ মার্চ। দিনটি ছিল রবিবার। সে বার নির্বাচন হয়েছিল সাত দফায়। ভোট শুরু হয়েছিল ১১ এপ্রিল থেকে। চলেছিল ১৯ মে পর্যন্ত। ১৭তম লোকসভার ফল ঘোষণা হয়েছিল ২৩ মে, ২০১৯। হোয়াটসঅ্যাপ সহ অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি মেসেজ ছড়িয়ে পড়েছে।

মেসেজটিতে দেখা যাচ্ছে, আগামী ১২ মার্চ লোকসভা ভোটের নির্ঘণ্ট আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করবে কমিশন। উল্লেখ করা হয়েছে, আগামী ১৯ এপ্রিল থেকে দেশে লোকসভা নির্বাচন শুরু হচ্ছে। এরপর ২২ মে ভোটগণনা এবং ফলপ্রকাশ। ২০ জুন নয়া সরকার গঠন। এই ভাইরাল মেসেজটি সম্পূর্ণ ভুয়ো বলে সাফ জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এমন কোনও নির্ঘণ্ট কমিশনের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়নি। এক্স হ্যান্ডেলে একটি বিবৃতি পোস্ট করে নির্বাচন কমিশন উল্লেখ করেছে, এখনও পর্যন্ত কমিশন কোনও নির্ঘণ্ট প্রকাশ করেনি। একটি সাংবাদিক সম্মেলন করে খুব শীঘ্রই লোকসভা ভোটের দিন ঘোষণা করা হবে। ফলে যাচাই না করে কোনও বিভ্রান্তিকর মেসেজ শেয়ার বা ফরওয়ার্ড করা থেকে বিরত থাকুন।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় এবং কে এম ডি এ র প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় বরানগর ও কামারহাটি যৌথ জল প্রকল্পের পানীয় জল সরবরাহের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির উপলক্ষে প্রায় ৫৬ কোটি টাকার ব্যয়ে নতুন প্রকল্প শুরু হতে চলেছে। এই দুই বিধানসভা অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকায় মাননীয় সাংসদ সৌগত রায় পৌরহিত্যে । অনুষ্ঠান উপস্থিত ছিলেন কামারহাটি পৌরসভার পৌর প্রধান শ্রী গোপাল সাহা ও অন্যান্য কাউন্সিলরগণ এবং বরানগর পৌরসভার উপ পৌরপ্রধান শ্রী নারায়ণ বসু ও অন্যান্য কাউন্সিলের উপস্থিতিতে । তাই দীর্ঘদিনের জলের সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে চলেছে দুই পৌরসভা ও পারিপার্শ্বিক অঞ্চলের বাসিন্দারা।

বিজেপি থেকে তৃণমূলে আসা ভুল হয়েছে, টিকিট না পেয়ে ক্ষোভ অর্জুনের

কলকাতা, ১১ মার্চ ঃ বিজেপি থেকে তৃণমূলে আসা ভুল হয়েছে। ব্রিগেড সভামঞ্চে সরাসরি বলে দিলেন ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিংহ। সোমবার, তৃণমূলের প্রার্থিতালিকা প্রকাশের এক দিন পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন অর্জুন। সেখানে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে এসে কি ভুল করেছেন বলে মনে হয়? অর্জুন তার জবাবে বলেন, ''কিছুটা ভুল তো হয়েইছে। আমাকে বলা হয়েছিল, লোকসভায় টিকিট দেওয়া হবে। সেটা হল না।'' অর্জুনবাবুর টিকিট না পাওয়ার পর ক্ষোভের চোরাস্রোত। তবে তিনি চান না 'সান্ত্বনা পুরস্কার'। তিনি সাফ জানান, ''সাংসদ পদই পেলাম না। অন্য কী আশী করব? তিনি টিকিট না পাওয়ায় তাঁর অনুগামীরাও বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেছেন। তাঁদের অবশ্য অর্জুন কড়া বার্তা দিয়েছেন বলেই দাবি। বারাকপুরের 'বাহুবলী'র নির্দেশ, ''শান্ত থাকো। সুস্থ থাকো। ভোট উপভোগ করো। 'বিদ্রোহী' অর্জুনের সঙ্গে ফিরহাদ হাকিম এবং পার্থ ভৌমিকদের ইতিমধ্যে কথা হয়েছে। কী কথা হয়েছে, তা অবশ্য জানাননি। তবে মঙ্গলবার বারাকপুরের তৃণমূল প্রার্থী

তাঁর বাড়িতে যাবেন। হাসতে হাসতে অর্জুনবাবু বলেন, ''পার্থ বড় নেতা হয়ে গিয়েছেন। বহুদিন আসেননি। পার্থ কাল আমার বাড়িতে আসবেন। চা খাব। পুরনো গল্প হবে।

দমদমে ইন্টারলকিংয়ের কাজের জন্য বাতিল ১৪৩টি ট্রেন

কলকাতা, ১১ মার্চ ঃ দমদম স্টেশনে ইন্টার লকিংয়ের কাজের জন্য বাতিল হতে চলছে একগুচ্ছ ট্রেন। ফের চূড়ান্ত দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হতে চলেছে যাত্রীদের। সোমবার ফের ট্রেন বাতিলের কথা ঘোষণা করা হল। এর আগে ইন্টার লকিংয়ের কাজের জন্য বহু ট্রেন বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও পরে যাত্রীদের কথা ভেবে সেটা বাতিল করা হয়।

রেলওয়ে সূত্রে জানা গিয়েছে, দমদম স্টেশনে প্রায় ৫২ ঘণ্টা ধরে এই কাজ চলবে। আগামী ১৬ মার্চ থেকে ১৮ মার্চ সকাল চারটে পর্যন্ত এই কাজ চালানো হবে। আধুনিক সিস্টেম নির্মাণের জন্য এই কাজ আবশ্যিক বলে জানিয়েছে রেল। সেই কারণে শিয়ালদা থেকে মোট ১৪৩ টি ট্রেন বাতিলের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। মোট ৮৯২টি ইএমইউ ট্রেনের মধ্যে ৭৪৯টি ট্রেন চালানো হবে। মোট ৩৭ শতাংশ ট্রেন বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ৪৬টি ট্রেন আংশিক চালানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। এছাড়া, ৩টি এক্সপ্রেস ট্রেন কথা আসানসোল ইন্টারসিটি, শিয়ালদা - জঙ্গিপুর এক্সপ্রেস এবং শিয়ালদা - সিউড়ি এক্সপ্রেস বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

১ মার্চ থেকে সোমবার ৪ মার্চ অবধি দমদম স্টেশনে ইন্টার লকিংয়ের কাজ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। শিয়ালদা থেকে ডানকুনি, হাবরা, হাসনাবাদ, গোবরডাঙা, দত্তপুকুর, ব্যারাকপুর, নৈহাটি, বর্ধমান, কাটোয়া লাইনের একগুচ্ছ ট্রেন বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পরে অনিবার্য কারণে স্থগিত করা হয়।

সুন্দরবনের কুলতলি ও রায়দীঘির মধ্যে যোগাযোগ কারী বেহাল দুটি জেটি ঘাটের দ্রুত সংস্কারের দাবী তুললো স্থানীয় মানুষজন

দুরন্ত বার্তা, কুলতলি, ১১ মার্চ ঃ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে উন্নয়ন চলছে তবুও সুন্দরবনের মানুষকে বিপদ মাথায় নিয়ে ভাঙা জেটি দিয়েই পারাপার করতে হচ্ছে।দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ার ফলে বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে সুন্দরবনের রায়দিঘির জটা ও কুলতলির দেবীপুরের জেটি ঘাট। দুটি ঘাটেই রেলিং নেই। ঠাকুরান নদীতে ভাটা পড়লে প্রায় ৫০ ফুট হাঁটু সমান কাদা মাড়িয়ে ভুটভুটিতে উঠতে হয়। ভাটার পর পাকা জেটি ঘাটের উপর কাদার পলি জমে পিচ্ছিল হয়ে যায়। এর মধ্যে পারাপার করাই মুশকিল। একটু বেসামাল হলেই সলিল সমাধি হবে। জীবনের ঝুঁকি নিয়েই ওই জেটি ঘাট দিয়ে মানুষকে পারাপার করতে হয়। রায়দিঘি বাজার থেকে জটা ঘাট পর্যন্ত প্রায় ৮ কিলোমিটার রাস্তার অবস্থা খুব খারাপ। ওই রাস্তা ধরেই জেটি ঘাটে পৌঁছতে হয়। খানা খন্দে ভরা রাস্তা দিয়ে জেটি ঘাটে যেতেই মানুষ নাজেহাল হয়ে যায়। একই অবস্থা কুলতলি দেবীপুর ঘাটের। ভোর সাড়ে ৫টা থেকে রাত সাড়ে ৭টা পর্যন্ত ভুটভুটিতে চলে পারাপার। দুই ঘাটেই নেই আলো। সন্ধ্যার সময় যাত্রীদের এখানে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে ওঠানামা করতে হয়। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ পরিচালিত ওই দুই ঘাটের মধ্যে দেবীপুর ঘাটের কাছে কোনও পানীয় জল, শৌচাগার বা ভাল যাত্রী শেডের নেই। আবার জটার ঘাটে যাত্রী শেড থাকলেও সেটি খুব ছোট। ওই দুই ঘাট দিয়ে ওই নদী পারাপার করে কুলতলির ভুবনেশ্বরী, মৈপিঠ, দেউল বাড়ি, কাটামারি-সহ ২০টি গ্রামের মানুষ রায়দিঘি বা ডায়মন্ডহারবারে আসে।

অসুস্থ মানুষের পক্ষে ওই জেটিঘাট পারাপার হওয়া খুবই মুশকিল। ভুটভুটিতে কোনও ছাউনি নেই। বর্ষায় ভিজতে হয়। আর গ্রীষ্মের সময় চড়া রোদে বসতে হয় যাত্রীদের। কুলতলি ও মথুরাপুর ২ নং ব্লকের প্রায় সাড়ে ৬ হাজার মানুষ ওই ফেরিঘাট দিয়ে পারাপার করে। তার মধ্যে আবার ওই ভুটভুটি চালকদের শংসাপত্র নেই। এর জন্য কারও কোনও মাথাব্যথা নেই। ফলে মাঝে মধ্যে অতিরিক্ত যাত্রী নিয়ে পারাপার চলে। এতে যে কোনও মুহুর্তে বিপদ ঘটতে পারে। কয়েকজন নিত্যযাত্রী বলেন, কোন ও নিয়মকানুন না মেনেই ভুটভুটি পারাপার চলে। অতিরিক্ত যাত্রী নিয়ে পারাপার হয়। বিপদের আশঙ্কা নিয়েই আমাদের যাতায়াত করতে হয়।

রাতে অসুস্থ রোগী নিয়ে যেতে হলে মাঝিরা ইচ্ছে মতো টাকা চায় বলে অভিযোগ। স্থানীয়দের দাবি,ওই ফেরি ঘাটের পরিবর্তে নদীর উপরে সেতুর দাবি আমরা প্রশাসনকে বহুবার জানিয়েছি। কিন্তু কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এ ব্যাপারে জেলা পরিষদ সূত্রে জানা গেল, ঘাট দুটির কী অবস্থা তা খোঁজ নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং সমাধানের চেষ্টা করা হবে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ১০২ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২৮ ফাল্গুন, ১৪৩০

ভারত রাষ্ট্রপুঞ্জের সংস্কার চাইলো

সম্পাদকীয়

নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কারের দাবিতে ভারত সোচ্চার হতে শুরু করে দিয়েছে। আজকের যুগে যেভাবে রাষ্ট্রপুঞ্জ অতীত আইন নিয়ে চলাফেরা করছে তা একেবারে অচল। এতে কোনও রাষ্ট্রের কোনও লাভ হচ্ছে না। রাষ্ট্রপুঞ্জের অবস্থা একেবারে লীগ অব নেশনসের মতো। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পর লিগ অব নেশনস তৈরি হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ হওয়ার সময় তা ভেঙে পড়ে। জার্মান শক্তি জাগরিত হতে থাকে। জার্মান চ্যান্সেলর মনে করেছিলেন যে লীগ অব নেশনস তৈরি করা হয়েছে জার্মানকে দমিয়ে রাখতে। তার ফলে জার্মান নিজের শক্তি দিয়ে ফ্রান্স, ইতালি, চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রমণ করে দখল করে নিয়ে লীগ অব নেসনস ভেঙে যায়। এবারে সেই অবস্থা দেখাতে পাওয়া যাচ্ছে। রাশিয়া রাষ্ট্রপুঞ্জের কোনও কথা শুনছে না। ইজরায়েল রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারি জেনারেলকে বলেছে যে আপনি পদত্যাগ করুন। তার ফলে রাষ্ট্রপুঞ্জ ইজরায়েলের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারছে না। চিনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপুঞ্জ কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছে না। যে শক্তি দিয়ে কথা বলতে এবং কাজ করতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে সবাই এখন বলতে গেলে হতাশ রাষ্ট্রপুঞ্জের ভূমিকায়। ঠিক ওই সময়ে ভারত রাষ্ট্রপুঞ্জের সংস্কার করার কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে। একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রপুঞ্জ তৈরি করার কথা বলেছে। যারা রাষ্ট্রপুঞ্জের কথাকে অমান্য করবে তাদের রাষ্ট্রপুঞ্জ থেকে হিস্কার সহ তাদের ওপরে আর্থিক নিষেধাজ্ঞা জারি করা উচিত। এর হাত থেকে কাউকে রক্ষা করা উচিত নয়। কঠিন হতে রাষ্ট্রপুঞ্জ যদি এর মোকাবিলা না করতে পারে তাহলে রাষ্ট্রপুঞ্জের অবস্থা লীগ অব নেসনসের মতো হবে একটি সময়ে। তার আগাম ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। আফগানে একটি গণতান্ত্রিক সরকারের পতন ঘটিয়ে সেখানে তালিবান জঙ্গি সংগঠন সরকার পরিচালনা করছে। বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলি তা চুপ করে বসে দেখলো। পাকিস্তান এবং চিন এই জঙ্গি তালিবান সরকারকে সমর্থন করতে শুরু করে দিয়েছে। যেখানে সারা বিশ্ব একটি সময়ে জঙ্গিদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। ইজরায়েল এবং ভারতের পাশে তখন কাউকে পাশে পাওয়া যায়নি। সবাই তখন মজা দেখতে শুরু করে দিয়েছিল। এখন আবার ইউরোপ একই সমস্যায় ভুগতে শুরু করেছে। ইউরোপ আগে এশিয়ার দেশের সঙ্গে যুদ্ধ বলে তার থেকে ফল লাভ করতো। আর আজকে ইউরোপ সেই সমস্যার আক্রান্ত। তারাও এখন এর হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না। ২০০০ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কারের কথা বলেছিল ভারত। আজকে ২৫ বছর পার হয়ে গেল। সেই সংস্কার নিয়ে কোনও আলোচনা করছে না রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্যরা। ভারত এবারে রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার দাবি করেছে। তাতে সমর্থন করতে শুরু করেছে ব্রাজিল, জাপান, জার্মানি সহ একাধিক দেশ। বর্তমান তরুণ রাষ্ট্রপুঞ্জের নেতারা রাষ্ট্রপুঞ্জের আমুল সংস্কার দাবি করতে শুরু করে দিয়েছে। নিরাপত্তা পরিষদের পরিবর্তন করে যুগোপযোগী রাষ্ট্রপুঞ্জ গড়ে তোলা উচিত। তাহলে আজকে বিশ্বের যে সব নতুন নতুন সমস্যা দেখা দিতে শুরু করেছে এবং নতুনরা রাষ্ট্রপুঞ্জের রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি হয়ে এসে উপস্থিত হচ্ছে তারা দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে রাষ্ট্রপুঞ্জের কাজকে গতিশীল করতে পারবে। এখন রাষ্ট্রপুঞ্জ একটি বলশালী বুড়ো হাতিতে পরিণত হয়েছে। চেহারায় বড়ো। কিন্তু কাজের কাজ করতে পারছে না। কাজ করছে একেবারে ধীর গতিতে। হাঁটা চলাও করছে বুড়ো হাতির মতো। এই রকম অবস্থা থেকে রাষ্ট্রপুঞ্জকে দ্রুত সংস্কার করতে হবে। ঢেলে সাজাতে হবে রাষ্ট্রপুঞ্জকে। তবেই আগামি দিনে রাষ্ট্রপুঞ্জ বাঁচবে না হলে লীগ অব নেসনসের মতো অবস্থা হবে। আর সেটা চেয়ে চেয়ে দেখবে ভুক্তভোগী রাষ্ট্ররা আর সুবিধাবাদী রাষ্ট্রগুলি তার থেকে ফায়দা তুলতে থাকবে।

দলীয় রাজনীতি

দলীয় রাজনীতিতে মধ্যবিত্ত ও বিদ্বজ্জন সমাজের প্রতিনিধিরা এখন হঠাৎ করে যোগ দিচ্ছেন এমন নয়। চলচ্চিত্রকার, তারকা অভিনেতা-অভিনেত্রী, খেলোয়াড়-সাংবাদিক-আমলা বহু দিন ধরেই নির্বাচনী রাজনীতিতে আসছেন। কাজেই বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় আসবেন না এ এমন বড় কথা কি। তবে তাঁর আসার সময়টা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এটা কি ঠিক সময়। যখন নির্বাচন মুখে গোড়ায়। মনে প্রশ্ন জাগছে, তিনি কি তবে সাংসদ হওয়ার জন্যই নিজের কাজ ছেড়ে রাজনৈতিক দলে যোগদান করলেন। তবে এহেন চরিত্রর আগমনকে আমরা বলতে পারি স্বভাবিকই বলতে পারি। বা একটু আলাদা বলতে পারি, অতীত থেকে বর্তমান অবধি ভোটের আগে বিশেষ এরকম দলীয় আগমন-অনুপ্রবেশ-অভিষেক কম তো দেখলাম না! কেন ওঁকে এত বিতর্কের মুখোমুখি হতে হচ্ছে? এভাবে ইস্তফা দিয়েই দু'দিনের মধ্যে রাজনীতিতে যোগ দিয়েছেন এমন নমুনা নেই। কিন্তু অভিজিৎবাবু বিচারপতি থাকার সময়ও টিভিতে সাক্ষাৎকার দিয়ে রাজনীতি-সহ বিবিধ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন। তিনি যে শুধু শাসকদলের বিরুদ্ধে রায় দেওয়াতেই সীমাবদ্ধ ছিলেন এমন নয়, নিয়মিত রাজনেতার মতোই তখনও 'মত দিতেন সরকারের বিরুদ্ধে। এখন অবশ্য রাজ্যপালেরাও নিয়মিত টেলিভিশনে সাক্ষাৎকার দেন। বাংলার প্রাক্তন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় তো এ ব্যাপারে এক চূড়ান্ত উদাহরণ সৃষ্টি করে গিয়েছেন। প্রশ্ন হল সাংবিধানিক প্রোটোকলের। আমরা এই প্রোটোকল কি ভাঙতে চাই? আধুনিক মিডিয়ার যুগে এটাকেই কি দস্তুর বলে ঘোষণা করব? তবে কিন্তু আগামী দিনে আমরা নৈরাজ্যও ডেকে আনার রাস্তা প্রশস্ত করছি। সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিও যদি কেন্দ্রীয় সরকার সম্পর্কে প্রকাশ্যে বিরুদ্ধ মতামত জানাতে থাকেন, তাহলে সেই সূত্র ধরে দেশের আইন, শাসনব্যবস্থা ও বিচারবিভাগের ভারসাম্যের কী পরিণতি হবে ভেবে দেখেছেন কি একবারও কেউ। এটাই ভাবার সময়।

শ্রীশ্রী ঠাকুর শ্রীশ্রীঅনুকূলচন্দ্র

এই ভারতবর্ষ থেকে জীবনের প্রথম স্তোত্র পাঠ করা হয়েছিল। 'জবা কুসুমাসং কাশ্যপেয়িং মহাদ্যুতিম'। মহা মন্ত্র এই ভারত থেকে উচ্চারিত হয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছিল। মায়ের প্রতি ভরসা রাখতে হবে। তিনি ঠিক সময় হলে তাঁর সন্তানদের আশির্বাদ করবেন। সন্তানদের বলতে হবে না। মা তাঁর নিজের ইচছাতে তাঁর সন্তানদের আশির্বাদ করে থাকেন। জীবনকে শক্তিশালী করতে মহামন্ত্র উচ্চারিত হওয়ার খুবই প্রয়োজন। নাহলে কিন্তু তা কোনও সময়ে মানব সমাজের কাজে লাগবে না। মানব সমাজকে রক্ষা করতে গেলে সেবা করতে গেলে প্রযোজন মানবিকতা। সেই মানবিকতাকে তৈরি করতে হবে। বিশ্ব মানবাবাদের প্রচার করতে হবে। তবেই মানুষ সঠিক পথের সন্ধান লাভ করতে পারবে।

রামকৃষ্ণদেবের কথামৃত

মা সারদা বলতেন, মাতৃধর্ম পালন করাই হচ্ছে সন্তানদের মুখ্য কর্তব্য। মাতৃধর্মটা কি? আসলে সেটাকে আগে জানতে হবে। মাতৃধর্ম হচ্ছে সত্য পথে চলা। সত্য কথা বলা। এটা হচেছ প্রাথমিক শর্ত। শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে কৌশল অবলম্বন করেছিলেন অশুভ শক্তিকে পরাস্ত করতে। শ্রীকৃষ্ণ বহু স্থানে কূটকৌশল অবলম্বন করে পরাস্ত করেন বিরোধী শক্তিকে যে শক্তি সেই সময়ে মানবতা বিরোধী ছিল। শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন মানবতার প্রতীক। তিনি মানুষের স্বাধীন চিন্তার করার অধিকারকে স্থান দিয়েছিলেন। স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করার অধিকারকে তিনি গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। তিনি চাইতেন অশুভ শক্তির পরাজয়। তিনি সব সময়ে শুভশক্তির উদ্ভব চেয়েছিলেন বলেই তিনি আজকেও দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে পুজিত হচ্ছেন। মানবজাতির জয়গান গেয়েছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব। তিনি স্বামী বিবেকানন্দকে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর মতকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে পারে একজন সে হচ্ছে নরেন।

শ্যামাপ্রসাদের জীবনে তিনজন সাহিত্যিক সব থেকে বেশি প্রভাব ফেলেছিলেন ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শর চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এবং সর্বপরি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সম্বুদ্ধ দত্ত

শ্যামাপ্রসাদের জীবনে যে তিনজন সাহিত্যিক সব থেকে বেশি প্রভাব ফেলেছিলেন তারা হলেন ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শর চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এবং সর্বপরি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের ' গোরা ' উপন্যাসটি পড়ে শ্যামাপ্রসাদ গভীর ভাবে অনুপ্রানীত হয়ে ছিলেন। শ্যামাপ্রসাদ গোরাকে মুক্ত ভারতের প্রতিক বলে মনে করতেন। যে ভারতীয়ত্বের সাধনা আমরা যুগে যুগে করে এসেছি রবীন্দ্রনাথের গোরা ছিল তার এক মূর্ত প্রতীক। এ ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের 'গান্ধারীর আবেদন' এবং কর্ন কুন্তি সংবাদ ছিল শ্যামাপ্রসাদের অত্যান্ত প্রিয়। এই দুটো নাট্যকাব্য তিনি বার বার প।তেন। এই দুই নাট্যকাব্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মানবতার জয়গান।

রবীন্দ্রনাথ ও শ্যামাপ্রসাদ দু' জন দু'জন কে যেমনি শ্রদ্ধা করতেন তেমনি একে অপরের প্রতি আস্থাও ছিল অপরিসীম। ১৯৩২ সালের ২৩ শে জুলাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট মিটিংএ শ্যামাপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কে অধ্যপকের পদ অলঙ্কিত করতে আহ্বান জানান। ১৯৩৫ সালে শ্যামাপ্রসাদের উদ্যোগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম প্রতিষ্ঠা দিবস পালনের শুভারম্ভ হয়। শ্যামাপ্রসাদের অনুরোধে এই প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ গানের মাধ্যমে লিখলেন, -

চলো যাই চলো যাই চলো যাই চলো যাই
চলো পদে পদে স্তরের ছন্দে
চলো দুর্জয় প্রদানের আনন্দে
চলো মুক্তি পথে
চলো বিঘ্নবিপদজয়ী মনোরথে
করো ছিন্ন করো ছিন্ন
স্বপ্নকুউহক করো ছিন্ন
থেকো না জড়িত অবরুদ্ধ
জড়তার জর্জ্জর বন্ধে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে স্ত্রী শিক্ষা চালু করার সময় শ্যামাপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথের মতামত কে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে ছিলেন। বিহারীলাল মিত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালকে একটি শর্তে বেশ কিছু অর্থ দান করেছিলেন। তাঁর শর্তটি ছিল ঐ অর্থ যেন বাংলার হিন্দু স্ত্রী শিক্ষার উদ্দেশ্যে বিহারীলাল মিত্র কলেজ অফ হোম সাইন্স নামে একটি বিভাগ চালু করা হয়। শ্যামাপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথের কাছে এই বিষয়ে পরামর্শ চাইলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রিয় শ্যামাপ্রসাদকে লিখেছিলেন, স্ত্রী শিক্ষার জন্যে তোমরা চার হাজারের মতো টাকা দান পেয়েছ । কী রকম ভাবে এর ব্যবহার করা উচিত সেও আলচ্য। আজকাল অগত্যা পুরুষদের শিক্ষাবিধির সঙ্গে মেয়েদের শিক্ষা জরিত হয়ে আছে। আমার মতে তাতে ব্যর্থতার সৃষ্টি হয়েছে। যদি সুযোগ পাই তবে এই বিষয় নিয়ে তোমার সঙ্গে কথা করি, তোমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে উভয় উভয়ের প্রতি কতটা আস্থা ও ভালোবাসা থাকলে এই ধরনের চিঠিপত্র ও বাক্যালাভ সম্ভব।

সেই সময় বাংলা ভাষার বানান নিয়ে সমস্যার অন্ত ছিল না। প্রত্যেক লেখক ও সাহিত্যিক তাঁদের নিজের নিজের মতো করে বানান লিখতেন। ফলে বানান সম্পর্কে ননা জটিলতা ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় ।

শ্যামাপ্রসাদ এই বিভ্রান্তি দূর করতে সর্বাত্মক ভাবে উদ্যোগী হলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বাংলা বানান বিধি সংস্কারের দায়িত্ব অর্পন করলেন। এবং রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমে বাংলা বানান সংস্কারের পরিকল্পনা রচিত হল। রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে গঠন করা হল Text Book Committee. এই Committee তে সদস্য হিসাবে যোগ দিলেন রাজশেখর বসু ও প্রমথ চৌধুরীর মতো পন্ডিত মানুষ।

১৯৩৪ সালে কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি হলেন রাজশেখর বসু । বানানবিধি গবেষণার সহাযতার জন্য ভাষা গবেষক বিজনবিহারী ভট্টাচার্যের উপর দায়িত্ব ন্যাস্ত করা হল। শেষ পর্যন্ত শ্যামাপ্রসাদের ঐকান্তিক চেষ্টায় বহু গুনীজনের অক্লান্ত পরিশ্রমে বাংলা বানান নিয়ম গ্রন্থ প্রকাশ পেল। সেদিন কাজটা কিন্তু মোটেও সহজ ছিল না। বিতর্কও কম হয়নি। শেষ পর্যন্ত বাংলা বানান নিয়মের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ পেলে বিতর্ক থামাতে রবীন্দ্রনাথঠাকুর ও শরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কে সংশোধিত বানানবিধির পক্ষে সমর্থন এগিয়ে আসতে হল । ১৯৩৬ সালে ১১ সেপ্টেম্বর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান বিধির সমর্থনে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, বাংলা বানান সম্বন্ধে যে নিয়ম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন আমি তাহা পালন করিতে সম্মত হইয়াছি।

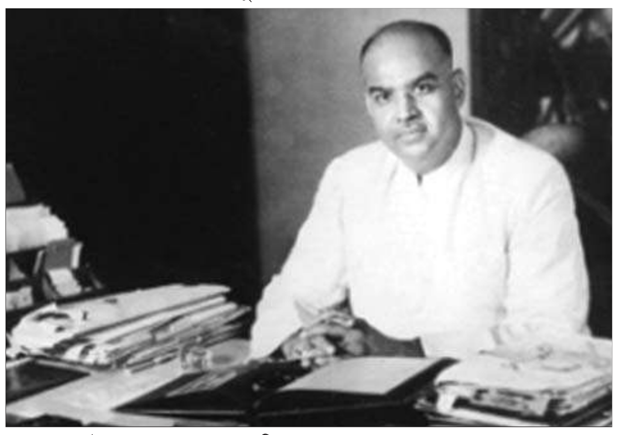

১৯৩৪ সালে শ্যামাপ্রসাদ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদে বসেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ জানিয়ে দীক্ষান্ত ভাষনের জন্য অনুরোধ করলেন। শ্যামাপ্রসাদ এই মর্মে ১৬ ০১ ১৯৩৬ তারিখে কবিকে আমন্ত্রণ পত্রও পাঠালেন। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল না। ঐ সময় রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় উপস্থিত না থাকর জন্য তাঁর পক্ষে সমবর্তন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা সম্ভব হল না । কিন্তু ঐ অনুরোধ পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করে কবি দু ঃ খ প্রকাশ করে তাঁর প্রিয় শ্যামাপ্রসাদকে পত্র মারফত জানালেন , My dear Shyama prosad, I feel grateful for the owner you have done by asking me to deliver the convocation address this year but unfortunately , I shall not be in Calcutta then , as I am leaving on the 9th February for a long tour in Delhi and North. in the circumstances, I have to deny myself the pleasure of accepting to me on behalf of the university . Yours sincerely, Rabindranath Tagore .

শ্যামাপ্রসাদ ১৯৩৭ সালে ২৭ শে ফেব্রয়ারী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভাষনের জন্য আবার কবিগুরু কে আমন্ত্রণ জানালেন । রবীন্দ্রনাথ শ্যামাপ্রসাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন বটে কিন্তু এই বিষয়ে একটি শর্ত আরোপ করলেন । শর্তটি ছিল, তিনি তাঁর ভাষাটি দেবেন বাংলা ভাষায়। এই শর্তে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সম্মত হলে তবেই তিনি সমাবর্তন অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ গ্রহণে রাজি আছেন। শ্যামাপ্রসাদ যেন এমনটাই চেয়ে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্মতি পত্রে লিখলেন, I appreciate very much your kindness in thinking of me again in connection with the Convocation address at the University , and I feel I cannot deny you this time. But I would accept the owner only on a special condition.

You know of my life's great desive of seeing our language firmly and finally established as the medium of instruction in the university you great father started the movement and her have it will be given to you to come complete this is noble talks if you are going to break a tradition by asking me and outside to address the convocation you will have to break yet another convocation and permit me to address in Bengali if the University would accede to this, I shall most gladly take the responsibility even through the engagement will mean a great physical strain your affectionately Rabindranath Tagore.

১৯৩৭ সালের ১৭ ই ফেব্রয়ারি সমাবর্তনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর দীক্ষান্ত ভাষণে বললেন, আমার এবং বাংলাদেশের লেখক বর্গের হয়ে আমি এ কথা বলব যে আমরা নবযুগের সংস্কৃতিকে দেশের মর্মস্থানে প্রতিষ্ঠিত করার কাজ করে আসছি। বর্তমান যুগের নতুন বিদ্যাকে দেশের প্রাণনিকেতনে চিরন্তন করার এই স্বতঃ সক্রিয় উদ্যোগকে অনেকদিন পর্যন্ত আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় আপন আমন্ত্রণ ক্ষেত্রে থেকে পৃথক করে রেখেছে, তাকে ভিন্ন জাতীয় বলে গণ্য করেছেন। আশুতোষ সর্বপ্রথম এই বিচ্ছেদের মধ্যে সেতু বেঁধেছিলেন। যখন তিনি আমার মতো বাংলা ভাষার লেখককে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তার উপাধি দিতে সাহস করলেন। সেদিন কিন্তু যথেষ্ট সাহসের প্রয়োজন ছিল। কারণ, ইংরেজি ভাষা সম্পর্কে কৃত্রিম কৌলিন্যগর্ব আদিকাল থেকেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তরে অন্তরে সংস্কারগত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরভাষাশ্রিত অআভিজাত্যবোধকে আকস্মা আঘাত করতে কুণ্ঠিত হলেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের তুঙ্গ মঞ্চ চূড়া থেকে তিনি প্রথম নমস্কার প্রেরণ করলেন তাঁর মাতৃভাষার দিকে। তারপর তিনিই বাংলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলাভাষার ধারাকে অবতরণ করলেন, সাবধানে তার স্রোতঃ পথ খনন করে দিলেন। পিতৃনির্দিষ্ট সেই পথকে আজ প্রশস্ত করে দিচ্ছেন তাঁরই সুযোগ্য পুত্র বাংলাদেশের আশীর্ভাজন শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ। বিশ্ববিদ্যালয়ের দীক্ষামন্ত্র থেকে বঞ্চিত আমার মতো ব্রাত্য বাংলা লেখক কে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি দিয়ে আশুতোষ প্রথম রীতি লঙ্ঘন করেছেন , তাঁরই পুত্র সেই ব্রাত্যকেই আজকের দিনের অনুষ্ঠানে বাংলা ভাষায় অভিভাষণ পাঠ করতে নিমন্ত্রণ করে পুনশ্চ সেই রীতিরই দুটো গ্রন্থি একসঙ্গে যুক্ত করেছেন। এতে বোঝা গেল বাংলাদেশের শিক্ষা জগতের পরিবর্তন হয়েছে। পাশ্চাত্য আবহাওয়ার শীতে আড়ষ্ট শাখায় এল নব পল্লবের উৎসব। সুতরাং একথা গর্বের সঙ্গে বলা যেতে পারে শ্যামাপ্রসাদের নিরলস প্রচেষ্টা শুধু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নয় সারা বাংলাদেশের শিক্ষা জগতে ঋতুপরিবর্তন এসেছিল।

সেদিনের সমাবর্তনের মঞ্চ থেকে কবি কণ্ঠে ধ্বনিত হল -

দুর করো চিত্তের দাসত্বের বন্ধন,
ভাগ্যের নিয়ত অক্ষমতা,
দুর করো মূঢ়তায় অযোগ্যের পদে,
মানব মর্যাদা বিসর্জন
চুর্ন করো যুগে যুগে স্তুপকৃত
জলরাশি, নিষ্ঠুর আঘাত,
নিঃসঙ্কোচে মস্তক তুলিতে দাও
অনন্ত আকাশে, উদাত্ত আলোকে
মুক্তির বাতাসে।

অজানা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়,ঔপন্যাসিক যিনি বাংলা ভাষায় লিখেছেন

কৌশিক দাস

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রিটিশ ভারতের বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রামে তাঁর পৈতৃক বাড়িতে হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রভাতী দেবীর সংসারে জন্মগ্রহণ করেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (২৩ জুলাই ১৮৯৮-১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭১) একজন ঔপন্যাসিক যিনি বাংলা ভাষায় লিখেছেন। তিনি ৬৫ টি উপন্যাস, ৫৩ টি গল্পের বই, ১২ টি নাটক, ৪ টি প্রবন্ধ-বই, ৪ টি আত্মজীবনী, ২ টি ভ্রমণকাহিনী লিখেছেন এবং বেশ কয়েকটি গান রচনা করেছেন। তিনি রবীন্দ্র পুরস্কার, সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার, জ্ঞানপীঠ পুরস্কার, পদ্মশ্রী ও পদ্মভূষণে ভূষিত হন। তিনি ১৯৭১ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত হন এবং ১৯৭২ সালে মরণোত্তর মনোনীত হন। তিনি ১৯১৬ সালে লাভপুর যাদবলাল এইচ.ই. স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং পরে প্রথমে কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে এবং তারপর সাউথ সাবারবান কলেজে (বর্তমানে আসুতোষ কলেজ) ভর্তি হন। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ইন্টারমিডিয়েটে পড়ার সময় তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। অসুস্থতা ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কারণে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স শেষ করতে পারেননি। এই কলেজের বছরগুলিতে, তিনি একটি উগ্র জঙ্গি যুব গোষ্ঠীর সাথেও যুক্ত ছিলেন এবং তাকে গ্রেফতার করে তার গ্রামে আটক করা হয়েছিল।১৯৪০ সালে, তিনি বাগবাজারে একটি বাড়ি ভাড়া নেন এবং তার পরিবারকে কলকাতায় নিয়ে আসেন। ১৯৪১ সালে তিনি বরানগরে চলে আসেন। ১৯৪২ সালে, তিনি বীরভূম জেলা সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন এবং বাংলায় ফ্যাসিবাদবিরোধী লেখক ও শিল্পী সমিতির সভাপতি হন। ১৯৪৪ সালে, তিনি সেখানে বসবাসরত অনাবাসী বাঙালিদের দ্বারা আয়োজিত কানপুর বাংলা সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। ১৯৪৭ সালে, তিনি কলকাতায় অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন উদ্বোধন করেন বোম্বেতে রজত জয়ন্তী প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শর মেমোরিয়াল মেডেল লাভ করেন। ১৯৪৮ সালে, তিনি কলকাতার টালা পার্কে নিজের বাড়িতে চলে আসেন।তারাশঙ্করের বেশ কিছু উপন্যাস ও ছোটোগল্প অবলম্বনে বাংলায় একাধিক চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে সত্যজি রায়ের 'জলসাঘর' ও 'অভিযান', অজয় কর পরিচালিত 'সপ্তপদী', তরুণ মজুমদার পরিচালিত 'গণদেবতা', তপন সিংহ পরিচালিত 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' খুবই বিশিষ্ট।১৯৫২ সালে, তিনি আইনসভার সদস্য হওয়ার জন্য মনোনীত হন। তিনি ১৯৫২-১৯৬০ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সদস্য ছিলেন। ১৯৫৪ সালে, তিনি তার মায়ের কাছ থেকে দীক্ষা নেন। ১৯৫৫ সালে, তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক রবীন্দ্র পুরস্কারে ভূষিত হন। ১৯৫৬ সালে তিনি সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার পান। ১৯৫৭ সালে তিনি আফ্রো-এশীয় লেখক সমিতির প্রস্তুতি কমিটিতে যোগদানের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর করেন এবং পরে আফ্রো-এশীয় লেখক সমিতিতে ভারতীয় লেখক প্রতিনিধিদলের নেতা হিসাবে চীন সরকারের আমন্ত্রণে তাসখন্দ যান। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করার জন্য ১৯৩০ সালে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, কিন্তু সেই বছর পরে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। এরপর তিনি সাহিত্যে নিজেকে নিয়োজিত করার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৩২ সালে, তিনি শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে প্রথম দেখা করেন। একই বছর প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম উপন্যাস চৈতালী ঝুরি। ১৯৫৯ সালে, তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক লাভ করেন এবং মাদ্রাজে সর্বভারতীয় লেখক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। ১৯৬০ সালে, তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা থেকে অবসর নেন কিন্তু ভারতের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সংসদে মনোনীত হন। তিনি ১৯৬০-১৯৬৬ সালের মধ্যে রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন। ১৯৬২ সালে, তিনি পদ্মশ্রী লাভ করেন কিন্তু তার জামাইয়ের মৃত্যু তার হৃদয় ভেঙ্গে দেয় এবং নিজেকে সরিয়ে রাখতে তিনি ছবি আঁকা এবং কাঠের খেলনা তৈরি করেন। ১৯৬৩ সালে, তিনি শিশিরকুমার পুরস্কার পান। ১৯৬৬ সালে, তিনি সংসদ থেকে অবসর নেন এবং নাগপুর বাংলা সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। ১৯৬৬ সালে, তিনি জ্ঞানপীঠ পুরস্কার জিতেছিলেন এবং ১৯৬৯ সালে, তিনি পদ্মভূষণ লাভ করেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডক্টর অফ লিটারেচার উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৬৯ সালে, তাকে সাহিত্য একাডেমির ফেলোশিপ দেওয়া হয়, ১৯৭০ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদবঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি হন। ১৯৭১ সালে, তিনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃপেন্দ্রচন্দ্র স্মারক বক্তৃতা এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডি এল রায় স্মারক বক্তৃতা দেন। ১৯৭১ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর ভোরে বন্দ্যোপাধ্যায় তার কলকাতার বাসভবনে মারা যান। উত্তর কলকাতার নিমতলা শ্মশানে তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। ২০২১ সালে, লাভপুরে বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৈতৃক বাড়িটিকে স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি তার পরিবার তার স্মৃতিতে একটি যাদুঘরে রূপান্তরিত করেছিল। এটি বিভিন্ন ব্যক্তিগত নিদর্শন এবং ফটোগ্রাফ সংরক্ষণাগারভুক্ত করে। অনন্য গদ্যকার তারাশঙ্কর শুরু করেছিলেন নাটক দিয়েই। মাঝেমাঝে কবিতাও লেখেন। কবিতা ছাপাও হয়। সম্পাদকরা কবিতা লিখতে উৎসাহও দেন, কিন্তু কবিতা লিখে তাঁর যেন মন ভরে না। শেষে নাটক লেখার শখ জাগল। লিখে ফেললেন। এক আত্মীয়-বন্ধু তখন নাট্যকার হিসেবে নাম করেছেন। তারাশঙ্করের নাটক পড়ে তিনি উচ্ছ্বসিত। বললেন, তোমার এই নাটক মঞ্চস্থ হলে চারদিকে হইহই পড়ে যাবে! কিন্তু সে নাটক কলকাতার এক নামকরা গ্রুপের ম্যানেজারকে জমা দিতে গিয়ে প্রবল অপমানিত হতে হল তারাশঙ্করের সেই আত্মীয়-বন্ধুকে। অধ্যক্ষ নাটকটি তো পড়লেনই না। উলটে বললেন, নিজে নাটক লিখে নাম করেছেন ঠিক আছে, কিন্তু তাই বলে নিজের আত্মীয়স্বজনকে এনে ঢোকাবেন না যেন। সব শুনে এত অপমানিত বোধ করলেন তারাশঙ্কর যে বাড়ি ফিরে নাটকের পুরো খাতাটাই উনুনে গুঁজে দিলেন। পুড়ে ছারখার হয়ে গেল নাট্যকার হওয়ার স্বপ্ন। বড় সংসার। এদিকে মাসে তখন বাঁধা রোজগার চল্লিশ টাকারও কম। ফলে সংসার চালাতে নাভিশ্বাস উঠছে। এর মধ্যেই কবি সমর সেনের ঠাকুরদাদা দীনেশ সেনের মাধ্যমে এক প্রস্তাব এল মুম্বই গিয়ে কেরিয়ার শুরু করার (তৎকালীন বোম্বাই)। আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার মতোই অফার। বোম্বাইবাসী হিমাংশু রায় ডাক পাঠিয়েছেন। তাঁর একজন বাঙালি গল্পকার প্রয়োজন। শুরুতেই মাইনে ৩৫০টাকা। প্রতিবছর ১০০ টাকা করে বাড়বে। অভাবের সংসারে এত টাকা! রাজি হয়ে যাওয়ারই তো কথা। কিন্তু গেলেন না সাহিত্যসাধক তারাশঙ্কর। বললেন-- আমি যাব না ঠিক করেছি। আমার মন চাইছে না। মনে হচ্ছে সব হারিয়ে যাবে।তারাশঙ্করের কাছারিবাড়ি 'ধাত্রীদেবতা' এখন তারাশঙ্কর বিষয়ক সংগ্রহশালা। এই সংগ্রহশালায় আছে তারাশঙ্করের ব্যবহৃত আসবাবপত্র, ঘড়ি, পাণ্ডুলিপি, পদক, তারাশঙ্করের হাতে আঁকা ছবি, কাটুম-কুটুম। এটা এখন একটা ঘুরে আসার জায়গা। কিংবা বলা ভালো তারাশঙ্করকে একবার ছুঁয়ে আসার জায়গা। বাংলা সাহিত্যপ্রেমী মাত্রেরই সেখানে যাওয়া যেন অবশ্যকর্তব্য।

পৃথিবীকে রক্ষা করার স্বার্থে ব্যক্তিগত স্বার্থ বা ব্যবসায়িক স্বার্থকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে

পৃথিবীকে রক্ষা করার স্বার্থে ব্যক্তিগত স্বার্থ বা ব্যবসায়িক স্বার্থকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। করোনাভাইরাসের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য জনতা কার্ফু উঠে যাওয়ার পর পৃথিবীর আর্থিক অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সেটা কেউই বলতে পারছে না। সবাই মাথায় হাত দিয়ে বসে রয়েছে। বহু মানুষ কাজ হারাবে। তাদের কাজ পাওয়া খুবই কঠিন হয়ে যাবে। আয় কমতে থাকবে। অবস্থা স্বাভাবিক হতে একটি বছর লেগে যেতে পারে। ফলে এখন থেকে সারা পৃথিবীবাসীকে সতর্কতা সঙ্গে পা ফেলে চলতে হবে। কার্বনডাইঅক্সাইডের মাত্রা যাতে বেশি না হয় তার দিকে লক্ষ্য রাখার প্রয়োজন রয়েছে। সেই কারণে আগামি দিনে করোনাভাইরাস নিয়ে পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলো রাষ্ট্রপুঞ্জে সমাবেত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। রাষ্ট্রপুঞ্জ এবং ইউনেস্কো থেকে বলা হয়েছে তারা প্রতিটি রাষ্ট্রকে চলার নিয়ম বেধে দেবে। সেই নিয়ম ধরে চলতে হবে। নাহলে সেই দেশের সঙ্গে পৃথিবীর সব দেশ বয়কট করতে শুরু করবে। তার সঙ্গে কোনও সংযোগ রাখবে না অন্য রাষ্ট্রগুলো। আসলে এখানে ব্যক্তি রক্ষা পাওয়ার ব্যাপার নয়। সারা পৃথিবীটাকে রক্ষা করার ব্যাপার। ফলে সবাইকে হাত মিলিয়ে

দূষণ রক্ষায় মহাকাশ স্টেশন

কাজ করতে হবে। দেখতে হবে আগামি দিনে এই পৃথিবীটা কীভাবে রক্ষা পেতে পারে। তার ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে এখন থেকে। না হলে

একটি সময়ে দেখতে পাওয়া যাবে যে মহাকাশে এই পৃথিবীটা একেবারে ধ্বংস হয়ে বিলীন হয়ে গিয়েছে। পৃথিবীর প্রলয় থেকে রক্ষা করতে হবে। মহাকাশে যে উপগ্রহে রয়েছেন তারা কিন্তু বলতে শুরু করে দিয়েছেন যে পৃথিবী পরিস্কার হতে শুরু করেছে। আগে মহাকাশ স্টেশন থেকে পৃথিবীর যে ছবিগুলো ধরা পড়েছিল তাকে বেশ অস্পষ্টতার একটা ছাপ ছিল। কিন্তু আজকে পৃথিবীর ছবিগুলো বেশ স্পষ্ট হতে শুরু করে দিয়েছে। এইভাবে যদি পৃথিবীর পরিবেশটাকে পরিচ্ছন্ন করে রাখার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তাহলে দূষণ অনকেখানি কমে যাবে এবং পৃথিবীর পরিবেশ সুস্থ এবং স্বাভাবিক হবে। মহাকাশ স্টেশনে কিন্তু করোনাভাইরাস গিয়ে পৌঁছায় নি। এই মহাকাশ স্টেশনে যারা রয়েছেন তারা আগামি দিনে ফিরে পৃথিবীতে ফিরে আসার সময় হয়েছে। মহাকাশ স্টেশনে তাদের গবেষণা শেষ হয়েছে। পরবর্তী গবেষণার কাজ শুরু হয়ে যাবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। করোনাভাইরাসটা পরিবেশের জন্য দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছে সর্বত্র। এর মূল কারণ হল বায়ু দূষণ। বায়ু দূষণ যেখানে কম সেখানে এটা প্রবেশ করলেও তা কিন্তু বিস্তার লাভ করতে পারছে না। করোনাভাইরাস বৃদ্ধি লাভ করে বায়ু দূষণের মধ্যে দিয়ে। বায়ু দূষণ এখনই কমিয়ে ফেলতে হবে। আবহাওয়াকে পরিস্কার করতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে কার্বন উৎপাদন কমানো। কলকারখানা বেশিক্ষণ চালু রাখা যাবে না। রাস্তায় যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আকাশ পথে বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ক্ষেপনাস্ত্র পরমানু বোমা পরীক্ষা করা বন্ধ করতে হবে। সমতল ভূমিকে উর্বর করতে হবে। সবুজের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। সবুজ একেবারে ধ্বসং করা যাবে না। এর জন্য যত্রতত্র সভ্যতার বিস্তার করা চলবে না। সভ্যতা বিস্তারের ওপরে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। মানুষের কোনও কিছু লাভ করাটাকে কমাতে হবে।

চিঠিপত্র হুগলি থেকে

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জুড়ি মেলা ভার। যদিও এটা বিরোধিরা বিশ্বাসই করবে না। তাদের কথায় মমতা চোরজোচ্চরদের রাণী। তাঁর আমলেই চোরেদের বাড়বাড়ান্ত বেড়েছে। তাদের দলের সমস্ত লোকই চোর বলে তারা মনে করেন। কিন্তু এই জনগর্জন সভা দেখে মনে হয় কি মমতা ঠিক তাই যা বিরোধিরা ভাবচ্ছেন। তাদের মনে রাখা দরকার মমতার জন্যই ঘরে ঘরে মায়েদের মেয়েদের বাড়বাড়ান্ত হচ্ছে। মাসে মাসে টাকা ঢুকে যাচ্ছে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে। কোথা থেকে আসছে বা তিনি কিভাবে তা জোগার করছেন তা জানার প্রয়োজন রয়েছে কি না। সেটা ভেবে দেখলে ভালো হয়। শুধু নিন্দা করেই খালাস। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রয়েছেন বলেই বাংলার মেয়েরা মায়েরা ভালো রয়েছেন। নিন্দুকরা তো নিন্দা করবেই। তাদের মুখ বন্ধ করার কোনও উপায় নেই। সব চেয়ে বড় কথা হল কোনও ভালো কাজে নিন্দা না থাকলে কাজটাই ভালো হয় না। আজও বিভিন্ন স্থানে পাঁচ টাকায় ভাত,ডাল তরকারি ডিম কিম্বা মাংস পেট ভরে খাওয়ান আমাদের মুখ্যমন্ত্রী। সেই লাইনে আমরা অনেকেই দেখেছি, বিরোধিদের অনেক সমর্থকদের হাত পেতে খাবার নিতে, কিন্তু সেই সময় তুমি কে, কোন পার্টি কর, তা কিন্তু জিজ্ঞাসা করা হয় না। শুধু তাদের মুখে খাবার তুলে দেওয়া হয়। এই ভাবেই মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের সাধারণ মানুয়ের পাশে থাকেন। কোনও বিরোধিদেরই নেতাকে এই ভাবে থাকতে দেখা যায় নি বা মনে হয় তা যাবেও না। সিপিএম ২৫ বছর ক্ষমতায় ছিল। কখনই তাদেরকে এই ভাবে রাজ্যের মানুয়ের পাশে থাকতে দেখা যায়নি। তাদের দেখা যেত তাদেরই দলের লোকজনদের পাশে। বিজেপি তো সেদিন এসেছে। কি জানে এই বাংলার রাজনীতির বিষয়ে। মুখে বড় বড় কথা বললেই রাজনীতি করা বোঝায় না। কাজেও করে দেখাতে হয়। নিজেদের স্বার্থ ছাড়া এই নেতারা কখনই এক পাও চলেন না। মোদির ঘোষনা মত ১৫ লক্ষ টাকা রাজ্যের কেন গোটা দেশের মানুষ পেলেন কি। উত্তরটা কেউ দিতে পারবে। আজ নির্বাচনের মুখে দাঁড়িয়ে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন এই করেগা তেই করেগা। কিম্বা কখনও গ্যাসের দাম কমানো কখনও বা বিনা পয়সায় রেশন পাইয়ে দেবার কথা বলেন। কিন্তু এখনও কেন একশ দিনের মজুরী দেওয়া হল না সাধারণ মজুরদের। কি করেছিল তারা। মমতাকে সমর্থন, না কি মমতার পথে হাঁটার জন্য। কোনও উত্তর বিজেপির কাছ থেকে পাওয়া যাবে না। তাই বলতে বাধ্য হচ্ছি, এই রাজ্যে আসন পাওয়ার চিন্তা মাথা থেকে নামিয়ে দেশের জন্য কিছু করুন। এটা বলা হচ্ছে না যে তারা আসন পাবে না। পাবেন, সেই সমস্ত যাদের মাথাটা একেবারেই তারা খেয়েছে। সুবিধা নেবেন মমতার থেকে ভোট দেবেন বিজেপিকে। এটা কি হতে পারে। কখনই না। **অরিন্দম ভট্টাচার্য, বেহালা, কলি-৭০০০৬০।**

বাস্তু জমির রেকর্ড পরিবর্তন ! অভিযোগের তীর বি এল আর ও দপ্তরের বিরুদ্ধে!

জমি পুনরুদ্ধারের দাবিতে আত্মহত্যার হুমকি মালদার কৃষকের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১১ মার্চ ঃ নিজের বাস্তু ও চাষযোগ্য জমি বেহাত ! অন্যের নামে রেকর্ড পরিবর্তন ! জমি পুনরুদ্ধার করতে না পেরে আত্মহত্যার হুমকি দিল মোথাবাড়ির এক প্রান্তিক চাষীর অভিযোগকারী প্রান্তিক চাষী লর্ড কৃষকের অভিযোগ মোথাবাড়িতে দীর্ঘ দিন থেকে দালাল চক্র চলছে। এই চক্র বেআইনিভাবে একজনের জমি অন্যের নামে রেকর্ড পরিবর্তন করে দিয়ে সাধারণ মানুষকে চরম ঝামেলার মধ্যে ফেলে। সেই হারানো বাস্তু ও চাষযোগ্য জমি পুনরুদ্ধারে জন্য দীর্ঘ সংগ্রামে নিঃস্ব এক যুবক। বারবার বিয়ের দপ্তরের বিরুদ্ধে বেআইনিভাবে জমির রেকর্ড পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার অভিযোগ ওঠায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মোথাবাড়ি সহ গোটা মালদা জেলায়। বিনয় মন্ডল। বাড়ি মোথাবাড়ির হাড়িয়াঘর এলাকায়। বাবা যোগেশ্বর মন্ডলের কাছে জন্মসূত্রে পায় বিনয় মন্ডল। সেই জমিতে তৈরি হয় ইন্দিরা আবাসের ঘর। সেই ঘরেই বসবাস বিনয় মন্ডলের। ভিটাবাড়ি সংলগ্ন এলাকায় চাষযোগ্য জমি রয়েছে। সেই জমি চাষ বাস করে বিনয়ের কোনক্রমে সংসার চলে। কিন্তু সেই জমি গত দু বছর আগে ২০২২ সালে তারা বিক্রি না করলেও অন্যের নামে রেকর্ড হয়ে যায় বলে অভিযোগ উঠেছে। বিনয় মন্ডলের অভিযোগ তারা জমি বিক্রি না করলেও LR ৬৯৬৭ নম্বরের পর্চা মোতাবেক সুরেন মন্ডল ও LR ৬৯৬৮ পর্দা মোতাবেক সুভাষ মন্ডলের নামে জমির রেকর্ড পরিবর্তন হয়ে যায়। বিষয়টি নিয়ে ২৭ মার্চ ২০২২ এ বিনয় মন্ডল বিএলআর ও দপ্তরের সমস্ত আধিকারিক এর কাছে নিজের সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের জন্য আবেদন জানান। দপ্তরের বাইরে একাধিক চক্র ও দালালের খপ্পরে পড়ে বিনয় মন্ডল। ব্যক্তিঃ গত দুবছরে শতাধিকবার দৌড়াদৌড়ি করে বিএলআর দপ্তরে বিভিন্ন দালাল ও কর্মচারীদের হাজার হাজার টাকা দেয় ঘুষ। কিন্তু কোন সমস্যা সমাধান না হওয়ায় অত্যন্ত ভেঙে পড়েছে বিনয় মন্ডল। অবশেষে সাত মার্চ গোটা বিষয়টি জানিয়ে বিএলআর ও ডিএলআরও সব প্রশাসনের সর্বত্র এই জমি পুনরুদ্ধার না হলে আত্মহত্যার হুমকি দিয়ে আবেদন জানিয়েছেন ওই ব্যক্তি। বাস্তুজমি রাতারাতি বেহাত হয়ে যাওয়ায় চরম বিপদের মধ্যে পরে যুবক। বি এল আর ওর বিরুদ্ধেই ওই যুবকের সরাসরি অভিযোগ বিডিও ও জেলা শাসকের দপ্তরে বারবার অভিযোগ জানিয়েও কোন ফল হয়নি। জমি ফেরত না করলে বিএলআর ও অফিসের সামনে আত্মহত্যা করবো। বিনয়ের অভিযোগ, গোটা বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় বিএলআর ও দপ্তরে গিয়ে অভিযোগ জানাতে গেলে তার কথা কেউ পাত্তাই দেয়নি উল্টে বিএলআর ও দপ্তরের বিভিন্ন দালাল তাকে জমিটি ঠিক করে দিবে বলে হাজার হাজার টাকা ঘুষ চাই। বিষয়টি নিয়ে গত ২৪ মাস ধরে স্থানীয় বিএলআরও বিডিও ডিএম সহ প্রশাসনের সর্বত্র অভিযোগ জানিও কোন লাভ হয়নি সরকারের। বিনয় মন্ডলের বক্তব্য আমি একজন গরিব অসহায় যুবক। আমার বসবাসের ভিটা বাপের নামে রেকর্ড ছিল। সেই জমিতে গত এক বছর আগে আবাস যোজনার একটি ঘরও পাই। পারিবারিক অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সেই জমিটা আমার পাওয়ার কথা। কিন্তু হঠাৎ জানতে পারি জমিটি স্থানীয় উন্নয়ন মাফিয়া চক্রের সাহায্য নিয়ে দুই ব্যক্তি বিএলআর অফিসে ঘুষ দিয়ে নিজের নামে রেকর্ড করে নিয়েছে। এই জমি রেকর্ড পরিবর্তনে আমাদের পরিবারের কাউকে ডাকা হয়নি। আমি জমিটি কারেকশনের জন্য বিএলআর অফিসে গেলে বিএলআরও আমার কোন কথাই শুনেনি। উল্টে বি এল আর ও অফিসের নিচু তলার কর্মী ও দালালরা জমি কি ঠিক করার জন্য আমার কাছে টাকা দাবি করে। আমার কাছে টাকা দেওয়ার কোন ক্ষমতা নেই। তাই বিষয়টি নিয়ে আমি প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছি। এক মাসের মধ্যে আমাদের জমি আমাদের নামে রেকর্ড না হলে আমি বিয়ের আর অফিসের সামনে এসে আত্মহত্যা করবো ! বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য বাবু সরকার জানিয়েছেন , বিএলআর ও দপ্তরটি সম্পূর্ণ বাস্তু ঘুঘুর বাসা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে যে কেউ পয়সা দিলে রেকর্ড পরিবর্তন করতে পারে। বিএলআর দপ্তরের দীর্ঘদিন ধরে একটা দালাল চক্র রয়েছে। এর আগে বহু ব্যক্তি এই দালাল চক্রের স্বীকার হয়ে সর্বশ্রান্ত হয়েছেন। বিষয়টা নিয়ে বিডিও জানিয়েছেন, বিষয়টি আমার জানা নেই। অভিযোগকারীকে অবিলম্বে এসডিও আদালতে যেতে হবে। আমি বিএলআরও কে বিষয়টি তদন্তের জন্য জানিয়েছি। মোথাবাড়ির বি এল আর ও দীপঙ্কর শীল জানিয়েছেন, গোটা বিষয়টি তদন্ত ও পর্যবেক্ষণ করে দেখছি। খতিয়ান নং ৬৯৬৭এবং ৬৯৬৮ চাষাঞ্চ আইন ১৯৫৫ এর ৫০ এর অধীনে ২০১৭ সালে একটি ওয়ারিশ কেস হয়েছে। যদি তারা রেকর্ড টিকে চ্যালেঞ্জ করতে চায় তবে তাদের উচিত হবে ডিএল আর ও মালদায় WBLR ভূমি সংস্কার আইনের আইনের ৫৪ এর অধীনে একটি আপিল দায়ের করা।

সরকার পরিযায়ী শ্রমিকের পাশে নেত্রী

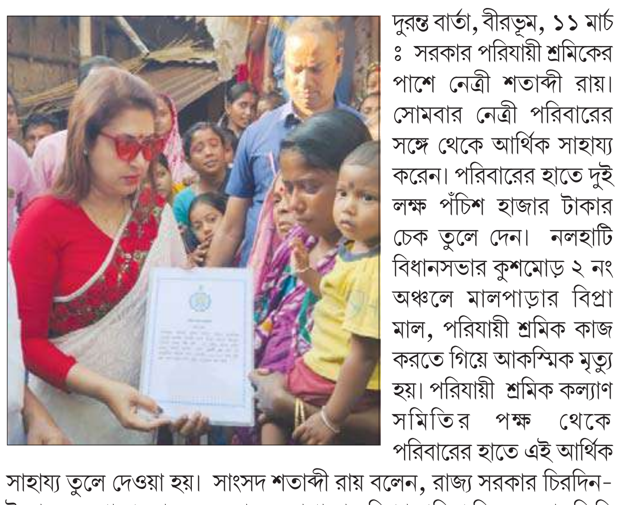

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১১ মার্চ ঃ সরকার পরিযায়ী শ্রমিকের পাশে নেত্রী শতাব্দী রায়। সোমবার নেত্রী পরিবারের সঙ্গে থেকে আর্থিক সাহায্য করেন। পরিবারের হাতে দুই লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকার চেক তুলে দেন। নলহাটি বিধানসভার কুশমোড় ২ নং অঞ্চলে মালপাড়ার বিপ্রা মাল, পরিযায়ী শ্রমিক কাজ করতে গিয়ে আকস্মিক মৃত্যু হয়। পরিযায়ী শ্রমিক কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে পরিবারের হাতে এই আর্থিক সাহায্য তুলে দেওয়া হয়। সাংসদ শতাব্দী রায় বলেন, রাজ্য সরকার চিরদিন-ই মানুষের পাশে আছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয় না। তিনি যা বলেন, তা করেন। এটাই মোদির মিথ্যা গ্যারেন্টির সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্যারেন্টির পার্থক্য।

লাল-স্কুল সংলগ্ন এলাকায় পথদুর্ঘটনা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১১ মার্চ ঃ ফের পথ দুর্ঘটনা ধূপগুড়ির লাল-স্কুল সংলগ্ন এলাকায়, ছোট চারচাকা অলটর সাথে সাইকেল আরোহীর সংঘর্ষ। ঘটনায় গুরুতর আহত সাইকেল আরোহী। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে ময়নাগুড়ির রানিরহাট মোড় এলাকার বাসিন্দা গোবিন্দ রায়, সাতসকালে সাইকেলে চেপে মাঠে কাজ করতে যাচ্ছিলেন, যাওয়ার পথে রাস্তা পার হতে গিয়ে ধূপগুড়ি মহকুমার অন্তর্গত লাল স্কুল সংলগ্ন এলাকায় অলটো গাড়ির ধাক্কায় ছিটকে পড়েন। স্থানীয়রা তড়িঘড়ি উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়, ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে ধূপগুড়ি থানার পুলিশ ও ট্রাফিক বিভাগের ওসি। একের পর এক দুর্ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এলাকায়।

ABRIDGED e-TENDER NOTICE

UNDERSIGNED invites e-tenders, vide **NIT 47/EO/2023-24 & NIT 48/EO/2023-24** for Construction of AWC, ACR and Toilet within Khanakul-I Panchayat Samity. Last date of application **21.03.2024 up to 12:00 Noon**. For details please visit '**wbtenders.gov.in**'

Sd/- Executive Officer,
Khanakul-I Panchayat Samity,
Khanakul, Hooghly

Date Corrigendum Notice

The last date of bid submission of Clock Tower has been extended up to 13.03.2024, 4:00 PM The quotation details as given below: NIeQ No.23 of ME/ COB/2023-24 (Tender Id: 2024_MAD_663645_1) dt. 08.02.2024. Details of e- N.I.Q. and Tender Documents may be downloaded from www.wbtenders.gov.in

Sd/-E.E., COB Divn, MED

Cooch Behar Municipality
TENDER NOTICE

The Chairman of Cooch Behar Municipality invites e-tender (3 rd Call) for "Construction of Maa Canteen at MJN Medical College & Hospital" "vide Tender ID: 2024_MAD_683278_1 Submission end date-19/03/2024. Details information will be available from the website
(i) http://wbtenders.gov.in
(ii) www.coochbeharmunicipality.com

Sd/-Chairman,
Cooch Behar Municipality.

ভোটের মুখে এবার আন্দোলনের পথে ডুয়ার্সের রাভা জনজাতিরা

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১১ মার্চ ঃ ভোটের মুখে এবার আন্দোলনের পথে ডুয়ার্সের রাভা জনজাতিরা। অবিলম্বে রাজ্য সরকার রাভাদের জন্য পৃথক উন্নয়ন বোর্ড না করলে ডুয়ার্সে আন্দোলনের ইতিহাস তৈরি হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে নেতৃত্ব। সোমবার নিখিল রাভা ছাত্র সংস্থা ও নিখিল রাভা মহিলা পরিষদের পক্ষ থেকে একটি মিছিল আলিপুরদুয়ার শহর পরিক্রমা করে। পরে সংগঠনের নেতা কর্মীরা জেলার প্রশাসনিক ভবন ডুয়ার্সকন্যার সামনে বিক্ষোভে সামিল হয়। রাভা নেতা রুবেন রাভা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে রাজ্য সরকার তাদের বঞ্চিত করছে। পাঁচ বছর ধরে আদিবাসী উন্নয়ন সংস্কৃতি বোর্ড রাভা জনজাতিদের কোন সহযোগিতা করছে না। অবিলম্বে আদিবাসী হিসেবে রাভা জনজাতির জন্য আলাদা উন্নয়ন বোর্ডের দাবি করেন তিনি। ভোটের মুখে এই দাবি কেন, এ প্রশ্নে তিনি বলেন, ভোটের সময় তো আমাদের দাবি জানাচ্ছি। অবিলম্বে রাভা জনজাতিদের জন্য কোন বোর্ড না করা হলে বড় ধরনের আন্দোলনে নামবে রাভা জনজাতিরা।

ABUJHATI-1 GRAM PANCHAYAT
Jhapandanga: Purba Bardhaman

Tender reference no:- 1) Memo No:- 108/Abuj-1/2023-2024 Date: 11/03/2024 2) Memo No:- 109/Abuj-1/2023-2024 Date: 11/03/2024 e-Tenders are hereby invited by the Pradhan of Abujhati-1 Gram Panchayat from bonafied contractors to participate in the e-Tenders from 11/03/2024 to 19/03/2024 up to 03.45 PM. For further details please visit the website https://wbtenders.gov.in.

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

টেন্ডার নোটিস নং এসটি-ওটি-রেলনেট_ফেজII_কেজিপি, তারিখ ০৮.০৩.২০২৪। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার (সিও)/খড়গপুর-৭২১ ৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য দফায় উল্লিখিত তারিখে সকাল ১১টায় ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, যেগুলি সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে খোলা হবে। **কাজের বিবরণ ঃ** কেজিপি ডিভিসনের রেলনেট সংযোগের ফেজ-II-র বাস্তবায়নের পরিপ্রেক্ষিতে এস অ্যান্ড টি অংশের কাজের জন্য সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা, পরীক্ষা ও সূচনার কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৩৮,১৭,৯৫৭.৪২ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২,১৯,১০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **খোলার তারিখ ঃ** ০৮.০৪.২০২৪। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৯ মাস। **দাখিলের তারিখ ঃ** ০৮.০৪.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা পর্যন্ত। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/নির্দিষ্টকরণ বিষয়ে জানতে এবং অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখুন। কোনো অবস্থাতেই এই কাজের জন্য হাতেহাতে দাখিল করা টেন্ডার গৃহীত হবে না। (PR-1219)

হাওড়া পৌর নিগম
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১ ১০১
ফোনঃ ০৩৩ ২৬৩৮-৩২১১/ ১২ / ১৩, ফ্যাক্সঃ ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০
www.hmcgov.in

কাগজে প্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, এইচএমসি দরপত্র আহ্বান করছে ৬(ছয়)টি বৈদ্যুতিক কাজের জন্য, এইচএমসি'র অধীনে। ইচ্ছুক দরপত্রদাতাদের প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স, কন্ট্রাক্টর লাইসেন্স, সুপারভাইজার সার্টিফিকেট এবং আপ টু ডেট জিএসটি সার্টিফিকেট এবং রিটার্ন (বর্তমান কোয়ার্টার), পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং শংসাপত্র সহ অফার জমা দিতে হবে। বিড জমা দেওয়ার (অনলাইন) শুরুর তারিখঃ ০৭.০৩.২০২৪ সন্ধ্যা ৬টা থেকে। বিড জমা দেওয়ার (অনলাইন) শেষ তারিখঃ ২৮.০৩.২০২৪ সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত। অনুগ্রহ করে দেখুন- https://wbtenders.gov.in

303(3)/23-24
11.3.24

এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া পৌর নিগম

E-TENDER INVITING NOTICE

Tender Reference no.:- WB/HOW/BJPS/NIT-36/2023-24
(Memo No: 573, Dated: 11/03/2024)

Electronic Tenders are hereby invited by the Executive Officer, Bally Jagacha Panchayat Samity for implementation of two (02) no. work in different above mentioned NIT, within Bally Jagacha Panchayat Samity, Howrah. Details are available in http://wbtenders.gov.in & https://etender.wb.nic.in and Office Notice Board.

Sd/- Block Dev. Officer
Bally Jagacha Panchayat Samity

আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার এক ব্যক্তি

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১১ মার্চ ঃ নির্বাচনের প্রাক্কালে আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল রতুয়া থানার পুলিশ। সোমবার ধৃত ব্যক্তিকে চাঁচল মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ধৃত ব্যক্তির নাম সুখেন দাস (৫০) বাড়ি হরিশ্চঃদ্রপুর থানা এলাকার পিপলা গ্রামে। রবিবার সন্ধ্যায় রতুয়ার নাকাট্টি ব্রিজ এলাকায় নাকা চেকিং - এ ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেন রতুযা থানার সাব-ইন্সপেক্টর বিমল দাস ও এসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর রেজাউল করিম। তল্লাশি চালিয়ে ধৃতের কাছ থেকে একটি পাইপ গান ও একটি কার্তুজ উদ্ধার হয়। জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় বিহার থেকে বাংলায় পাচারের উদ্দেশ্যে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে আসা হচ্ছিল। তবে কোন জেলায় পাচার করা হতো এখনো পরিষ্কার ভাবে জানা যায়নি। সোমবার ধৃতকে সাত দিন পুলিশ হেফাজত চেয়ে চাঁচল মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে। নির্বাচনের প্রাক্কালে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হওয়ায় উদ্বেগে পুলিশ প্রশাসন।

বহরমপুরে হারানোর চ্যালেঞ্জ অধীরের

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ১১ মার্চ ঃ ব্রিগেটের ময়দান থেকেই লোকসভা নির্বাচন ২০২৪-এর প্রার্থী ঘোষণা করেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল। ২০২৪-এর লোকসভা ভোটে রাজ্যের ৪২ আসনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী ইউসুফ পাঠান। বহরমপুরে লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী নিয়ে অধীর চৌধুরী বলেন, 'আমি চাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াক একবার। কিংবা তাঁর খোকাবাবুকে পাঠাক। কিংবা বলুক আমার স্পনসর এই লোক। একে হারানো মানে আমি হেরে যাওয়া। বলুক একবার।' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে চ্যালেঞ্জ করে এদিন লোকসভায় বিরোধী দলের নেতা বলেন, 'চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি বাংলার দিদিকে আমি। বাংলার সর্বশক্তিমান মহিলা, সর্বশক্তিঃমান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা তাঁর প্রিয় খোকাবাবু, আপনারা আসুন, আমি লড়তে চাই আপনাদের সঙ্গে। চ্যালেঞ্জ করছি আপনাদের যদি না হারাতে পারি আমি রাজনীতি করা ছেড়ে দেব। আর আপনারা যদি আপনারা হারেন বলুন, আপনারা আর বাংলায় রাজনীতি করবেন না। হোক চ্যালেঞ্জ, হোক কলবর হবে না, হোক চ্যালেঞ্জ আমি বলছি।' একতরফা তৃণমূলের প্রার্থী ঘোষণা ঠিক হয়নি বলেছেন জয়রাম রমেশ। এই নিয়ে অধীর চৌধুরী বলেন, 'জয়রাম রমেশের এতদিন পর দিব্যচক্ষু খুলছে তো আমি কি করব। আমি অনেক আগে বলে দিয়েছিলাম একথা।' কংগ্রেসের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির আরও বক্তব্য, 'চুরি ছাড়া বাংলা চলবে না, ইয়ে দিদি কী গ্যারান্টি। আর মোদীর গ্যারান্টি চুনিন্দা পুঁজিপতি কী ইলাবা অউর কিসি কী বিকাশ নেহি হোগা, ইয়ে মোদী কী গ্যারান্টি। দোনো গ্যারান্টি মে কহি ওয়্যারেন্টি নেহি হ্যায়।' একদিনের মধ্যে নির্বাচনী বন্ডের সমস্ত তথ্য জমা দিতে হবে, সুপ্রিম রায় নিয়ে অধীর চৌধুরী বলেন, 'সাবাস সাবাস সাবাস, দেশ বাঁচবে যদি সুপ্রিম কোর্ট জেগে থাকে। সুপ্রিম কোর্টের এই যুগান্তকারী ঘোষণায় আমাকে একথা বলতেই হবে।' তৃণমূলের প্রার্থী নিয়ে অধীর চৌধুরীর বক্তব্য, 'দিদি আর মোদী একসঙ্গে ভোট করছে। ভোটের মধ্যে দিয়ে দিদির স্পষ্ট বার্তা মোদীকে, যে আমি এখানে তোমার সঙ্গে পাঙ্গা লড়ব না। আমি তোমার সঙ্গে টক্কর দেব না। আমার বিরুদ্ধে যাতে কিছু না হয়, আমার বিরুদ্ধে যাতে ভুল না বোঝ, এই বার্তা কিন্তু মোদীকে দিয়ে দিল বাংলার দিদি। এই আশঙ্কা আমার অনেক দিন আগে ছিল সেই আশঙ্কা সত্যি হল।' গিয়াসউদ্দিন মোল্লাকে জিজ্ঞাসাবাদ নিয়ে অধীর চৌধুরী দাবি, 'জিজ্ঞাসাবাদ করুক তাতে আমার কি যায় আসে। কিন্তু ইডি কতটা যাবে সিবিআই কতটা করবে তা নিয়ে অবশ্যই অবিশ্বাস আছে। কারণ রাজভবনে যখন দিদি গেলেন তারপর এসে দিদি বললেন, অনেক গল্প হয়েছে, অনেক মন খুলে কথা হয়েছে। কি মন খুলে কথা হয়েছে যতক্ষণ না দিদি বলছেন ততক্ষণ ইডি-সিবিআইয়ের উপরে আমার অন্তত ভরসা নেই।'

গুঁড়িয়ে দেওয়া হল টোটো, আন্দোলনে চালকরা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১১ মার্চ ঃ বুলডোজার চালিয়ে জলপাইগুড়ি শহরের ৪৪ টি টোটো গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এই অভিযোগ নিয়ে জোরদার আন্দালন শুরু করলো টোটো চালকরা। টোটোর ওপর বুলডোজার চালানোর অভিযোগ তুলে সোমবার বিশাল মিছিল করে পুরসভা ভবনের সামনে আন্দোলন শুরু করল বামপন্থী টোটো ইউনিয়নের সদস্যরা। জলপাইগুড়ি শহরের বিভিন্ন জায়গা থেকে তারা মিছিল নিয়ে এই বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন। সংগঠনের সম্পাদক শুভাশিস সরকার বলেন, অবৈধভাবে ৪৪ টোটোকে বুলডোজার চালিয়ে ভেঙে দিয়েছে আরপিও দপ্তর। আমরা আশঙ্কা করছি এভাবে অন্যান্য টোটো চালকদের ওপরেও আঘাত নেমে আসতে পারে। এছাড়া টোটো ভাড়া ১৫ টাকা থেকে কমিয়ে ১০ টাকা করে দেওয়ার প্রতিবাদে পৌরসভা দপ্তরে অভিযান চালিয়েছি আমরা। আরটিও দপ্তরেও চলবে আমাদের অভিযান। তার আগে শহরের বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছে টোটো চালকরা।

মন্দিরে পূজো দিয়ে প্রচার শুরু করলেন মনোজ টিগ্গা

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১১ মার্চ ঃ আলিপুরদুয়ার জেলার আলিপুরদুয়ার এক ব্লকের শালকুমার হাট মন্দিরে পুজো দিয়ে সোমবার আলিপুরদুয়ার এক ব্লকে প্রচার শুরু করলেন আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী মনোজ টিগ্গা। এদিন শালকুমার এলাকায় বিজেপি কর্মী সমর্থকরা বাইক র‍্যালী করে । এদিন আলিপুরদুয়ার এক ব্লকের একাধিক জায়গায় কর্মী সভা করেন মনোজ টিগ্গা এছাড়া বিভিন্ন এলাকায় প্রচার করেন তিনি। মনোজ টিগ্গা জানান কর্মী ও সমর্থকরা দারুণ ভাবে উৎসাহী । সবাই উৎসাহ ও উদ্দীপনা সহিত ময়দানে নেমে পড়েছে।

ফোনিক্স এআরসি প্রাইভেট লিমিটেড
Phoenix ARC
রেজি অফিস ঃ ওয়ালস টাওয়ারস, ৩য় তল, ১৩৯ / ১৪০ / বি /১, ক্রসিং অফ সার রোড এন্ড ওয়েস্টার্ন এক্সপ্রেস হাইওয়ে, ভিলে পার্লে (পূর্ব), মুম্বই- ৪০০০৫৭, ফোনঃ ০২২ ৬৮৪৯২৪৫০, ফ্যাক্সঃ ০২২ ৬৭৪১২৩১৩,
CIN: U67190MH2007PTC168303 ইমেলঃ info@phoenixarc.co.in ওয়েবসাইট www.phoenixarc.co.in

অনলাইন ই- সম্পদের নিলাম বিক্রয়
অনলাইন ই-নিলামের জন্য পাবলিক নোটিশ

সিকিউরিটাইজেশন এবং ইকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (সংক্ষেপে SARFAESI অ্যাক্ট হিসাবে উল্লেখ করা হয়) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ (সংক্ষেপে নিয়ম হিসাবে উল্লেখ করা হয়) এবং এর অনুসরণের অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য এখানে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদের দখল উল্লিখিত SARFAESI আইন এবং সুরক্ষিত ঋণ পুনরুদ্ধারের নিয়মের অধীনে অনুমোদিত অফিসারের কাছে ন্যস্ত করা হয়েছে, অনুমোদিত অফিসার একটি নিলাম বিক্রয়ের মাধ্যমে সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা, বন্ধকদাতা এবং জামিনদাতাদের জন্য নোটিশ দেওয়া হল যে, নিচে উল্লেখিত ফোনিক্স এআরসি প্রাইভেট লিমিটেডের কাছে বন্ধক রাখা সম্পত্তি ফিনিক্স ট্রাস্ট FY ১৮-৫ (ফিনিক্স) এর ট্রাস্টি হিসাবে দায়িত্ব পালন করছে (এর অনুসরণে) ২৭-০৯-২০১৭ তারিখের একটি অ্যাসাইনমেন্ট চুক্তির মাধ্যমে ফিনিক্সের পক্ষে কামাটাকা ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক ঋণের বরাদ্দ বিক্রি করা হবে যেখানে আছে, যেমন আছে, তেমনই আছে এবং কোনো উপায় ছাড়াই শর্ত, বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য একটি অনলাইন ই-নিলাম এর মাধ্যমে এবং আরও সুদ, চার্জ এবং খরচ ইত্যাদি SARFAESI বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে নীচে বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে নিচে দেওয়া বিশদ অনুযায়ী https://www.bankeauctions.com ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর নিয়ম ৮ এবং ৯ সহ আইনটি পড়ুনঃ

ঋণগ্রহীতার নাম ঃ	সুপানি সঙ্গীত
গ্যারান্টারের নাম ঃ	১. অনিরুদ্ধ গাঙ্গুলী ২. মিসেস সুপর্ণা সরকার
টাকা বাকি ঃ	SARFAESI আইন, ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে জারি করা ০৯.১০.২০১৪ তারিখের ডিমান্ড নোটিশ অনুযায়ী চুক্তিভিত্তিক হার অনুযায়ী আরও সুদ, খরচ, চার্জ এবং ইত্যাদি সহ টাকা ১,৪০,১০,৯৭১.১৯ /-
০৬-০৩-২০২৪ পর্যন্ত বকেয়া পরিমাণঃ	চুক্তিভিত্তিক হারে ভবিষ্যতের সুদ, চার্জ, খরচ এবং ইত্যাদি সহ টাকা ৭,১৬,৮৮,৯৯৯ /০১/ - (টাকা সাত কোটি আটানব্বই হাজার নিরানব্বই এবং শুধুমাত্র এক পয়সা)।
পজেশন স্ট্যাটাস ঃ	প্রতীকি দখলে
সংরক্ষিত মূল্য ঃ	**সম্পত্তি নং ১. টাক ৬২,৭৫,০০০ /- (টাকা বাষট্টি লক্ষ পঁচাত্তর হাজার মাত্র)** **সম্পত্তি নম্বর ২. টাকা ১,০৮,২০,০০০ /- (এক কোটি আট লাখ বিশ হাজার টাকা মাত্র)**
বায়না অর্থ জমা (ইএমডি পরিমাণ) ঃ	**সম্পত্তি নং ১ ঃ ৬,২৭,৫০০ টাকা (মাত্র ছয় লক্ষ সাতাশ হাজার পাঁচ শত টাকা)** **সম্পত্তি নং ২ঃ টাকা ১০,৮২,০০০ /- (টাকা দশ লক্ষ বিরাশি হাজার টাকা)**
বিড ইনক্রিমেন্টঃ	টাকা ৫,০০,০০০ / - (পাঁচ লক্ষ টাকা মাত্র) এবং এই ধরনের বহুগুণে
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিশদ বিবরণ ঃ	বায়না অর্থ অবশ্যই RTGS / NEFT **এর মাধ্যমে জমা দিতে হবে ''ফোনিক্স ট্রাস্ট FY১৮.৫'',** **বর্তমান অ্যাকাউন্ট ঃ ৩৩১২০৭৪৪২৩, কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাংক লিমিটেড, শাখাঃ কালিনা,** IFSC কোড ঃ KKBK0000631
বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ (ই-নিলাম)ঃ	২২.০৪.২০২৪ (সোমবার) ব্যাঙ্কিং ঘন্টা বন্ধ বা তার আগে
ই-নিলামের তারিখ ঃ	২৩-০৪-২০২৪ (মঙ্গলবার) সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ১২.০০ পর্যন্ত
ই-নিলামের মোড ঃ	অনলাইন-ই নিলাম
বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি এবং দরপত্র নথির লিঙ্কঃ	https://phoenixarc.co.in?p=4892
নিলাম করা সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণঃ	সম্পত্তি ঃ আবাসিক ফ্ল্যাটের সমস্ত অংশ এবং পার্সেল দক্ষিণ পাশের ফ্ল্যাট প্রাঙ্গনে ২য় তলায় অবস্থিত। ৯৯ / ৪ ডি সামনের অংশ ১২৩১ বর্গফুটের একটি সুপার বিল্ট-আপ এলাকা পরিমাপ (বিল্ট-আপ এলাকা ১১৬৩ বর্গফুট) কারায়া রোড, পি.এস. কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, কলকাতা ৭০০-০১৯ এর মধ্যে ৬৯ নম্বর ওয়ার্ডে কারায়া এবং নিম্নরূপ আবদ্ধ ঃ সম্পত্তি ২ ঃ জমির সমস্ত অংশ এবং পার্সেল ২ Cottah ৪ Chittacks এবং ১১ বর্গমিটার এলাকা পরিমাপ। ফুট দুই তলা বিল্ডিং এর উপরে দাঁড়িয়ে আছে ৬০০ বর্গফুটের সুপার বিল্ট এলাকা পরিমাপ প্রতিটি তলায়, ৩২ /২ / ২, গড়িয়াহাট রোড দক্ষিণ, কলকাতা ৭০০০৩১, থানা - যাদবপুর, ওয়ার্ড নং-এ অবস্থিত। কেএমসি- এর ৯২, ২৪ পরগনা এবং আবদ্ধ সীমানা উত্তর ঃ ১৬' -০' চওড়া রাস্তা (ব্লাইন্ড লেন), পূর্ব ঃ চত্বর নং ৩২ / ২ / ৩ দ্বারা, গড়িয়াহাট রোড (দক্ষিণ), পশ্চিমঃ ৩২ /২ /১, নং চত্বরে গড়িয়াহাট রোড (দক্ষিণ), দক্ষিণঃ অ্যান্ড্রু স্কুল এবং স্কুলের খেলার মাঠ।

ই-নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলী

১. নিলাম বিক্রয় SARFAESI আইনের বিধানের অধীনে অনুমোদিত অফিসার দ্বারা সহায়তা সহ এবং ই-নিলামের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। নিলাম / বিডিং ওয়েবসাইট https://www.bankeauctions.com M/s এর মাধ্যমে শুধুমাত্র অনলাইন ইলেকট্রনিক মোড এর মাধ্যমে হবে। C1 ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড হল ই-নিলামের জন্য প্ল্যাটফর্মের ব্যবস্থা করার জন্য পরিষেবা প্রদানকারী। ২. নিলামটি বিড ডকুমেন্টের নিয়ম ও শর্তাবলী অনুসারে এবং সেখানে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে পরিচালিত হয়। বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য দরদাতারা ফোনিক্সের ওয়েবসাইট, www.phoenixarc.co.in এবং উপরে উল্লিখিত লিঙ্কগুলির পাশাপাশি পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইট, www.bankeauctions.com বিড নথির মাধ্যমে যেতে পারেন, নিলাম / বিড ফর্ম প্রাপ্তির জন্য রাখা সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ। ৩. দরদাতারা তাদের নিজস্ব অফিস / তাদের পছন্দের জায়গা থেকে ই-নিলাম উদ্ধৃতি / বিডিং-এ অংশগ্রহণ করতে পারে। ইন্টারনেট সংযোগের ব্যবস্থা করতে হবে প্রতিটি দরদাতাকে নিজেই / নিজেকে। ইন্টারনেট সংযোগ, নেটওয়ার্ক সমস্যা, সিস্টেম ক্র্যাশ ডাউন, পাওয়ার ব্যর্থতা ইত্যাদির জন্য অনুমোদিত অফিসার / ফোনিক্স / সেবা প্রদানকারীকে দায়ী করা হবে না। মেসার্স সি১ ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের ভাবিক পান্ড্য, যোগাযোগের নম্বরঃ + ৯১-১২৪ ৪৩০২০২০ / ২০২১ / ২০২২ / ২০২৩ / ২০২৪, +৯১- ৮৮৬৬৬৮২৯৩৭ , ইমেল আইডিঃ support@bankeauctions.com, maharashtra@c1india.com। ৫. দরদাতারা ফোনিক্সের ওয়েবসাইটের মাধ্যমেও যেতে পারেন, www.phoenixarc.co.in নিলামের জন্য রাখা সুরক্ষিত সম্পদের বিশদ যাচাই করার জন্য বিড ফর্মটি পাওয়ার জন্য। ৬. ই-নিলাম পরিচালনা করা হবে এখানে উপরে উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ে, যখন উপরে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদ ''যেমন আছে সেখানে'' ভিত্তিতে এবং ''যেমন আছে তাই'' এবং ''অবস্থা ছাড়া'' শর্তে বিক্রি করা হবে। ৭. সমস্ত ইচ্ছুক ক্রেতা / বিডারদের উপরে উল্লিখিত পোর্টালে https://www.bankeauctions.com হিসাবে তাদের নাম নিবন্ধন করতে হবে এবং তারিখ ও সময়ে ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য বিনামূল্যে ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে হবে। পূর্বে উল্লিখিত হিসাবে। ৮. ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য, ইচ্ছুক ক্রেতা / দরপত্রদাতাদেরকে প্যানকার্ডের কপি, বোর্ড রেজুলেশনের সাথে সুরক্ষিত সম্পদের রিজার্ভ মূল্যের ১০ শতাংশ ফেরতযোগ্য বায়না জমার বিবরণ জমা দিতে হবে। উপরে উল্লিখিত হিসাবে ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখে বা তার আগে টেন্ডার নথিতে আরও বিশেষভাবে বর্ণিত কোম্পানি এবং ঠিকানার প্রমাণ। ইচ্ছুক ক্রেতা / দরপত্রদাতাদের এখানে উপরে বর্ণিত প্রতিটি সম্পত্তির জন্য আলাদা ইএমডি জমা দিতে হবে। ৯. সম্ভাব্য / ইচ্ছুক দরদাতাকে একটি অঙ্গীকার প্রদান করতে হবে যে / সে / সেএটি ধারা ২৯ (ক) এর বিধান অনুসারে অযোগ্য নয় দেউলিয়াত্ব এবং দেউলিয়াত্ব কোড, ২০১৬ এবং কেওয়াইসি নথির সাথে এই ধরনের অঙ্গীকার প্রদান করতে ব্যর্থ হলে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে অযোগ্য হয়ে যাবে অথবা সে / সে / এটি বিড প্রত্যাখ্যান করা হবে। ১০. সফল ক্রেতাদরদাতা তার প্রতিটি আইটেমের জন্য তার অফারের ২৫ (ইএমডি সহ) RTGS/NEFT এর মাধ্যমে এখানে উল্লিখিত অ্যাকাউন্টে জমা দেবেন উপরে উল্লিখিত নিলাম বা পরবর্তী কার্যদিবসের পরে না, কোন আমানত ফোনিক্সকে নিশ্চিত করতে হবে, এতে ব্যর্থ হলে বিক্রয় ব্যর্থ হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং উল্লিখিত সফল ক্রেতাদরদাতার ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। ১১. অন্য সকল দরদাতাদের ইএমডি যারা ই-নিলামে সফল হয়নি তাদের ইএমডি ফোনিক্স বন্ধ করে ই নিলামের ৫ কার্যদিবসের মধ্যে ফেরত দেবে। ইএমডি কোনো সুদ বহন করবে না। ১২. উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রির নিশ্চিতকরণের পনেরতম (১৫) দিনে বা লিখিতভাবে সম্মত হতে পারে এমন বর্ধিত সময়ের মধ্যে ক্রয় বিবেচনার অবশিষ্ট পরিমাণ সফল ক্রেতা / দরদাতা কর্তৃক প্রদেয় হবে। খেলাপির ক্ষেত্রে, ততক্ষণ পর্যন্ত জমা করা সমস্ত পরিমাণ বাজেয়াপ্ত করা হবে। ১৩. সম্পত্তি পরিদর্শনের জন্যই বা আরও তথ্যের জন্য, সম্ভাব্য দরদাতারা নিম্নলিখিত ইমেল ঠিকানা harsh.magia@phoenixarc.co.in / suresh.variyam@phoenixarc.co-এ মিঃ হর্ষ মাগিয়া / মিঃ সুরেশ ভারিয়ামের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। (ইমেল) বা +৯১৭৫০৬১০৭৫৬২ / +৯১.৭৫০৬৪৯০০৩৬ (মব) এ। ১৪. নিলামের যেকোন পর্যায়ে, অনুমোদিত অফিসার নিলাম / বিড / অফারটি গ্রহণ / প্রত্যাখ্যান / বাতিল করতে পারেন অথবা কোনো কারণ ব্যতিরেকে এবং কোনো পূর্ব নোটিশ ছাড়াই নিলাম স্থগিত করতে পারেন। ১৫. সফল ক্রেতা / দরপত্রদাতা যেকোন বিধিবদ্ধ বকেয়া, ট্যাক্স, প্রদেয় ফি, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন ফি ইত্যাদি বহন করবেন যা সম্পত্তি তার / তার / তার অনুকূলে পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রদান করতে হবে। প্রযোজ্য আইন। ১৬. যে কোনো সময়ে সম্পত্তির বকেয়া সমস্ত বিধিবদ্ধঅ-সংবিধিবদ্ধ বকেয়া, ট্যাক্স, হার, মূল্যায়ন, চার্জ, সোসাইটি বকেয়া, ফি ইত্যাদি প্রদানের একমাত্র দায়িত্ব সফল দরদাতারই হবে। ১৭. সফল ক্রেতা / দরপত্রদাতা তার / তার / তার অনুকূলে অধিকার হস্তান্তরের প্রতি সোসাইটি / অন্য কোন কর্তৃপক্ষকে প্রদেয় যেকোন খরচ / খরচ ফি / শুল্ক ইত্যাদির জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবে। ১৮. ঋণগ্রহীতা / বন্ধক, যারা উল্লিখিত বকেয়া পাওনার জন্য দায়বদ্ধ, তারা এই বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিটিকে নিরাপত্তা সুদ (এনফোর্সমেন্ট) বিধিমালার ৮ ধারা (৬) বিধির অধীনে একটি নোটিশ হিসাবে বিবেচনা করবেন, উপরে উল্লিখিত নিলাম বিক্রয়ের হোল্ডিং সম্পর্কে ১৯. ইচ্ছুক দরদাতারা তাদের বিড জমা দেওয়ার আগে দায়বদ্ধতা, নিলামে রাখা সুরক্ষিত সম্পদের শিরোনাম এবং সুরক্ষিত সম্পদকে প্রভাবিত করে এমন দাবি / অধিকার / বকেয়া, সংবিধিবদ্ধ পাওনা সহ, ইত্যাদির বিষয়ে তাদের নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করতে হবে। নিলামের বিজ্ঞাপনটি ফোনিক্সের কোনো প্রতিশ্রুতি বা কোনো প্রতিনিধিত্ব গঠন করে না এবং গঠন করবে না। ফোনিক্স-এর অনুমোদিত অফিসার কোনো তৃতীয় পক্ষের দাবি / অধিকার / বকেয়ার জন্য কোনোভাবেই দায়ী থাকবে না। ২০. সংবাদপত্রে প্রকাশিত ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিবরণগুলি অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম তথ্যের জন্য বলা হয়েছে যাইহোক, অনুমোদিত অফিসার কোন ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা বাদ দেওয়ার জন্য দায়ী / দায়বদ্ধ হবেন না। ২১. ইভেন্টে, এখানে নির্ধারিত ই-নিলাম যে কোনো কারণে ব্যর্থ হয়, ফোনিক্সের নিরাপত্তা স্বার্থ (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৮(৫) এর বিধানের অধীনে অন্য কোনো পদ্ধতিতে সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রি করার অধিকার রয়েছে। এবং সরফায়েসি আইন, ২০০২।

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ১২ ।৩ ।২০২৪

স্বা /- অথরাইজড অফিসার
ফিনিক্স এআরসি প্রাইভেট লিমিটেড, ফিনিক্স ট্রাস্ট FY ১৭-৮

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Dy. Chief Engineer (Parks & Squares), KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/DCE(PS)/XVI/NC_M/23-24 (1st Call)
Name of the work: **Arrangement for attending natural calamities in BR-XVI (FY 2024-2025).**

(2) NIT No. : KMC/DCE(PS)/XV/NC_M/23-24 (1st Call)
Name of the work: **Arrangement for attending natural calamities in BR-XV (FY 2024-2025).**

(3) NIT No. : KMC/DCE(PS)/XIV/NC_M/23-24 (1st Call)
Name of the work: **Arrangement for attending natural calamities in BR-XIV (FY 2024-2025).**

(4) NIT No. : KMC/DCE(PS)/XIII/NC_M/23-24 (1st Call)
Name of the work: **Arrangement for attending natural calamities in BR-XIII (FY 2024-2025).**

(5) NIT No. : KMC/DCE(PS)/XII/NC_M/23-24 (1st Call)
Name of the work: **Arrangement for attending natural calamities in BR-XII (FY 2024-2025).**

(6) NIT No. : KMC/DCE(PS)/XI/NC_M/23-24 (1st Call)
Name of the work: **Arrangement for attending natural calamities in BR-XI (FY 2024-2025).**

(7) NIT No. : KMC/DCE(PS)/CR2/NC_M/23-24 (1st Call)
Name of the work: **Arrangement for attending natural calamities in Control Room-II (FY 2024-2025).**

(8) NIT No. : KMC/DCE(PS)/CR1/NC_M/23-24 (1st Call)
Name of the work: **Arrangement for attending natural calamities in Control Room-I (FY 2024-2025).** Estimated cost (including CESS): ₹ **3,42,177.90 (For Sl. No. 1 to 8).** Earnest money: ₹ **7,000.00 (For Sl. No. 1 to 8).**

(9) NIT No. : KMC/DCE(PS)/X/NC_M/23-24 (1st Call)
Name of the work: **Arrangement for attending natural calamities in BR-X (FY 2024-2025).**

(10) NIT No. : KMC/DCE(PS)/IX/NC_M/23-24 (1st Call)
Name of the work: **Arrangement for attending natural calamities in BR-IX (FY 2024-2025).**

(11) NIT No. : KMC/DCE(PS)/VIII/NC_M/23-24 (1st Call)
Name of the work: **Arrangement for attending natural calamities in BR-VIII (FY 2024-2025).**

(12) NIT No. : KMC/DCE(PS)/VII/NC_M/23-24 (1st Call)
Name of the work: **Arrangement for attending natural calamities in BR-VII (FY 2024-2025).**

(13) NIT No. : KMC/DCE(PS)/VI/NC_M/23-24 (1st Call)
Name of the work: **Arrangement for attending natural calamities in BR-VI (FY 2024-2025).**

(14) NIT No. : KMC/DCE(PS)/V/NC_M/23-24 (1st Call)
Name of the work: **Arrangement for attending natural calamities in BR-V (FY 2024-2025).**

(15) NIT No. : KMC/DCE(PS)/IV/NC_M/23-24 (1st Call)
Name of the work: **Arrangement for attending natural calamities in BR-IV (FY 2024-2025).**

(16) NIT No. : KMC/DCE(PS)/III/NC_M/23-24 (1st Call)
Name of the work: **Arrangement for attending natural calamities in BR-III (FY 2024-2025).**

(17) NIT No. : KMC/DCE(PS)/II/NC_M/23-24 (1st Call)
Name of the work: **Arrangement for attending natural calamities in BR-II (FY 2024-2025).**

(18) NIT No. : KMC/DCE(PS)/I/NC_M/23-24 (1st Call)
Name of the work: **Arrangement for attending natural calamities in BR-I (FY 2024-2025).** Estimated cost (including CESS): ₹ **4,08,593.48 (For Sl. No. 9 to 18).** Earnest money: ₹ **8,200.00 (For Sl. No. 9 to 18).** Period of completion: **244 days (For Sl. No. 1 to 18).** Last date and time of submission of bid: **20.03.2024 - 1 p.m. (For Sl. No. 1 to 18).** The bid forms and other details shall be available on and from **12.03.2024 - 5 p.m. (For Sl. No. 1 to 18).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 18).**

The Executive Engineer (Water Supply), BR-XI, KMC invites e-tender for the following work (Submission of bid through online):
NIT No. : EE(WS)/BR-XI/NIeT/95/2023-24
Name of the work: **Improvement of W/S networks by replacing 100 mm dia. PVC & old CI pipe by laying of 100 mm dia. D.I pipe at Kattyani Mandir to D/3 and 36/5 to 11/C Shivali Road in Ward No.-102, BR-XII.** Estimated amount (including GST and CESS): ₹ **2,42,601.75.** Earnest money: ₹ **4,900.00.** Time of completion: **21 days.** Last date and time of online submission of tender: **23.03.2024 (5 p.m.).** Technical bid open date and time (online): **27.03.2024 (1 p.m.).** For full and further details, please visit the website **https://www.etender.wb.nic.in**. Please keep watching on the above website for all further Addendum/Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason.

The Executive Engineer (Water Supply), BR-XVI, KMC invites e-tender for the following work:
NIT No. : KMC/WS/JOKA/62/2023-24
Name of the work: **Development of existing water supply network by pickup work from 300 mm dia. D.I. pipe (Sakuntala Booster) and its ancillary work infront of Pr. No. 96 Jadav Ghosh Road (Ghosh Para) in Ward No.-126 under BR-XVI.** Estimated cost of the work: ₹ **1,56,111.97.** Earnest money: ₹ **3,200.00.** Period of completion: **6 days.** Last date of submission of bid: **22.03.2024 at 5 p.m.** Tender will be opened on: **28.03.2024 at 1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **13.03.2024 at 5 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The Executive Engineer (Civil)/E&H, KMC invites quotation online percentage rate two bid systems for the following work:
NIT No. : EH/XIV/121/01/2023-24
Name of the work: **Cleaning of waterbody at Premises No. 932, Raja Ram Mohan Roy Road in Ward No.-121 under BR-XIV.** Estimated amount: ₹ **1,05,206.00.** Earnest money: ₹ **2,500.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **20.03.2024 - 12 noon.** The bid forms and other details shall be available on and from **12.03.2024 (12 noon)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Director General (Bustee), KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/EEBS/HQ/XIII/118/23-24/404 (1st Call)
Name of the work: **Repairing and renovation work of public toilet near 386A/1 S. N. Roy Road in Ward No.-118, BR-XIII (K.M.C) under ODF+ Scheme.** Estimated amount (including GST & LWC): ₹ **2,59,901.00.** Earnest money: ₹ **5,300.00.** Period of completion: **180 days.** Last date and time of submission of bid: **21.03.2024 upto 11 a.m.** Bid opening date and time for technical proposals: **23.03.2024 at 11 a.m.** The bid forms and other details for all the tenders are available on and from **13.03.2024 (5 p.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in** (1562/23-24)

পশ্চিমবঙ্গের জনগণের সুবিধায় প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন রেলওয়ে প্রকল্প সম্পর্কে সাংবাদিক সম্মেলন পূর্ব রেলওয়ের মহাব্যবস্থাপকের

কলকাতা, ১১ মার্চ ঃ শ্রী সুমিত সরকারের অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক পূর্ব রেলওয়ে এবং অন্যান্য প্রধান বিভাগীয় প্রধানের উপস্থিতিতে পূর্ব রেলের মহাব্যবস্থাপক শ্রী মিলিন্দ কে দেউসকর, আসন্ন মেগা ইভেন্টটি উন্মোচন করতে আজ কলকাতার ফেয়ার্লি প্লেসের নতুন সম্মেলন কক্ষে একটি সংবাদ সম্মেলন করেন। ভারতীয় রেলওয়ের ১২ মার্চ, ২০২৪-এর জন্য নির্ধারিত রেল পরিকাঠামো এবং সংযোগের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের লক্ষ্যে। ইভেন্টটি সাশ্রয়ী মূল্যে মানসম্পন্ন ওষুধ এবং ভোগ্যপণ্য সরবরাহ করার জন্য মালদা টাউন স্টেশন সহ রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে ৫০টি প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধ কেন্দ্র খোলারও চিহ্নিত করে। সংবাদ সম্মেলনের সময়, শ্রী সৌমিত্র মজুমদার, প্রধান চিফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার, প্রান্তিক অংশের কারিগরদের অতিরিক্ত আয়ের সুযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে 'ওয়ান স্টেশন ওয়ান প্রোডাক্ট' (ওএসওপি) স্টলের তাৎপর্য সম্পর্কে আরও বিশদ বর্ণনা করেন। এই স্টলগুলি স্থানীয় কারিগরদের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করে যাতে তারা রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে তাদের পণ্যগুলি প্রদর্শন এবং বিক্রি করে, যা তাদের বড় শহরে ভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা দূর করে। OSOP স্টল স্থাপনের মাধ্যমে, রেলওয়ে স্থানীয় পণ্যের প্রচার এবং এই অঞ্চলের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে সহজতর করে, যা যাত্রীদের প্রামাণিক স্থানীয় পণ্যগুলি উপভোগ করার এবং কেনার সুযোগ দেয়। শ্রী দেউসকর, জেনারেল ম্যানেজারইস্টার্ন রেলওয়ে এই মেগা ইভেন্টের সময় পূর্ব রেলওয়ের মধ্যে তিনটি গতি শক্তি টার্মিনাল সাইডিংয়ের উৎসর্গের মাধ্যমে সহজলজিস্টিকসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি তুলে ধরেন। এই টার্মিনালগুলি, পরিবহন নেটওয়ার্কগুলিকে শক্তিশালী করতে এবং অঞ্চল জুড়ে পণ্য চলাচলকে সুগম করতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই টার্মিনালগুলির সুবিধাগুলি বহুগুণে রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে কার্গো হ্যান্ডলিংয়ে বর্ধিত দক্ষতা, ট্রানজিটের সময় হ্রাস এবং শিল্প হাব এবং বাজারের মধ্যে উন্নত সংযোগ। শ্রী মিলিন্দ কে দেউসকর, জেনারেল ম্যানেজার স্থানীয় প্রতিভা বৃদ্ধি, দেশীয় পণ্যের প্রচার এবং OSOP-এর মতো উদ্ভাবনী উদ্যোগের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য পূর্ব রেলওয়ের উৎসর্গের উপর জোর দেন। তিনি ইস্টার্ন রেলওয়ের যাত্রীদের এবং স্টেকহোল্ডারদের নিষ্ঠা ও প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেবা করার অটল সংকল্প পুনর্ব্যক্ত করেছেন, এমন একটি ভবিষ্যতের দিকে প্রয়াস যেখানে সংযোগের কোন সীমা নেই এবং সবার জন্য প্রচুর সুযোগ রয়েছে। শ্রী দেউসকর ১২.০৩.২০২৪ তারিখে ভিসির মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পতাকাবাহী ট্রেনটির কথাও উল্লেখ করেছেন। এই নতুন ট্রেন আসানসোল-হাতিয়া এক্সপ্রেস একটি ভিস্তাডোম কোচ সহ গিরিডিহ রুটে চলবে যাতে যাত্রীরা এই ধরনের কোচে ভ্রমণের সময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে, হাওড়া-রাধিকাপুর কুলিক এক্সপ্রেসের পরে এটি পূর্ব রেলের দ্বিতীয় উদ্ভূত ট্রেন যা ভিস্তাডোম কোচ রয়েছে। ভারতীয় রেলওয়ের পরিকাঠামো ও সংযোগের ক্ষেত্রে একটি বড় অগ্রগতির মধ্যে, প্রধানমন্ত্রী মঙ্গলবার (১২.৩.২০২৪) ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে চলেছেন, দেশ জুড়ে টাকা ৮৫,০০০ কোটির বেশি মূল্যের বিভিন্ন রেল প্রকল্প (প্রায় ৬০০০ নং) জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করতে চলেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিউ খুর্জা-সাহনেওয়াল সেকশনের ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডোর, নিউ মকরপুরা থেকে নিউ ঘোলভাদ সেকশন, ওয়েস্টার্ন ডিএফসি-র অপারেশন কন্ট্রোল সেন্টারও উৎসর্গ করবেন। এছাড়াও, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১০টি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন এবং চারটি বন্দে ভারত ট্রেন এবং অন্যান্য বিভিন্ন ট্রেনের সম্প্রসারণও করবেন। ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত, ৮২টি বন্দে ভারত ট্রেন পরিষেবাগুলি ভারতীয় রেলওয়ে জুড়ে কাজ করছে, ব্রডগেজ বিদ্যুতায়িত নেটওয়ার্ক রয়েছে এমন রাজ্যগুলিকে সংযুক্ত করছে। এই বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনগুলি ২৪টি রাজ্য এবং ২৫৬টি জেলা স্পর্শ করে। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে ৫টি বন্দে ভারত ট্রেন চলছে যা নিউ জলপাইগুড়ি-পাটনা বন্দে ভারত এক্সপ্রেস চালু করার সাথে সাথে ৬টি করা হবে। আরও ১০টি বন্দে ভারত ট্রেন (১০ জোড়া), ১০৪টি পরিষেবা (৫১ জোড়া) ভারতীয় রেল জুড়ে চালু করা হবে। রেলস্টেশন পরিদর্শনকারী যাত্রীদের সুস্থতা ও কল্যাণ বৃদ্ধির সাধনায়, ভারতীয় রেলওয়ে লাইসেন্সধারীদের দ্বারা চালিত স্টেশনগুলির সঞ্চালন এলাকায় এবং কনকোর্সে প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধ কেন্দ্র (PMB-JKs) প্রতিষ্ঠার জন্য একটি নীতি কাঠামোর ধারণা তৈরি করেছে। রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে জনঔষধী কেন্দ্রগুলির লক্ষ্য হল সাশ্রয়ী মূল্যে সকলের কাছে মানসম্পন্ন ওষুধ এবং ভোগ্য সামগ্রী (জনৌষধী পণ্য) উপলব্ধ করা, রেলস্টেশনে যাত্রীদর্শনার্থীদের সহজে জনঔষধী পণ্যগুলি অ্যাক্সেস করতে সক্ষম করা, ওষুধ সরবরাহ করে সমাজের সকল শ্রেণীর মধ্যে সুস্থতা এবং কল্যাণ বৃদ্ধি করা। সাশ্রয়ী মূল্যের, কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে এবং উদ্যোক্তাদের জন্য PMBJK খোলার সুযোগ তৈরি করে। মালদা টাউন স্টেশনে একটি সহ রেলওয়ে স্টেশনে এই ধরনের ৫০টি জনসাধী কেন্দ্র এখন খোলা হতে চলেছে। দেওঘরের দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প উল্লেখ করার যোগ্য। ২৪ নম্বরের জন্য দেওঘর কোচিং রক্ষণাবেক্ষণ পিট বৃদ্ধির জন্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন।

চাষবাস

আলিপুরদুয়ারে শুরু আলু বীজ উৎপাদন

আলুর বীজের জন্য মূলত রাজ্যের সমস্ত চাষীরাই পাঞ্জাবের উপর নির্ভরশীল। তবে এবার আলিপুরদুয়ারে কৃষি বিপ্লব ঘটেছে। হাইটেক পদ্ধতিতে আলুর বীজ উৎপাদন শুরু করা হয়েছে আলিপুরদুয়ারে। চন্দ্রমুখী, নীলকন্ট , সুখ্যাতি, হিমালিনি, জ্যোতি, লাভকর-সহ নানা প্রজাতির আলুর বীজ উৎপাদন শুরু করা হয়েছে বলে খবর মিলেছে। পশ্চিম নারারথলি এলাকায় কৃষি দপ্তরের সহযোগিতায় আলুর বীজ উৎপাদন শুরু করেছে। জানা গিয়েছে, ১২টি পলি হাউস তৈরি হয়েছে। উদ্যোগে খুশি খোদ জেলাশাসক। আলিপুরদুয়ারে ২০ হাজার হেক্টর জমিতে আলুর চাষাবাদ হয়। জেলাতে মূলত জ্যোতি ও চন্দ্রমুখী এই দুই প্রজাতির আলুর চাষ হয়। এই দুই প্রজাতির আলুর বীজের জন্য পাঞ্জাবের উপর নির্ভরশীল কৃষকরা। অন্য রাজ্য থেকে কৃষকদের চড়া দামে আলুর বীজ কিনতে হয়। অনেক সময় অন্য রাজ্যের পাঠানো বীজের গুণগত মানও ভালো হয় না। এই অবস্থায় জেলায় আলু বীজ উপাদনের উদ্যোগে আশার আলো দেখছেন কৃষকরা। মূলত এক বছর পর থেকেই জেলাতে উপাদিত বীজ ব্যবহার করতে পারবেন কৃষকরা। জেলাশাসক জানান, পশ্চিম নারার থলি এলাকায় কৃষকরা দারুণ উদ্যোগ নিয়েছে। হাইটেক পদ্ধতিতে আলুর বীজ তৈরি শুরু হয়েছে। ওই এলাকায় গিয়ে এই উদ্যোগ দেখে এসেছি। তার ফলে আমাদের জেলার কৃষকরা কম দামে উন্নত মানের আলুর বীজ পাবেন। কৃষিদপ্তর এই কাজে কৃষকদের সব রকমভাবে সহযোগিতা করছে। ওই এলাকার কৃষকরা ফার্মার্স প্রোডিউসার কোম্পানি গড়ে এই উদ্যোগ নিয়েছেন। হাইটেক পদ্ধতিতে আলুর বীজ তৈরির উদ্যোগ জেলাতে এই প্রথম বলে জানা গেল। রোগ, পোকার আক্রমণ থেকে বাঁচিয়ে পলি হাউস তৈরি করে আলুর বীজ তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই বীজে ফলন অনেক বেশি হয়। তবে বীজ সংরক্ষণে হিমঘরের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে মনে করছেন কৃষকরা। পশ্চিম নারার থলির এক কৃষক জানান, আলুর বীজ হিমঘরে সংরক্ষণ করলে তার গুণগত মান ভালো হয়। সে কারণে হিমঘর এলাকায় খুব প্রয়োজন। তাই তারা জেলা শাসকের কাছে এই বিষেয়ে বিশেষ আর্জি জানিয়েছেন।

রামলালা দর্শনে অযোধ্যাধামে লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা

অযোধ্যা, ১১ মার্চ ঃ রামলালা দর্শনের উদ্দেশ্যে স্বপরিবারে উত্তর প্রদেশের অযোধ্যাধামে এলেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা। সোমবার সকালে লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা পরিবারকে নিয়ে ট্রেনে করে অযোধ্যায় আসেন। অযোধ্যা ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে লোকসভার অধ্যক্ষকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়। উত্তর প্রদেশ রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী দয়াশঙ্কর সিং, পৌর কর্পোরেশন অযোধ্যার মেয়র মহন্ত গিরিশপতি ত্রিপাঠি এবং বিধায়ক বেদ প্রকাশ গুপ্ত স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। সকলেই বিড়লাকে স্বাগত জানান। দুদিনের সফরে পরিবারকে নিয়ে রামনগরীতে এসেছেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা। জানা গিয়েছে এই সফরে তিনি মহেশ্বরী সমাজের ধর্মশালার ভূমিপুজোতেও অংশ নেবেন। সোমবার সন্ধ্যায় সরয়র আরতিতেও অংশ নেবেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা।

ছত্তিশগড়ের বিজাপুরে যুবককে অপহরণ করে হত্যা নকশালদের

বিজাপুর, ১১ মার্চ ঃ ছত্তিশগড়ে যুবককে অপহরণ করে খুন করলো নকশালরা। রবিবার গভীর রাতে ওই যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। সেখানকার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জানান, ওই যুবককে হত্যা করেছে নকশালরা। যুবকের নাম কুশু হেমলা। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, ৪ মার্চ শুক্রবার নকশালরা পেথা গ্রাম থেকে ৩৫ বছর বয়সী ওই যুবককে অপহরণ করেছিল। পরিবারের লোকজন দুদিন ধরে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাঁকে কোথাও পায়নি। এরপর রবিবার গভীর রাতে রাস্তায় ওই যুবকের মৃতদেহ পাওয়া যায়। নিহত যুবকের দুই ভাইই পুলিশ কর্মী এবং বস্তারের বিভিন্ন জায়গায় দায়িত্বে রয়েছেন। পুলিশের অনুমান, নকশালরা ওই যুবককে পুলিশের ইনফর্মার মনে করে অপহরণ করে হত্যা করেছে।

উত্তর প্রদেশ বিধান পরিষদের জন্য ১০ জন এনডিএ প্রার্থীর মনোনয়ন জমা

লখনউ, ১১ মার্চ ঃ উত্তর প্রদেশ বিধান পরিষদের জন্য ১০ জন এনডিএ প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। সোমবার উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এবং বিজেপি রাজ্য সভাপতি ভূপে ঃদ্র সিং চৌধুরীর উপস্থিতিতে ১০ জন এনডিএ বিধানসভা প্রার্থী তাঁদের মনোনয়নপত্র জমা দেন। এনডিএ-র তরফে যাঁরা মনোনয়ন জমা দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে বিজেপির ৭ জন প্রার্থী এবং তাঁর সহযোগী আপনা দল (এস), আরএলডি এবং সুভাষপা থেকেও প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। মনোনয়ন জমা দেওয়ার এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, উত্তর প্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী কেশব প্রসাদ, ব্রজেশ পাঠক, অর্থমন্ত্রী সুরেশ খান্না, সমবায় মন্ত্রী জেপিএস রাঠোর এবং রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক গোবিন্দ নারায়ণ শুক্লা প্রমুখ। বিজেপি প্রার্থীদের মধ্যে ড. মহেঃদ্র সিং, অশোক কাটারিয়া, বিজয় বাহাদুর পাঠক, বিজেপি রাজ্য সহ-সভাপতি মোহিত বেনিওয়াল, সন্তোষ সিং, রাম তীরথ সিংঘল এবং ধর্মেন্দ্র সিং তাঁদের মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। আপনা দলের (এস) কার্যনির্বাহী সভাপতি এবং কারিগরি শিক্ষামন্ত্রী আশিস প্যাটেল, আরএলডি প্রার্থী যোগেশ চৌধুরী এবং সুভাষপার অচেলাল রাজভর মনোনয়ন জমা দিয়েছেন।

মরিশাস সফরে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ ঃ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সোমবার মরিশাস সফরের উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন। মরিশাসে তাঁর ৩ দিনের সফর রয়েছে। ১২ মার্চ মরিশাসের রাষ্ট্রীয় দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন তিনি। ভারতীয় নৌবাহিনীর একটি দলও এই অনুষ্ঠানে অংশ নেবে। এরমধ্যে ভারতীয় নৌবাহিনীর প্রথম প্রশিক্ষণ স্কোয়াড্রন জাহাজ - আইএনএস তীর এবং সিজিএস সারথীও রয়েছে। মরিশাস সফরে থাকাকালীন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু মরিশাসের রাষ্ট্রপতি পৃথ্বীরাজ সিং রোপুন এবং প্রধানমন্ত্রী প্রবিন্দ কুমার জুগনাথের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন। জানা গেছে, মুর্মু মরিশাস জাতীয় পরিষদের অধ্যক্ষ, মরিশাস সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য নেতাদের সঙ্গেও দেখা করবেন।

দক্ষতা এবং বীরত্বের সঙ্গে মাতৃভূমির সেবা করেছিলেন ঃ মোহন যাদব

ভোপাল, ১১ মার্চ ঃ সম্ভাজি মহারাজ অদম্য সাহস, দক্ষতা এবং বীরত্বের সঙ্গে মাতৃভূমির সেবা করেছিলেন, তাঁর মৃত্যুদিবসে একথা লিখে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব। সোমবার মোহন যাদব সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, আমি ছত্রপতি শিবাজি মহারাজের বীর পুত্র ছত্রপতি সম্ভাজি মহারাজকে তাঁর শহিদ দিবসে কোটি কোটি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছি। মারাঠার গর্ব, সম্ভাজি মহারাজ অদম্য সাহস, যুদ্ধের দক্ষতা এবং বীরত্বের সঙ্গে মাতৃভূমির সেবা করেছিলেন। প্রতিকূল ও কঠিন পরিস্থিতিতে তিনি তাঁর সাহসিকতা এবং দক্ষতা দিয়ে সেসব কাটিয়ে উঠেছিলেন। বীরত্বের ইতিহাসে আপনার সোনালী অধ্যায় তরুণদের জন্য সবসময় অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।

দেওঘরের বৈদ্যনাথ মন্দিরে পুজো দিলেন ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী

দেওঘর, ১১ মার্চ ঃ ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুদেও সাই সোমবার ঝাড়খণ্ডের দেওঘরের বৈদ্যনাথ মঃিদরে পুজো দেন। সোমবার সকালে দেওঘর পৌঁছন ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী সাই। সেখানে তিনি বাবা বৈদ্যনাথ মন্দিরে সম্পূর্ণ রীতি মেনে পুজার্চনা করেন। এরপরে তিনি দুমকা লোকসভা কেঃদ্রের বিজেপি কর্মীদের সম্মেলনে অংশ নিতে চলে যান। দুমকায় বিজেপি কর্মীদের সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন স্থানীয় সাংসদ সুনীল সোরেন সহ দলের স্থানীয় পদাধিকারী।

অযোধ্যায় রামলালা দর্শন করে হনুমান চালিশা পাঠ মুখ্যমন্ত্রীর

অযোধ্যা, ১১ মার্চ ঃ অযোধ্যায় রামলালার দর্শনে আসেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা। রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার পর প্রথমবার সহকর্মী এবং মন্ত্রী পরিষদের বিধায়কদের নিয়ে রামলালা দর্শনে উপস্থিত হন ভজনলাল শর্মা। মুখ্যমন্ত্রী অযোধ্যায় শ্রী রাম মন্দিরে রামলালার দর্শন করে দেশ ও রাজ্যের মানুষের সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করেন। মুখ্যমন্ত্রী শর্মা তাঁর মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক, এবং ঊর্ধ্বতন আধিকারিকদের নিয়ে অযোধ্যায় শ্রী রামলালার দোরগোড়ায় তাঁর দর্শন পেতে উপস্থিত হন। মন্দিরে উপস্থিত হয়ে ভজনলাল শর্মা বলেন, রাম আমাদের বিশ্বাসের কেন্দ্র রয়েছেন, রামই এই জগতের সবকিছু করেন। সবই রামের মহিমা। তিনি আরও জানান, আগে তিনি অযোধ্যার তাঁবুতে রামলালার দর্শন করেছিলেন, এখন এই বিশাল এবং ঐশ্বরিক মন্দিরে ভগবান রামের দর্শন পেয়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছেন। রামলালার দর্শনের পর মুখ্যমন্ত্রী তাঁর অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়ে এদিন হনুমান চালিসা পাঠ করেন।

তেলেঙ্গানায় বিজয় সংকল্প সভা করবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ

হায়দরাবাদ, ১১ মার্চ ঃ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ মঙ্গলবার তেলেঙ্গানায় বিজয় সংকল্প সভা করবেন। ভারতীয় জনতা পার্টি তেলেঙ্গানা রাজ্যের ১৭টি লোকসভা কেন্দ্রে সর্বাধিক আসন জয়ের লক্ষ্য নিয়ে নির্বাচনী প্রস্তুতি জোরকদমে শুরু করেছে। সেই লক্ষ্যেই মঙ্গলবার একদিনের সফরে তেলেঙ্গানায় আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। একটি বিজয় সংকল্প সভা ছাড়াও তিনি এখানে অনেক কর্মসূচিতে অংশ নেবেন। রাজ্য বিজেপি সোমবার একটি বিবৃতি জারি করে এই তথ্য জানিয়েছে।

নাম পরিবর্তন

আমি লিপিকা সরকার, স্বামী শ্রী শোভন সরকার, ঠিকানা গ্রাম বাংলানী, পোস্ট বাগানগ্রাম, থানা বনগাঁ, জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩২৫১ এটাই আমার সঠিক নাম ও পদবি, যেটা আমার ভোটার কার্ডে,আঁধার কার্ডে ও প্যান কার্ডে লেখা আছে কিন্তু আমার পুত্রের (SHUBHRAJYOTI SARKAR)কলকাতা থেকে দেওয়া পার্সপোর্ট-এ (F2022519) যার বৈধতা 13 /04/2005 থেকে 12/04/2010 যেখানে মায়ের নামে অর্থাৎ আমার নাম ও পদবি লিপিকা মালাকার সরকার লেখা আছে। গত 04/03/2024 তারিখে বনগাঁ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট বলে এখন থেকে লিপিকা সরকার ও লিপিকা মালাকার সরকার এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে সর্বত্র পরিচিত হইল।

নাম পরিবর্তন

আমি রাকেশ ঝাঝারিয়া (old name), পিতা রাম নিরঞ্জন ঝাঝারিয়া, ঠিকানা FD-৩৭৫, সল্টলেক সিটি, 2nd ফ্লোর, পোস্টঅফিসঃ বিধাননগর আইবি মার্কেট, কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা-৭০০ ১০৬, পশ্চিমবঙ্গ নোটারি পাবলিক কলকাতা কোর্ট এর Affidavit দ্বারা রাকেশ কুমার ঝাঝারিয়া (new name) নামে পরিচিত হলাম। Affidavit Sl No. 76/2024 dated 08032024। রাকেশ ঝাঝারিয়া (old name) এবং রাকেশ কুমার ঝাঝারিয়া (new name) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, Bulu Roy W/o Biswajit Roy R/o Atghara Das Para, Dhalua Lake Village, Bhagabanpur, P.S.-Sonarpur, Baruipur, Dist.- 24 Pgs (S), Pin-700152 shall henceforth be known as Bandana Roy. I declare that Bandana Roy and Bulu Roy is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 11-03-2024.

Name Change

I, Rajeshwar Singh S/o Sakal Deep Singh R/o QN-M-576,BN-36, Central Colony, P.S. - Chandrapura, Makoli, Bokaro, Jharkhand-829144 shall henceforth be known as Rajeshwar Prasad Singh. I declare that Rajeshwar Prasad Singh and Rajeshwar Singh is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 11-03-2024.

Name Change

I, Amit Basak S/O Adhir Basak resident of Dakshin Dhatrigram, PO-Dhatrigram, PS-Kalna, Dist-Purba Bardhaman, Pin-713405 WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name AMIT BASAK instead of AMIT KUMAR BASAK which is wrongly recorded in my Passport(No. L9349699), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Nabadwip, Nadia on 16/03/24. AMIT BASAK and AMIT KUMAR BASAK both are same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) MAJIJUL S/o- LOKMAN SK, Residing at Vill- Khosbaspur, Post- Khosbaspur, Ps - Kandi, Dist-Murshidabad, Pin- 742136, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MAJIJUL To MAJIJUL SK (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MAJIJUL SK in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 07/03/2024, MAJIJUL SK and MAJIJUL both are Same and one identical person.

Name Change

I, Umed Ali S/o Jamir Ali Molla R/o Vill. - Mohammadpur, P.O.- Kadampukur, P.S.- Rajarhat, 24 Pgs (N), Pin-700135, W.B., India shall henceforth be known as Umed Ali Molla. I declare that Umed Ali Molla and Umed Ali is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 11-03-2024.

Name Change

I SK ASIF HOSSAIN,RESIDING AT N-110,PAHARPUR ROAD,PO-GARDEN REACH, PS-METIABURZ, KOLKATA-700024, WEST BENGAL.THAT MY MINOR SON SEIKH LAISHUL HOSSAIN SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK LAISHUL HOSSAIN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/03/2024.THAT SEIKH LAISHUL HOSSAIN AND SK LAISHUL HOSSAIN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I SEKH LIAQUAT HOSSAIN,SON OF SK AKBAR HOSSAIN, RESIDING AT N-110,PAHARPUR ROAD,PO-GARDEN REACH,PS-METIABURZ, KOLKATA-700024,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK LIAQUAT HOSSAIN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/03/2024.THAT SEKH LIAQUAT HOSSAIN AND SK LIAQUAT HOSSAIN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I BAPAN DALUI(OLD NAME) S/O RANJAN DALUI, R/O BG-206, NONA DANGA, PS- ANANDAPUR, KOLKATA -700105, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BAPAN DOLUI(NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/03/2024, THAT BAPAN DALUI AND BAPAN DOLUI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SK ABID , S/O SK ILIASH ALI, R/O VILL DURGAPUR, PO SAGARESWAR, PS RAMNAGAR, DIST EAST MEDINIPUR, PIN-721446, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHAIKH ABID , S/O SHAIKH ILIASH ALI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/03/2024, THAT SHAIKH ABID , S/O SHAIKH ILIASH ALI, AND SK ABID , S/O SK ILIASH ALI, ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, SWASTIK ROY CHOWDHURY, SON OF TAPAS KUMAR ROY CHOWDHURY, RESIDING AT P-195 BANGUR AVENUE, BLOCK-B,3RD FLOOR, FLAT NO-3A, PO-BANGUR AVENUE, PS LAKE TOWN, BIDHANNAGAR-700055, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SWASTIK KUMAR ROY CHOWDHURY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/03/2024. THAT SWASTIK ROY CHOWDHURY AND SWASTIK KUMAR ROY CHOWDHURY BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I SEIKH ASIF HOSSAIN, S/O ABDUL MANAN MOLLA, R/O N-110, PAHARPUR ROAD, PO GARDEN REACH, PS METIABRUZ, KOLKATA -700024, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK ASIF HOSSAIN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/03/2024, THAT SEIKH ASIF HOSSAIN AND SK ASIF HOSSAIN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MOHAMMAD ISTIAQUE, S/O LATE ASGAR ALI, R/O 16/3, MOULANA MD ALI ROAD, 1ST FLOOR, FL-3/C, PO KHIDDIRPORE, PS EKBALPORE, KOLKATA -700023, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOHAMMED ISTIAQUE, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/03/2024, THAT MOHAMMAD ISTIAQUE AND MOHAMMED ISTIAQUE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I AQUEEF DANYAL,SON OF ALAUDDIN MOHAMMED, RESIDING AT 75C LINTON STREET, PO-ENTALLY, KOLKATA -700014,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOHAMMED AQUEEF DANYAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/03/2024.THAT AQUEEF DANYAL AND MOHAMMED AQUEEF DANYAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Mari Goldar (old name) W/O Dulal Biswas, residing at Vill.- Chandipur, P. S.- Bagdah, Dist- North 24 Parganas, Pin- 743232, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Rekha Biswas (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 11/03/2024. Rekha Biswas (new name) and Mari Goldar (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Uma Ghosal Mukhopadhyay (old name) W/O Late Sudhindranath Ghosal, residing at 23 Kazi Nazrul Islam Sarani, 1ST Lane, West Sibachal, North 24 Parganas, Pin-700049, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Uma Ghosal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 11/03/2024. Uma Ghosal (new name) and Uma Ghosal Mukhopadhyay (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Banani Bhattacharjee (old name) W/O Sanat Kumar Bhattacharya, residing at Mayapally Dutta Bagan, P.O.- Nawabganj, Ichapur, Dist- North 24 Parganas, Pin- 743144, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Banani Bhattacharya (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 11/03/2024. Banani Bhattacharya (new name) and Banani Bhattacharjee (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Md Israfil Khan (old name) S/O Daulat Ali Khan, residing at Vill.- Mohesdari, P.O.- Baneswarpur, P.S.- Usthi, Dist- South 24 Parganas, Pin-743503, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Israfil Khan (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Alipore (South 24 Pgs) on 07/03/2024. Israfil Khan (new name) and Md Israfil Khan (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Sanat Kumar Bhattacharjee (old name) S/O Late Kali Pada Bhattacharya, residing at Mayapally Dutta Bagan, P.O.- Nawabganj, Ichapur, Dist- North 24 Parganas, Pin- 743144, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sanat Kumar Bhattacharya (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 11/03/2024. Sanat Kumar Bhattacharya (new name) and Sanat Kumar Bhattacharjee (old name) both are same identical person.

Name Change

I DEEPAK SARAF, S/O HARISH KUMAR SARAF, R/O 137, V I P ROAD, NATURAL HEIGHTS, PHASE-1, BLOCK -1, FLAT NO 2C, PS BAGUIATI, BIDHANNAGAR - 700052, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DEEPAK KUMAR SARAF, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/03/2024, THAT DEEPAK SARAF AND DEEPAK KUMAR SARAF ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MOLOY ROY, S/O MOTILAL ROY, R/O 44/D, BAGHAJATIN ROAD, PO NABAGRAM, PS UTTARPARA, DIST CHANDANNAGAR, PIN-712246, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MALOY ROY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/03/2024, THAT MOLOY ROY AND MALOY ROY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Ruhul Amin Shaik (old name) S/O Abdul Sekh, residing at Vill.- Ramkrishnapur, P.O.- Sukdebpur, P.S.- Bishnupur, Dist- South 24 Parganas, Pin-743503, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Ruhul Sekh (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Alipore (South 24 Pgs) on 07/03/2024. Ruhul Sekh (new name) and Ruhul Amin Shaik (old name) both are same identical person.

Name Change

I SK ASIF HOSSAIN,S/O ABDUL MANAN MOLLA, R/O N-110, PAHARPUR ROAD, PO GARDEN REACH, PS METIABRUZ, KOLKATA -700024, WEST BENGAL.THAT MY MINOR SON SEIKH SADIQUE HOSSAIN SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK SADIQUE HOSSAIN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/03/2024, THAT SEIKH SADIQUE HOSSAIN AND SK SADIQUE HOSSAIN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Kshitish Goldar (old name) S/O Late Mrityunjoy Biswas, residing at Vill.- Chandipur, P. S.- Bagdah, Dist- North 24 Parganas, Pin- 743232, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Dulal Biswas (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 11/03/2024. Dulal Biswas (new name) and Kshitish Goldar (old name) both are same identical person.

Name Change

I SHIRSHA CHOUDHURY, D/O PRABODH KUMAR CHOWDHURY, R/O ANDUL CHOWDHURY PARA, PO ANDUL MOURI, PS SANKRAIL, HOWRAH -711302, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHIRSHA CHOWDHURY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/03/2024, THAT SHIRSHA CHOUDHURY AND SHIRSHA CHOWDHURY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I PROBODH KUMAR CHOUDHURY, S/O BASONTO KUMAR CHOWDHURY, R/O ANDUL CHOWDHURY PARA, PO ANDUL MOURI, PS SANKRAIL, HOWRAH -711302, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRABODH KUMAR CHOWDHURY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/03/2024, THAT PROBODH KUMAR CHOUDHURY AND PRABODH KUMAR CHOWDHURY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MALLIKA CHOUDHURY, W/O PRABODH KUMAR CHOWDHURY, R/O ANDUL CHOWDHURY PARA, PO ANDUL MOURI, PS SANKRAIL, HOWRAH -711302, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MALLIKA CHOWDHURY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/03/2024, THAT MALLIKA CHOUDHURY AND MALLIKA CHOWDHURY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I PRANAB KUMAR BISWAS, S/O PREMCHAND BISWAS, R/O CHHAYGHARIA, PS PETRAPOLE, NORTH 24 PARGANAS, PIN-743405, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRANAB BISWAS, VDIE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/02/2024, THAT PRANAB KUMAR BISWAS AND PRANAB BISWAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SK JAMAL MONDAL,SON OF ALLARAKHA MONDAL, RESIDING AT VILL-SADHU BANGALI,PO-PAKRI, PS-BALAGARH,HOOGHLY-712148,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JAMAL MONDAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/03/2024.THAT SK JAMAL MONDAL AND JAMAL MONDAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Debashis Kumar Dhar (old name) S/O Dhirendra Kumar Dhar, residing at 12, Garfa Main Road, Santoshpur, Kolkata- 700075, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Debashis Dhar (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 11/03/2024. Debashis Dhar (new name) and Debashis Kumar Dhar (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Shankar Goldar (old name) S/O Dulal Biswas, residing at Vill.- Chandipur, P. S.- Bagdah, Dist- North 24 Parganas, Pin- 743232, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Shankar Biswas (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 11/03/2024. Shankar Biswas (new name) and Shankar Goldar (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Prosenjit Chakraborty (old name) S/O Gurudas Chakraborty, residing at 10, Pandit Motilal Nehru Road, Budge Budge (m), Dist-South 24 Pgs, Pin-700137, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Prasenjit Chakraborty (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 11/03/2024. Prasenjit Chakraborty (new name) and Prosenjit Chakraborty (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Sarita Das (old name) W/O Afzal Hossain, Residing at 39A, Dent Mission Road, Kolkata- 700023, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Shahina Hossain (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 11/03/2024. Shahina Hossain (new name) and Sarita Das (old name) both are same identical person.

ঐতিহ্যবাহী মেলায় পুজোর আড়ালে চটুল নাচের আসর, জুয়ার আড্ডা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১১ মার্চ ঃ ঐতিহ্যবাহী মেলায় শিব পুজোর আড়ালে চটুল নাচের আসর, জুয়ার আড্ডা ভিড় উপচে পড়ছে গ্রাম্য যুবকদের বলে অভিযোগ।

জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকের এক ঐতিহ্যবাহী মেলা হলো ভদ্রেশ্বর মেলা। যা শতাধিক বছরের পুরনো এবং প্রতি বছর মহাশিবরাত্রি উপলক্ষ্যে আয়োজিত হয়ে থাকে। ভক্তিভরে বহুদূরান্তের মানুষ আসে ভদ্রেশ্বর শিবের দর্শন করতে। সেই কারণে প্রচুর মানুষের ভিড় হয় এই মেলায়। অপরদিকে এই মেলায় অশ্লীল নাচ ও জুয়ার আসর বসানোর অভিযোগ উঠছে। মেলা প্রাঙ্গণে লক্ষ্য করা গেল অশ্লীল নিত্য দেখতে যুবকদের ভীর উপচে পড়েছে। ৫০ টাকা টিকিট কেটেও অশ্লীল নাচ দেখতে ঢুকছে যুব সমাজের একাংশের মানুষজন বলো অভিযোগ। এদিকে মেলায় ব্যবসায়ীদের অভিযোগ তাদের সামনেই এমন আয়োজনের ফলে গ্রাম্য যুবকদের ভিড় বাড়ছে সেখানে এর ফলে তাদের দোকানে লোকজন আসছে না। ক্ষতি হচ্ছে ব্যবসার। এই নিয়ে মেলা কমিটির সম্পাদক নিজের মুখেই জানালেন অশ্লীল নাচ লটারি মদ ইত্যাদি মেলায় বসানো ঠিক নয়। তারপরও তাদের কমিটির হস্তক্ষেপেই সেখানে এই আয়োজন হয়েছে। এই বিষয়ে পুলিশ ও জেনেও কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠছে বিভিন্ন মহলে।

কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের উদ্বোধন নবস্থা-২ পঞ্চায়েতে

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১১ মার্চ ঃ গ্রামাঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশকে দূষণমুক্ত করে তোলার পাশাপাশি জীবজগতের স্বাস্থ্য সুরক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে একটি কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হল বর্ধমান ২ ব্লকের নবস্থা - ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের করন্দা গ্রামে। সোমবার ওই প্রকল্প কেন্দ্রটির উদ্বোধন করেন ব্লকের জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ পরমেশ্বর কোনার। তিনি ছাড়াও ওই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি দেবদীপ রায়, নবস্থা ২ পঞ্চায়েতের প্রধান নন্দদুলাল গোস্বামী, পঞ্চায়েতের এক্সিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট তারক নাথ সাহা, নির্মাণ সহায়ক সৌরভ দাস সহ অন্যান্যরা। পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি দেবদীপ রায় জানিয়েছেন, প্লাস্টিক মুক্ত বর্ধমান তৈরী করতে ব্লক ও পঞ্চায়েত স্তরে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নবস্থা ২ পঞ্চায়েত অনেক আগেই এই প্রকল্পটি নিয়ে কাজ শুরু করেছিল, কিন্তু কিছু কুচক্রী মানুষের বাধাদানের ফলে এটা বাস্তবায়ন করতে দেরী হয়। কিন্তু পঞ্চায়েত প্রধান, পঞ্চায়েত আধিকারিক ও কর্মীদের সচেষ্টার জন্য এই প্রকল্পটি অবশেষে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে। এখানে বর্জ্য পদার্থ থেকে জৈব সার উপাদন হবে যা এলাকার চাষিদের কাজে লাগবে। ব্লকের জনস্বাস্থ্য আধিকারিক পরমেশ্বর কোনার জানিয়েছেন, এই কাজ আগেই শুরু হয়েছিল। জায়গাও ঠিক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কিছু মানুষের জনবিরোধী নীতির জন্য তা করা সম্ভব হয় নি। পরে জেলা ব্লক সভাপতি, সহ সভাপতি ও পঞ্চায়েত প্রধানের সহযোগিতা নিয়ে একটি জায়গা বাছাই করি এবং সেখানেই এই কেন্দ্রটি করা হয়েছে। এটা নবস্থা ২ পঞ্চায়েতের মানুষ উপকৃত হবেন। নবস্থা - ২ পঞ্চায়েতের প্রধান নন্দদুলাল গোস্বামী গ্রামবাসীদের উদ্দেশ্যে পলিথিন, প্লাস্টিক সহ বিভিন্ন অপচনশীল দ্রব্যের সাথে পচনশীল দ্রব্য আলাদা করে তাদের নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলার আবেদন জানান। যে সব পঞ্চায়েতে এখনও এই কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র তৈরী হয় নি বা করে উঠতে পারে নি তারাও যাতে দ্রুত এই প্রকল্প চালু রেখে সম্পূর্ণ বর্ধমান জেলাকে প্লাস্টিক মুক্ত করতে সাহায্য করে তারও আবেদন জানিয়েছেন পঞ্চায়েত প্রধান। পঞ্চায়েত নির্মান সহায়ক সৌরভ দাস জানিয়েছেন, প্রায় ৮ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা ব্যয়ে তাদের পঞ্চায়েতে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। নবস্থা-২ পঞ্চায়েতের ৬ টি গ্রামের বিভিন্ন এলাকায় এখনও পর্যন্ত ৪২ টি নীল ও সবুজ ডাস্টবিন তৈরী করা হয়েছে। যেখানে গ্রামবাসীরা তাদের গৃহস্থালীর পচনশীল দ্রব্যগুলি সবুজ এবং অপচনশীল দ্রব্যগুলি নীল ডাস্টবিনে ফেলবেন। সেখান থেকে পঞ্চায়েতের চারটি ই-কার্ট ভ্যান সেগুলি সংগ্রহ করে করন্দায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রটিতে জমা করবে। পঞ্চায়েতের ৪১০১ টি পরিবার অর্থাৎ প্রায় ১৪ হাজার ৮৫০ জন মানুষ বসবাস করেন। তাদের জন্য আরও ২০-২৫ টি নীল সবুজ ডাস্টবিন বসানোর পরিকল্পনা চলছে বলে জানিয়েছেন সৌরভবাবু।

ফেসবুক লাইভেই আত্মঘাতী যুবক

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১১ মার্চ ঃ ঘরের দরজা আটকে পেট্রোল ছড়িয়ে আগুন লাগিয়ে আত্মঘাতী হলেন এক যুবক। ফেসবুক লাইভ করতে করতেই ভয়াবহ কাণ্ড ঘটালেন তিনি। আগুন লাগানোর আগে ঘরের মধ্যে ফেসবুক লাইভে পরিবারের সকলের উদ্দেশ্যে তাঁকে বলতে শোনা যায়, সব কিছু তোমাদের থাকল, শুধু আমি থাকলাম না। এবার যা কিছু সমস্তই তোমরাই ভোগ করো। এই বলে ফেসবুক লাইভ বন্ধ করে দেয়। তারপরই আত্মহত্যা করেন উত্তম বিশ্বাস নামে বছর ৩৯-এর যুবক। সোমবার সকালে নদিয়ার মুরুটিয়া থানা এলাকার কাগজিপাড়া গ্রামের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। জমি- জায়গা সংক্রান্ত বিবাদকে কেন্দ্র করে ফেসবুক লাইভ করতে করতে ঘরের ভিতর থেকে দরজা আটকে সারা ঘরে বেশ কয়েক লিটার পেট্রোল ছড়িয়ে, গ্যাস সিলিন্ডারের পাইপ কেটে আগুন লাগিয়ে দেন উত্তম বিশ্বাস। স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা যায়, জমি-জায়গা সংক্রান্ত বিষয়ে একটি পারিবারিক অশান্তি চলছিল। মঙ্গলবার তিনটে কালী প্রতিমা দিয়ে মানতের পূজা ছিল। সেই উপলক্ষ্যে উত্তমের বাবা-মা সহ পরিবার সকলে সোমবার সকালে গঙ্গাস্নান করতে বেরিয়ে যান। এই সময় ফাঁকা বাড়িতে ঘরের মধ্যে ভিতরে সারা ঘরে পেট্রোল ছড়িয়ে এবং গ্যাস সিলিন্ডারের পাইপ কেটে দিয়ে আগুন লাগিয়ে দেয়। নিমেষের মধ্যে টিনের চালা চাটাইয়ের বেড়া দেওয়া ঘরে আগুন ছড়িয়ে পড়ে কিছু সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আগুনের তীব্রতা এতটাই ছিল যে বাইরে থেকে দাঁড়িয়ে দেখা ছাড়া কোনও উপায় ছিল না। উত্তমের দেহ সম্পূর্ণ পুড়ে যায়।

পুলিশের তৎপরতায় ধৃত অপহরণকারী

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১১ মার্চ ঃ ওষুধ ব্যবসায়ীকে অপহরণের অভিযোগে গ্রেপ্তার পুলিশ অফিসার। রামপুরহাটের আয়ুর্বেদিক ওষুধ ব্যবসায়ী মফিজুল ইসলামকে অপহরণ করে বর্ধমানের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। খবর পেয়ে ধাওয়া করে বোলপুর থানার পুলিশ। সুপুর গ্রামের কাছে গাড়ি আটক করে এএসআই লাল্টু হাজরাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই অফিসার সিউড়ি পুলিশ লাইনে ছিলেন। ধৃতকে বোলপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে ৫ দিন পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। মুর্শিদাবাদ জেলার বাসিন্দা মফিজুল ইসলাম। তবে তাঁর বর্তমান ঠিকানা বীরভূমের রামপুরহাটের মনসুবা মোড়। সেখানেই তিনি থাকেন ও আয়ুর্বেদিক ওষুধের ব্যবসা করেন। অর্থাৎ, আয়ুর্বেদিক ওষুধের সাপ্লাই দেন বিভিন্ন জায়গায়। অভিযোগ, ওষুধ ব্যবসায়ীকে অপহরণ করে এএসআই লাল্টু হাজরা। মুক্তিপণ হিসাবে দেড় লক্ষ টাকা চাওয়াও হয়েছিল। সাঁইথিয়া থানার জিও গ্রামের বাসিন্দা লাল্টু। সিউড়ি পুলিশ লাইনে কর্মরত ছিলেন এই পুলিশ অফিসার। পুলিশ ও মামলার সরকারি আইনজীবী সূত্রে জানা গেছে, রামপুরহাট থেকে অপহরণ করে বোলপুর হয়ে বর্ধমানের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। খবর পেয়ে বোলপুর থানার পুলিশ ধাওয়া করে সুপুর গ্রামের কাছে গাড়িটিকে আটক করে। অপহৃতকে উদ্ধার করার পাশাপাশি ওই পুলিশ অফিসারকে গ্রেপ্তার করা হয়। তবে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পেরেছে এই ঘটনায় আরও দুজন যুক্ত রয়েছে। তাদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। ধৃতকে এদিন বোলপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিচারক জামিনের আবেদন খারিজ করে দেয়। পুলিশের তরফে ৭ দিন হেফাজতে চেয়ে আবেদন করা হয়। বিচারক ৫ দিন হেফাজতের নির্দেশ দেন। মামলার সরকারি আইনজীবী উদয় কুমার গড়াই বলেন, ১০ মার্চ অপহরণের অভিযোগ দায়ের হয়। পুলিশ ধৃতকে গ্রেপ্তার করে অভিযোগের ভিত্তিতে ৩৪২, ৩৬৩, ৩৬৫, ৩৮৪, ৪১৯, ৫০৬ ও ৩৪ আইপিসি ধারায় মামলা রুজু হয়। ধৃতকে ৫ দিন পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

NOTICE INVITING e-TENDER

NIT No. 24 of 2023-24/PO/BCW/JAL, Dt. 11.03.2024 for construction of one new Sarna Than at Salbari under Matiali Dev. Block within the district of Jalpaiguri.For details, please visit the office of the undersigned on any working day or log-on to www.wbtenders.gov.in.

Sd/-
P.O-cum- D.W.O.
BCW, Jalpaiguri

পাটুলি প্রাণিসম্পদ দপ্তরের কার্যালয় থেকে হাঁস ও ছাগল বাচ্চা বিতরণ

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ১১ মার্চ ঃ পূর্বস্থলী ২ ব্লকের পাটুলি প্রাণিসম্পদ দপ্তরের কার্যালয় থেকে সোমবার হাঁসের বাচ্চা এবং ছাগল বিতরণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঝুমা তরফদার, প্রাণিসম্পদ আধিকারিক দেবব্রত তোলা, পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি কালী শংকর ব্যানার্জি, পিলা পঞ্চায়েত প্রধান অলক কুমার ঘোষ সহ আরো অনেকে. এদিন ১০ টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের ১০টি করে ছাগল ছানা এবং ১৮০ জন উপভোক্তাকে ১০ টি করে হাঁসের বাচ্চা বিতরণ করা হয়। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে প্রাণী সম্পদ দপ্তরের উদ্যোগে হাঁসের বাচ্চা এবং ছাগল বিতরণ করা হয়।

নেশার টাকা না মেলায় স্ত্রীকে খুন

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১১ মার্চ ঃ নেশার টাকা না মেলায় স্ত্রীকে খুন করার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে লাভপুরের ঠাকুরপাড়ায়। মৃতের নাম জোৎস্না বিবি। বয়স আনুমানিক ২৫। জাহির সেখের সাথে ১৩ বছর আগে বিয়ে হয় জোৎস্না বিবির। ৯ বছরে সন্তান রয়েছে তাদের। গত কাল জহির সেখ জোৎস্না বিবিকে সোনার চেন দিতে বলে। চেন দিতে অস্বীকার করায় মারধর শুরু হয় স্ত্রীকে। মারধর করার ফলে মৃত্যু হয়েছে তাদের মেয়ে জোৎস্না বিবি এমনই দাবি করছেন পরিবার। রাত্রি ৯ টা নাগাদ মেয়ের বাড়িতে ফোন করে জানানো হয় মৃত্যু হয়েছে তাদের মেয়ের। প্রায় দিনই অত্যাচার করা হতো মেয়েকে এমনই অভিযোগ তুলছেন পরিবার। সেখানে এসে দেখা যায় মেয়ের শরীরে মারধরের অসংখ্য চিহ্ন রয়েছে। লাভপুর থানার পুলিশ গ্রেফতার করেছে স্বামীকে। তবে কি কারণে এমন ঘটনা ঘটলো তা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতন্ত্রের জন্য বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

ভোটের মুখে উল্টো সুর, তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে তোপ রাজ্যের মন্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ১১ মার্চ ঃ আবারও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য রাজ্যেরই মন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাতোর। গত কয়েকদিন আগে অর্থাৎ ৮ মার্চ, পুরুলিয়ায় কুড়মি সমাজের একটি অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে কুড়মি সমাজের মানুষদের আন্দোলনমুখী হওয়ার আহ্বান জানিয়ে রাজ্য সরকারের কুড়মি ডেভেলপমেন্ট বোর্ডকেই একহাত নেন শালবনীর বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী কুড়মি সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীকান্ত মাহাত। তাকে প্রকাশ্য সভায় বলতে শোনা যায়, 'রাজ্য সরকারের ব্যাপারে আমাকে যেখানে বলতে বলবেন যেখানে যে জায়গায় সব জায়গায় বলি, কিন্তু রাজনৈতিক দলের একটা প্যাটার্ন, তারা তো অন্য জায়গায় বিলং করে। তারা অনেক কথা শোনে, অনেক কথা শোনেনা। কখনও কুড়মি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড, কখনও কুড়মালি ভাষা, কখনও সার্না ধর্ম। ছাট দিতে চায়, ছাট দিয়ে ভোলাতে চায়। ভুলিয়ে আসল মাংসটা খেতে চায় ওরা। ভুলিয়ে ভুলিয়ে ৭৫ বছর তারা খাচ্ছে। আমরা যাতে ছাট না খাই, আমরা যাতে আসল জিনিসটা পাই তার জন্য কিন্তু লড়াই করতে হবে'। শ্রীকান্ত মাহাতোর এই মন্তব্যের পরেই তাঁকে যখন বিষয়টি নিয়ে জানতে চাওয়া হয়, তখন তিনি ছোটখাটো বিষয় বলে এড়িয়ে যেতে চান। প্রসঙ্গত, কুড়মি সমাজের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কুড়মি ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কালচারাল বোর্ড গঠন করেছিল রাজ্য সরকার। সেই বোর্ড সম্পর্কেই এমন মন্তব্য করেন শ্রীকান্ত মাহাতো। এর আগেও দলেরই অন্যান্য নেতা-নেত্রীদের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করায় দলের উচ্চ নেতৃত্বের রোষের মুখে পড়তে হয়েছে মন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাতোকে। এমনকি তার পাইলট তুলে নেওয়া হয় এবং সিকিউরিটি কমিয়ে দেওয়া হয়। এই নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি। অন্যদিকে তৃণমূলের জেলা সভাপতি সুজয় হাজরা বলেন যে এই রকম ভিডিয়ো তাঁর কাছে আসেনি এবং এই বিষয়ে কেউ তাকে জানায়নি ফলে তিনি এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করবেন না।

নিউ জলপাইগুড়ি ও পাটনার মধ্যে নতুন বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের ভার্চুয়ালি সূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী

মালিগাঁও, ১১ মার্চ ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে সমগ্র দেশে ১০টি নতুন বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের সূচনা করার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। এগুলির মধ্যে নিউ জলপাইগুড়ি ও পাটনার মধ্যে নতুন বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এছাড়াও তিনি ৮৫,০০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের একাধিক রেলওয়ে প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন। এই নিউ জলপাইগুড়ি- পাটনা- নিউ জলপাইগুড়ি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনটি পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার সহ সংলগ্ন

অঞ্চলগুলির জনগণকে উপকৃত করবে। সুতরাং, নতুন বন্দে ভারত ট্রেনটিকে প্রধানমন্ত্রীর দেশজুড়ে যোগাযোগ উন্নত করার এবং রেলওয়ে যাত্রীদের বিশ্বমানের সুযোগ-সুবিধা প্রদানের একটি পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ১২ মার্চ, ২০২৪ তারিখে ভিডিও কনফারেন্সিংঙের মাধ্যমে নিউ জলপাইগুড়ি থেকে পাটনা পর্যন্ত নতুন বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের উদ্বোধনী পরিষেবার সূচনা করবেন। উদ্বোধনী চলাচলের সময় ট্রেন নং. ০২২৩৩ (নিউ জলপাইগুড়ি-পাটনা) বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনটি নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ০৯.০০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে পাটনা জংশনে ১৭.৩০ ঘণ্টায় পৌঁছবে। নিউ জলপাইগুড়ি-পাটনা-নিউ জলপাইগুড়ি (২২২৩৩ / ২২২৩৪) বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের উভয় দিকের নিয়মিত পরিষেবা শুরু হবে ১৪ মার্চ, ২০২৪ তারিখে তথা বৃহস্পতিবার। ট্রেন নং. ২২২৩৩ (নিউ জলপাইগুড়ি-পাটনা) বন্দে ভারত এক্সপ্রেস নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ০৫.১৫ ঘণ্টায় রওনা দিবে এবং একই দিনে ১২.১০ ঘণ্টায় পাটনা জংশনে পৌঁছাবে। ফেরত যাত্রার সময়, ট্রেন নং. ২২২৩৪ (পাটনা-নিউ জলপাইগুড়ি) বন্দে ভারত এক্সপ্রেস পাটনা জং. থেকে ১৩.০০ ঘণ্টায় রওনা দিবে এবং একই দিনে ২০.০০ ঘণ্টায় নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছাবে। ট্রেন দুটি উভয় দিক থেকে নিজের গন্তব্যস্থলে যাওয়ার জন্য সপ্তাহে ছয়দিন কিষানগঞ্জ ও কাটিহার হয়ে চলাচল করবে। দুটি ট্রেনই নিজেদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছাবে আনুমানিক সাত ঘণ্টার মধ্যে, উভয় দিক থেকেই ৪৭১ কিমি দূরত্ব অতিক্রম করবে। ট্রেনটিতে ৫৩০ টি সিটিং ক্যাপাসিটি সহ ০৮টি কোচ থাকবে। একটি এগজিকিউটিভ ক্লাস, পাঁচটি চেয়ার কার এবং দুটি ড্রাইভার ট্রেইল কোচ থাকবে। নিউ জলপাইগুড়ি-পাটনা জং.-এর মধ্যে ট্রেন ভ্রমণের ভাড়া ক্যাটারিং মাসুল ছাড়া এগজিকিউটিভ ক্লাসের জন্য ২০৮০ টাকা, চেয়ার কারের জন্য ১০৪০ টাকা এবং ক্যাটারিং মাসুল সহ যথাক্রমে ২২৫০ টাকা ও ১১৮০ টাকা হবে। বিহার ও উত্তরবঙ্গের মধ্যে এই অত্যাধুনিক বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনটির ফলে বিশেষভাবে উভয় রাজ্যের জনগণ বর্ধিত গতি ও স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে এক্সপ্রেস রেলের মাধ্যমে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লাভ করতে সক্ষম হবেন। যেহেতু এই সেমি হাই স্পিড ট্রেনটি সমস্ত ধরনের বিশ্বমানের আধুনিক সুযোগ-সুবিধাযুক্ত, তাই যাত্রীরা নিজেদের ভ্রমণের সময় এই পার্থক্য ভালোভাবেই অনুভব করতে পারবেন।

বিপুল পরিমান মদ উদ্ধার, ধৃত দুই পাচারকারী

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১১ মার্চ ঃ বড়সড় সাফল্য পেল জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বিপুল পরিমান মদ উদ্ধার করল তারা। ঘটনায় দুই পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বিহারে পাচারের সময় জাতীয় সড়কে অভিযান চালিয়ে লরি ভর্তি দামি মদ উদ্ধার করা হয়। ঘটনায় বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে গাড়িটিকে। জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে গোপন সূত্রে তথ্যের ভিত্তিতে পাহাড়পুর মোড়ে অভিযান চালানো হয়। নির্দিষ্ট তথ্য অনুযায়ী আটক করা হয় একটি ছয় চাকার লরি। তল্লাশি চালিয়ে ৯৫ টি কার্টুন ম্যাকডোয়েল নম্বর ১ লাক্সারি এবং ইম্পেরিয়াল ব্লু মদ উদ্ধার করা হয়েছে। জানা গেছে গাড়িটি অসম থেকে বিহারের দিকে যাচ্ছিল। ঘটনায় রাজুকুমার রায় (৩২) সহ বিহারের মজফ্ফরপুর জেলার দুই বাসিন্দাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। সোমবার তাদের জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হয়।

দেওয়াল লিখন নিয়ে তুমুল বচসা বাঁধলো তৃণমূল-বিজেপির

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১১ মার্চ ঃ লোকসভা নির্বাচন এখনও ঘোষণা হয়নি। ইতিমধ্যে প্রার্থী ঘোষণা করে দিয়েছে বিজেপি এবং তৃণমূল। আর প্রার্থী ঘোষণা হতেই পুরাতন মালদায় দেওয়াল লিখন নিয়ে তুমুল গোলমাল বাঁধলো তৃণমূল এবং বিজেপির মধ্যে।

দুই দলের অভিযোগ, লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থীর প্রচারের জন্য তাদের দখলে থাকা দেওয়াল জোর করে নেওয়া হচ্ছে। সোমবার এই ঘটনাকে ঘিরে পুরাতন মালদা পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের পালপাড়া ধানহাটি এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। দুই দলের নেতাকর্মীদের বচসায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। লোকসভা নির্বাচনের পাক্ মুহুর্তে দুই রাজনৈতিক দলের এমন ঘটনায় পুরাতন মালদা শহর জুড়ে সাধারণ মানুষের মধ্যেও তুমুল সমালোচনা শুরু হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন পালপাড়া ধানহাটি এলাকার একটি দেওয়ালে দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে প্রচার লিখতে গিয়েই বচসার সূত্রপাত হয় তৃণমূল এবং বিজেপি কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে। ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল দলের কাউন্সিলর বিশ্বজিত হালদার বলেন, এই এলাকায় আগে থেকেই বিভিন্ন দেওয়ালগুলি নির্বাচনী প্রচারের ক্ষেত্রে অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। যেসব দেওয়ালগুলি নির্বাচনের ক্ষেত্রে নেওয়া হয়েছিল, সেগুলি বাড়ির মালিকদের কাছে অনুমতি নিয়েই এই কাজ করা হয়। কিন্তু এদিন সকালে গিয়ে দেখা যায় তৃণমূলের দখলে থাকা নির্বাচনী প্রচারে দেওয়াল বিজেপি দখল করে নিয়েছে। প্রতিবাদ করতে গেলে পাল্টা ওরা মারমুখী হয়ে ওঠে। তখনই বচসা শুরু হয়। যদিও কোনরকম হাতাহাতি হয়নি। বিজেপির এদিন যারা উপস্থিত ছিলেন তারাই গোলমাল পাকিয়েছে। পুরো বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আনার কথা জানিয়েছে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। অন্যদিকে পুরাতন মালদার বিজেপি নেতা সুমন্ত দাস বলেন, বেশ কিছু দেওয়াল ওরা ২০২৬ পর্যন্ত দখল করে রেখেছে। এটা কি করে সম্ভব। একটা নির্বাচন সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পর দালাল দখল করা যায় না। সেটা তৃণমূলীদের বুঝতে হবে। আমাদের নির্বাচনী প্রচারের লেখা একটি দেওয়াল তৃণমূল কাউন্সিলরের নেতৃত্বে দখল করার চেষ্টা করা হয়। প্রতিবাদ করাতে ওরা মারমুখী হয়ে ওঠে। তখনই দুইপক্ষের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। আমরা কেউ গোলমাল করি নি বরঞ্চ ওরাই আমাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে। দলীয় প্রার্থীর নাম ঘোষণা হয়েছে। আর এখনই তৃণমূলের এরকম রোয়াবকে ঘিরেই আতঙ্কিত স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব বলে অভিযোগ করেছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পুরাতন মালদা বিধানসভা কেন্দ্রটি উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত। এই কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন খগেন মুর্মু। তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছেন প্রসুন ব্যানার্জি। যদিও এখনো পর্যন্ত কংগ্রেসের কোনও প্রার্থী ঘোষণা হয় নি। এরই মধ্যে নির্বাচনী প্রচারের জন্য দেওয়াল লিখনকে ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক টানাপোড়েন।

সন্দেশখালি ইস্যুতে এবিভিপির উত্তরকন্যা অভিযানকে ঘিরে ধুন্দুমার শিলিগুড়িতে

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১১ মার্চ ঃ সন্দেশখালি ইস্যুতে এবিভিপির উত্তরকন্যা অভিযানকে ঘিরে ধুন্দুমার শিলিগুড়িতে। ঘটনায় তীব্র উত্তেজনা ছড়াল। সোমবার সন্দেশখালি ঘটনায় উত্তরবঙ্গের শাখা সচিবালয় উত্তরকন্যা অভিযানের ডাক দিয়েছিল অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। এদিন হিন্দি হাইস্কুল ময়দান থেকে মিছিলটি শুরু হয় এবিভিপির। মিছিলটি বর্ধমান রোড ধরে নৌকাঘাট হয়ে তিন বাত্তি মোড়ে পৌঁছায়। উত্তরকন্যা অভিযান যাতে সফল না হয় সেজন্য তিন বাত্তি মোড়ে মোতায়েন করা হয়েছিল বিশাল পুলিশ বাহিনী ও র‍্যাফ। মিছিলটি তিনবাত্তি মোরে পৌঁছাতেই ব্যারিকেড ভেঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। সে সময় পুলিশের সঙ্গে তুমুল ধস্তাধস্তি হয় কর্মী সমর্থকদের। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে লাঠিচার্জ করে পুলিশ। লাঠিচার্জের ফলে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় আন্দোলনকারীরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে বেশ কয়েকজন এবিভিপির কর্মী সমর্থকদের আটক করে পুলিশ। এদিকে উত্তরবরঙ্গ অভিযানকে ঘিরে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয় জাতীয় সড়কে। ঘন্টাখানেক বাদে যান চলাচল স্বাভাবিক হয় জাতীয় সড়ক দিয়ে।

সিএএ-র ধর্মীয় বিভেদ বাড়ানোর অভিযোগ নস্যাৎ অমিত শাহর

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ ঃ দেশের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনকে চ্যালেঞ্জ করে দেশের বিভিন্ন আদালতে জনস্বার্থ মামলা হয়েছে। বিরোধীদের অভিযোগ এই আইন ধর্মীয় বিভেদ বাড়াবে। তবে সেই অভিযোগ সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। গণমাধ্যমে তাঁর অভিযোগ, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে মুসলিম সম্প্রদায়কে উস্কে দেওয়া হচ্ছে। ভুল বোঝানো হচ্ছে তাঁদের। মুসলিমদের তাঁর আশ্বাস, তাঁদের নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া হবে না। সিএএ নিয়ে অমিত শাহ বলেছেন, সিএএ দেশের একটি আইন। নির্বাচনের আগে এই আইন কার্যকর হবে। এই আইন নিয়ে কোনও বিভ্রান্তি থাকা উচিত না।'' শাহর কথায়, ''এই আইনে কোনও ব্যক্তির নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার কোনও বিধান নেই।'' মোদীর সেনাপতির অভিযোগ, ''দেশে সংখ্যালঘু বিশেষ করে মুসলিম সম্প্রদায়কে উস্কানি দেওয়া হচ্ছে। সিএএ কারও নাগরিকত্ব কেড়ে নিতে পারে। এই আইনে তেমন কোনও বিধান নেই।'' শাহের সংযোজন, ''সিএএ বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তানের নির্যাতিত শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দেওয়ার একটি আইন।'' দীর্ঘদিন ধরেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জোরাল দাবি করেছিলেন, লোকসভা নির্বাচনের আগে সিএএ বিধি লাগু হবেই। কোনওভাবেই এই আইন বলব হওয়া আটকানো যাবে না। সোমবার দুপুর থেকেই সূত্র মারফত খবর পাওয়া যাচ্ছিল, যে কোনও মুহূর্তে বড়সড় ঘোষণা হতে চলেছে। সেই জল্পনায় সিলমোহর দিয়ে এরপরই এল চূড়ান্ত ঘোষণা।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e - TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), Borough-II, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-II/011/023/2023-2024
Name of the Work: **Suppling fitting fixing pit cover, PVC door at 3, Mohan Bagan Lane, 183, 186 APC Road, Madhab Das Lane Bustee and other places in Ward No. 11;** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs. 1,49,069.57**; Earnest Money: **Rs. 3,000.00;** Period of Completion : **7 Days;**

(2) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-II/011/024/2023-2024
Name of the Work: **Repairing of collapsed sewer, PIT, G.P, C.P. at Monmohan Bose Street, Dalimtala Lane in Ward No. 11;** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs. 1,99,887.53**; Earnest Money: **Rs. 4,000.00;** Period of Completion : **21 Days;**

(3) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-II/020/028/2023-2024 (2nd Call)
Name of the Work: **Repairing of domes quarter at 67/16, Strand Road in Ward No. 20;** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs. 4,95,784.66**; Earnest Money: **Rs. 9,920.00;** Period of Completion : **60 Days;**

(4) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-II/020/031/2023-2024
Name of the Work: **Restoration of paver block, I.P. footpath at 114 Ahiritola Street, B. K. Paul Avenue, Nimtala Ghat Street, Rabindra Sarani etc. in Ward No. 20 disturbed by CESC and other P.U. Agencies;** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs. 4,99,626.33**; Earnest Money: **Rs. 10,000.00;** Period of Completion : **60 Days;** Last Date and Time of Submission of Bid : **21.03.2024 up to 11 a.m.** (for Sl. no. 1 & 2), **28.03.2024 up to 11 a.m.** (for Sl. no. 3 & 4); Bid will be opened on : **23.03.2024 at 11 a.m.** (for Sl. no. 1 & 2), **30.03.2024 at 11 a.m.** (for Sl. no. 3 & 4); The bid forms and other details will be available on and from **12.03.2024 at 5 p.m.** (for Sl. no. 1 to 4); The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 to 4)

The Executive Engineer (Civil), Borough-III, KMC invites online percentage rate tenders under two bid system for the following works :

(1) NIT No.: KMC/EE-III/14/33/23-24 (2nd Call)
Name of the Work: **Restoration of paver block passage at B/16/H/4 C.E. Road, 16/5 B.B. Ghosh Sarani Road and its surrounding areas in Ward No. 14 disturbed by C.E.S.C. and W.S. Deptt.;** Estimated Cost : **Rs. 4,31,463.00**; Earnest Money: **Rs. 9,000.00;** Period of Completion : **120 Days;**

(2) NIT No.: KMC/EE-III/14/37/23-24 (1st Call)
Name of the Work: **Restoration of passage at 41/C, 1/H/57, 43/9C M.P. Road, 38 M. M. Road and its surrounding areas in Ward No. 14 disturbed by W.S. Deptt. and laying of sewer;** Estimated Cost : **Rs. 4,75,737.00**; Earnest Money: **Rs. 9,600.00;** Period of Completion : **90 Days;**

(3) NIT No.: KMC/EE-III/32/33/23-24 (1st Call)
Name of the Work: **Restoration of road surface at 121A/4 L Satin Sen Sarani and different places in Ward No. 32;** Estimated Cost : **Rs. 2,82,692.00**; Earnest Money: **Rs. 5,800.00;** Period of Completion : **45 Days;**

(4) NIT No.: KMC/EE-III/35/37/23-24 (1st Call)
Name of the Work: **Restoration of footpath and passages distrubed due to C.E.S.C and Water Supply Department at B/95/H18/3 Kabi Sukanta Sarani, 1/2/H/43/1 Talpukur Road, 166A Dr. S.C. Banerjee Road and different places in Ward No. 35;** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 4,38,746.00**; Earnest Money: **Rs. 8,800.00;** Period of Completion : **45 Days;**

(5) NIT No.: KMC/EE-III/33/34/23-24 (1st Call)
Name of the Work: **Repairing of road surface by hot asphalt mix at Suren Sarkar Road, Abinash Ch Banerjee Lane, Badan Roy Lane, Surah Cross Lane and different location in Ward No. 33;** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,73,934.00**; Earnest Money: **Rs. 5,500.00;** Period of Completion : **90 Days;**

(6) NIT No.: KMC/EE-III/33/33/23-24 (1st Call)
Name of the Work: **Restoration of concrete, IPS passage and footpath at 39, 43, 45 C.P. Road, 75, 76, 91, 99, 102 Beliaghata Main Road and different location in Ward No. 33 disturbed by CESC;** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,99,872.00**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00;** Period of Completion : **90 Days;**

(7) NIT No.: KMC/EE-III/031/21/2023-24 (1st Call)
Name of the Work: **Repairing of road surface at CIT Road Scheme VI M, R. K. Samadhi Road, Motilal Basak Lane and different location in Ward No. 31;** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,53,537.00**; Earnest Money: **Rs. 5,100.00;** Period of Completion : **120 Days;** Last Date and Time of Submission of Bid : **19.03.2024 up to 12 noon** (for Sl. no. 1 to 7); Date and Time of opening of Tender : **21.03.2024 on or after 12 noon** (for Sl. no. 1 to 3), **21.03.2024 after 12 noon** (for Sl. no. 4 to 7); The bid forms and other details are available on and from **12.03.2024 at 5 p.m.** (for Sl. no. 1 to 7); The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 to 7)

The Executive Engineer (Civil), Br.-VIII, KMC invites E-tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/088/036/2023-2024/D
Name of the Work: **Restoration of footpath from 58 P.D. Road to 206 S.P.M. Road and road surface of C.M. Lane (from 78 C.M. Lane to 94 T.G. Road) in Ward No. 88, disturbed by lightstorm Telecom Conn. Pvt. Ltd.;** Estimated Cost : **Rs. 4,35,506.52** (including GST and CESS); Earnest Money: **Rs. 8,800.00;** Period of Completion : **45 Days;**

(2) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/070/22/2023-2024/BUSTEE
Name of the Work: **Repairing of bustee approach passage and bustee passage near 17, 25 ATM Road and others (all bustee) in Ward No. 70;** Estimated Cost : **Rs. 1,78,253.52** (including GST and CESS); Earnest Money: **Rs. 3,600.00;** Period of Completion : **100 Days;** Last Date and Time of submission of Bid : **27.03.2024 at 12 noon** (for Sl. no. 1 & 2); Date of opening of tender : **30.03.2024 at 12 noon** (for Sl. no. 1 & 2); The bid forms and other details are available on and from **15.03.2024 at 5 p.m.** (for Sl. no. 1 & 2); The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 & 2)

The Executive Engineer (Civil), Borough-X, KMC invites online percentage rate tenders in two bid system for the following work :

NIT No.: EEC/BX/081/067/2023-2024/R
Name of the Work: **Maintenance of paver block passage near 63/T, 63, T. G. Road, 14C D.P.S. Road, New Alipore etc. in Ward No. 81, Br-X;** Estimated Value (including GST and CESS) : **Rs. 2,78,282.05**; Earnest Money: **Rs. 5,600.00;** Time of Completion : **90 Days;** Last Date and Time of submission of Bid : **20.03.2024 at 12 noon**; Date and time of opening of Bid : **22.03.2024 at 12 noon**; The bid forms and other details are available on and from **12.03.2024 from 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

1560/23-24

পরের মরসুমের ভাবনায় ইস্টবেঙ্গল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ মার্চঃ বড় ম্যাচ হারের সঙ্গে আইএসএলের প্লে অফের দৌড় থেকে অনেকটা দূরে ছিটকে গিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। ডার্বিতে প্রথমার্ধে দাঁড়াতেই পারেনি লাল-হলুদ। দ্বিতীয়ার্ধে মরিয়া চেষ্টা চালায় কুয়াদ্রাতের ছেলেরা। সাউল ক্রেসপো যোগ দেওয়ায় দলে যে ভারসাম্য এসেছে তা বোঝা গিয়েছে রবিবার রাতে। সুপার কাপ জেতার পর একেবারেই ছন্দ হারিয়ে ফেলে লাল-হলুদ। ফুটবলার বদল, চোট-আঘাতে দলের কম্বিনেশনও ঘেঁটে যায়। নতুন করে শুরু করতে হয় কোচ কুয়াদ্রাতকে। আইএসএলের প্লে অফের দৌড় থেকে ছিটকে যাওয়ার জন্য লিগের সূচি আর রেফারিকেও দায়ী করেন কার্লেস কুয়াদ্রাত। তবে এখন থেকেই পরের মরসুমের জন্য চিন্তাভাবনা শুরু করে দিয়েছে লাল-হলুদ শিবির। পরের মরসুমে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-এর কোয়ালিফাইং রাউন্ডে খেলবে ইস্টবেঙ্গল। লড়াইটা অনেক কঠিন। দলের ব্যর্থতা স্বীকারও করছেন কুয়াদ্রাত। ক্লেটনের পেনাল্টি মিস না হলে যে ম্যাচের ফল অন্যরকম হতে পারত, তাও মানছেন ইস্টবেঙ্গলের স্প্যানিশ কোচ। ডার্বি হারের পর কুয়াদ্রাত বলেন, ''এসব ম্যাচে শুরুতে গোল করে দিতে পারলে অনেক অ্যাডভান্টেজ থাকা যায়। মানসিক দিক দিয়ে সেই দল এগিয়ে থাকে। ক্লেটন আগেও পেনাল্টি মিস করেছে। যে কোনও ফুটবলারের মাথাতেই পেনাল্টি মিসের বিষয়টি ঘোরাফেরা করে। তবে ক্লেটন, সৌভিক, হিজাজিরা মাঠে যে লড়াই করেছে তাতে আমি খুশি। প্রথমার্ধের শেষ দিকে নুঙ্গা চোট পেয়ে বেরিয়ে যায়। নন্দ কুমার একা হয়ে যাওয়ায় বক্সে ফাউল করে বসে। আর তাতেই ওরা পেনাল্টি পেয়ে যায়। তবে এগুলো খেলার অংশ।'' একই সঙ্গে কুয়াদ্রাত বলেন, ''ক্রেসপো খুব ভালো খেলেছে। চোটের কারণে সাতটা ম্যাচে ওকে আমরা পাইনি। ডার্বিতে দুরন্ত পারফর্ম করে। ওর খেলায় আমরা খুশি। দ্বিতীয়ার্ধে আমার দল যে ফুটবলটা খেলেছে তাতে সকলের গর্ব করা উচিত। জুনিয়র ফুটবলাররাও লড়াই চালায়।'' প্লে অফের দৌড় থেকে ইস্টবেঙ্গল অনেকটা দূরে ছিটকে গেলেও এখনই আশা ছাড়তে রাজি নন কুয়াদ্রাত। তিনি বলেন, ''এই মরসুমে প্লে অফের জন্য ২৭ পয়েন্ট কাট অফ হতে পারে। আশা করি, শীঘ্রই ফিরে আসব। ৯ পয়েন্টের জন্যই ঝাঁপাব।'' আপাতত লম্বা বিরতি ইস্টবেঙ্গলের। ৩ এপ্রিল ফের আইএসএলের ম্যাচ। কেরলের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচ লাল-হলুদের। চোটের কারণে জাতীয় দল থেকেও অনিশ্চিত হয়ে পড়লেন লালচুংনুঙ্গা। সুপার কাপে চ্যাম্পিয়ন আর ডুরান্ড কাপে রানার্স। আপাতত এটাই প্রাপ্তি কুয়াদ্রাতের।

'বিরাট চ্যালেঞ্জ উপভোগ করে', বলছেন সাবা করিম

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চঃ প্রায় দু'মাস আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে দূরে রয়েছেন বিরাট কোহলি। বেঙ্গালুরুতে ১৭ জানুয়ারি শেষ বার ভারতের জার্সিতে তাঁকে খেলতে দেখা গিয়েছিল। এরপর দেশের মাটিতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৫ টেস্টের সিরিজে তিনি খেলেননি। ১৫ ফেব্রুয়ারি তাঁর এবং বলিউড তারকা অনুষ্কা শর্মার কোল আলো করে এসেছে তাঁদের দ্বিতীয় সন্তান অকায় কোহলি। ছেলের জন্মের জন্যই দীর্ঘদিন লন্ডনে সস্ত্রীক বিরাট। চলতি মার্চে রয়েছে আইপিএল। এরপর জুনে রয়েছে টি-২০ বিশ্বকাপ। বিরাটকে আবার

মাঠে কবে দেখা যাবে, তা নিয়ে তাঁর অনুরাগীদের মনে প্রশ্নর শেষ নেই। এই পরিস্থিতিতে দেশের প্রাক্তন উইকেটকিপার ব্যাটার জানিয়েছেন, বিরাট সব সময় চ্যালেঞ্জ উপভোগ করে। অনেক দিন মাঠের বাইরে থাকলেও বিরাট যে কোনও চ্যালেঞ্জের জন্য বরাবর তৈরি থাকেন। দেশের প্রাক্তন কিপার সাবা করিম এই নিয়ে বলেন, ''আমার মনে হয় ও চ্যালেঞ্জের জন্য বরাবর তৈরি থাকে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অনেক ক্রিকেটার এই ধরণের চ্যালেঞ্জ উপভোগ করেন। আর বিরাট কোহলি তাঁদের মধ্যে একজন। এটা মানছি যে বিরাট দীর্ঘদিন ধরে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে খেলেনি। কিন্তু যখনই ও বিশ্বকাপের মতো বড় মঞ্চ পায়, তখন সব সময় ম্যাচ জেতানো ইনিংস খেলার জন্য তৈরি থাকে।'' ২২ মার্চ সিএসকের বিরুদ্ধে আরসিবির প্রথম ম্যাচ। সেটিই এই মরসুমের উদ্বোধনী ম্যাচ। আসন্ন আইপিএলে আরসিবির চিন্তার কারণ হতে পারে তাদের বোলিং বিভাগ। সাবা করিমের কথায়, ''আমার মনে হয় এ বারের আইপিএলে আরসিবির ব্যাটারদের একটু বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে। ওদের ব্যাটিং বিভাগ শক্তিশালী। তবে বোলিং চিন্তায় ফেলতে পারে। তাই বোলিং দূর্বলতা ঢাকতে ব্যাটারদের বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে।''

ধোনির মসনদে রোহিত? আগামী আইপিএলে চেন্নাইয়ে হিটম্যান!

চেন্নাই, ১১ মার্চঃ মাত্র ১০ দিন পর জমজমাট আইপিএল শুরু হবে। ফের ইয়েলোব্রিগেডকে স্বমহিমায় নেতৃত্ব দেবেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। গত বারের চ্যাম্পিয়ন মহেন্দ্র সিং ধোনির চেন্নাই সুপার কিংস উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হবে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের। টুর্নামেন্ট শুরু হওয়ার আগে চেন্নাই সুপার কিংসের এক প্রাক্তন তারকা বলেছেন, আগামী আইপিএলে তিনি রোহিত শর্মাকে দেখতে চান চেন্নাই সুপার কিংসে। মহেন্দ্র সিং ধোনি অবসর নিলে হিটম্যান হোক সিএসকের ক্যাপ্টেন। এমনটাও ওই তারকা চান প্রবলভাবে। কে তিনি? এক সাক্ষাৎকারে সম্প্রতি অম্বাতি রায়ডু জানিয়েছেন, আগামী আইপিএলে ধোনি অবসর নিলে সিএসকের ক্যাপ্টেন হিসেবে তিনি দেখতে চান রোহিতকে। রায়ডু অতীতে আইপিএলে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স এবং চেন্নাই সুপার কিংসের জার্সিতে খেলেছেন। গতবারের আইপিএলে খেলে তিনি অবসর নেন। রায়ডু বলেন, ''রোহিত শর্মা এখনও ৫-৬ বছর আইপিএল খেলা চালিয়ে যেতে পারে। ও যদি ক্যাপ্টেন হতে চায়, তা হলে ওর জন্য কিন্তু পুরো বিশ্ব দরজা খুলে রেখেছে। ও খুব সহজেই যেখানে চাইবে, অধিনায়ক হতে পারবে।'' চেন্নাই সুপার কিংসের মধ্যমণি বরাবরই ধোনি। রায়ডু তাই বলেছেন, ''আমি চাই রোহিত শর্মা ২০২৫ সালে চেন্নাই সুপার কিংসে খেলুক। আর যদি মহেন্দ্র সিং ধোনি অবসর নেন, তা হলে রোহিত নেতৃত্বও দিতে পারবে।'' মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে ৫ বার আইপিএল ট্রফি এনে দিয়েছেন রোহিত শর্মা। তাঁর নেতৃত্বে মুম্বইয়ে স্বর্ণযুগ কেটেছে। আইপিএলে সর্বাধিক রান সংগ্রহকারী ক্রিকেটারদের তালিকায় চার নম্বরে রয়েছেন হিটম্যান। ২৪৩টি আইপিএল ম্যাচে এখনও অবধি ৬২১১ রান করেছেন রোহিত। আসন্ন আইপিএলে এ বার মুম্বইয়ের নেতা হিসেবে আর দেখা যাবে না রোহিত শর্মাকে। তাঁর জায়গায় ১৭তম আইপিএলে নেতৃত্ব দেবেন হার্দিক পান্ডিয়া।

বিদায়ী ম্যাচে উজ্জ্বল ধবল, রাহানে-শ্রেয়সরা দিলেন গার্ড অব অনার

মুম্বই, ১১ মার্চঃ মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে চলছে অজিঙ্ক রাহানের মুম্বই ও অক্ষয় ওয়াদকরের বিদর্ভের রঞ্জি ফাইনাল। এই ম্যাচ মুম্বইয়ের ডান হাতি পেসার ধবল কুলকার্নির জন্য বিশেষ। কারণ তিনি প্রথম শ্রেণির কেরিয়ারের শেষ ম্যাচ খেলতে মাঠে নেমেছেন। বিদায়ী ম্যাচে সতীর্থরা ধবলকে গার্ড অব অনার দিয়েছেন। বিদর্ভের বিরুদ্ধে বল হাতে ধবল জ্বলেও উঠেছেন। অক্ষয় ওয়াদকরের বিদর্ভের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে ধবল ৩টি উইকেটও নিয়েছেন। আজ, সোমবার রঞ্জি ফাইনালের দ্বিতীয় দিন। প্রথম দিনের শেষে বিদর্ভ তুলেছিল ৩ উইকেট হারিয়ে ৩১ রান। রবিবার বিদর্ভর বিরুদ্ধে ২টি উইকেট নিয়েছিলেন ধবল। আজ নেন আরও একটি। ধবলের ৩ উইকেট, শামস মুলানি ও তনুষ কোটিয়ানরা ৩টি করে উইকেট নেন। শার্দূল ঠাকুর নেন একটি। মুম্বইয়ের দাপুটে বোলিংয়ের সুবাদে ১০৫ রানে শেষ হয় বিদর্ভর প্রথম ইনিংস। যার ফলে ১১৯ রানের লিড নেয় মুম্বই। প্রথম ইনিংসে অজিঙ্ক রাহানের মুম্বই তোলে ২২৪ রান। তার মধ্যে শার্দূল ঠাকুর একাই করেন ৭৫ রান। বিদর্ভর হয়ে মুম্বইয়ের প্রথম ইনিংসে ৩টি করে উইকেট নেন হর্ষ দুবে ও যশ ঠাকুর। ২টি উইকেট উমেশ যাদবের আর একটি উইকেট আদিত্য ঠাকরের। প্রথম ইনিংসে শার্দূল ছাড়া দুই ওপেনার পৃথ্বী শ (৪৬) ও ভূপেন লালওয়ানি (৩৭) অল্প রান পেয়েছিলেন। ক্যাপ্টেন রাহানে, শ্রেয়স আইয়ার, মুশির খানরা রান পাননি। এ বার দেখার দ্বিতীয় ইনিংসে মুম্বই কত রানে থামে। এবং ৩৫ এর ধবলের বিদায়ী ম্যাচে বিদর্ভর দ্বিতীয় ইনিংসেও নজর থাকবে। কেরিয়ারের ৯৬তম প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলছেন ধবল। এর আগে ৯৫টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচে ২৮১টি উইকেট নিয়েছেন। তাতে রয়েছে ১৫টি ফাইফার। এবং ১৭৯৩ রান করেছেন।

নিউজিল্যান্ডের 'ঐতিহাসিক জয়' ছিনিয়ে নিলেন ক্যারি-কামিন্স

ওভাল, ১১ মার্চঃ ৪ উইকেটে ৭৭ রান নিয়ে হ্যাগলি ওভালে তৃতীয় দিনের খেলা শেষ করেছিল অস্ট্রেলিয়া। ফলে জয়ের জন্য দরকার ছিল আরও ২০২ রান, ২০১১ সালের পর অস্ট্রেলিয়াকে

প্রথমবার হারাতে নিউজিল্যান্ডের দরকার ছিল ৬ উইকেট। পথটা অস্ট্রেলিয়ার জন্যও মোটেই সহজ ছিল না। ৩৪ রানে ৪ উইকেট এবং ৮০ রানে ৫ উইকেট হারানোর পর লক্ষ্যটা বেশ কঠিনই হয়ে উঠেছিল অস্ট্রেলিয়ার জন্য। কিন্তু অ্যালেক্স ক্যারি ও মিচেল মার্শের ব্যাটে বিপদ কাটিয়ে চতুর্থ দিনে দ্বিতীয় সেশনে ক্রাইস্টচার্চ টেস্ট ৩ উইকেটে জিতেছে অস্ট্রেলিয়া। এর মধ্য দিয়ে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে দুই টেস্টের সিরিজ ২-০ ব্যবধানেও জিতে নিল প্যাট কামিন্সের দল। বৃষ্টির কারণে আজ চতুর্থ দিনের খেলা শুরু হতে প্রায় এক ঘণ্টা দেরি হয়। দিনের খেলা শুরুর পর দ্বিতীয় ওভারেই ট্রাভিস হেডকে (১৮) তুলে নিয়ে অন্য কিছুর ইঙ্গিত দিয়েছিলেন নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক টিম সাউদি। কিন্তু অ্যালেক্স ক্যারিকে সঙ্গে নিয়ে পাল্টা আক্রমণে মধ্যাহ্নবিরতি পর্যন্ত ৯৪ রানের জুটি গড়েন মিচেল মার্শ। বিরতির সময় অস্ট্রেলিয়ার স্কোর দাঁড়ায় ৫ উইকেটে ১৭৪। জয়ের জন্য দরকার ছিল আর ১০৫ রান। ষষ্ঠ উইকেটে মার্শ-ক্যারির জুটিতে উঠেছে ১৪০ রান। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে এই জুটির অবদানই সবচেয়ে বেশি। ১ ছক্কা ও ১০ চারে ১০২ বলে ৮০ রান করা মার্শ ৫৫তম ওভারে দলীয় ২২০ রানে বেন সিয়ার্সের শিকার হন। এলবিডব্লিউ হন মার্শ। পরের বলেই মিচেল স্টার্ককে উইল ইয়াংয়ের ক্যাচে পরিণত করে হ্যাটট্রিকের সম্ভাবনা জাগিয়েছিলেন সিয়ার্স। জয়ের জন্য তখনও ৫৯ রানের দূরত্বে অস্ট্রেলিয়া। অধিনায়ক প্যাট কামিন্সকে সঙ্গে নিয়ে বাকি পথটা পাড়ি দেন ক্যারি। ৮ম উইকেটে কামিন্সের সঙ্গে ৬৪ বলে ৬১ রানের জুটিতে অস্ট্রেলিয়ার জয় নিশ্চিত করেন এই উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান। ১২৩ বলে ৯৮ রানে অপরাজিত ছিলেন ক্যারি। দলীয় ২৭২ রানে ৬৫তম ওভারটা চার মেরে শুরু করেছিলেন ক্যারি। পরের বলে সিঙ্গেল নিয়ে প্রান্ত বদল করার পর আর স্ট্রাইকে যেতে পারেননি। ওভারের শেষ বলে চার মেরে জয় এনে দেন কামিন্স। ৪৪ বলে ৩২ রানে অপরাজিত ছিলেন অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক। নিউজিল্যান্ডকে ভুলের মাশুলও দিতে হয়েছে। সকালের সেশনে দ্বিতীয় ওভারে ২৮ রানে ব্যাট করা মার্শের ক্যাচ ফেলেন রাচিন রবীন্দ্র। তবে সূর্যের আলো চড়া হয়ে ওঠার সঙ্গে ব্যাটিংও সহজ হয়ে এসেছে। চতুর্থ ইনিংসে ২৫০ রান কিংবা তার বেশি লক্ষ্য এ নিয়ে ২০তম বারের মতো তাড়া করে জিতল অস্ট্রেলিয়া, ২০০৬ সালের পর এ নিয়ে তৃতীয়বারের। আর অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্ট জিততে নিউজিল্যান্ডের অপেক্ষাও আরও বাড়ল।

ফিটনেস পরীক্ষায় পাস, ডিসি-র ক্যাপ্টেন্সির দায়িত্ব আবার কি পাবেন ঋষভ পন্থ?

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চঃ একটা সবুজ সংকেত অনেকের মনে বিরাট আনন্দ দেয়। ঠিক তেমনটাই হয়েছে ঋষভ পন্থের সঙ্গে। দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমি থেকে সবুজ সংকেত পাওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন ঋষভ পন্থ। কারণ, এনসিএ একবার তাঁকে ফিটনেস টেস্টে পাস ঘোষণা করলেই আসন্ন আইপিএলে তাঁর খেলা নিশ্চিত ছিল। শোনা গিয়েছে, এনসিএর ফিটনেস পরীক্ষায় পাস করেছেন তরুণ উইকেট কিপার ব্যাটার ঋষভ পন্থ। স্বাভাবিকভাবেই দিল্লি শিবিরে খুশির হাওয়া বইছে। ২৬ বছর বয়সী ভারতীয় তারকা ক্রিকেটার ঋষভ পন্থ মনে প্রাণে ২৩ মার্চ আসার অপেক্ষায় রয়েছেন। মোহালিতে পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে আসন্ন আইপিএল যাত্রা শুরু করবে দিল্লি ক্যাপিটালস। জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির ফিটনেস সার্টিফিকেট তো পেয়েছেন, এ বার দিল্লি ক্যাপিটালস শিবির থেকে ক্যাপ্টেন্সি করার সার্টিফিকেটটা ঋষভ পাবেন তো? এখন এটাই লাখ টাকার প্রশ্ন। ইঙ্গিত অবশ্য দিয়েছেন দিল্লি ক্যাপিটালসের হেড কোচ রিকি পন্টিং। ২০২২ সালের ৩০ ডিসেম্বর মারাত্মক গাড়ি দুর্ঘটনার শিকার হয়েছিলেন ঋষভ পন্থ। যার ফলে প্রায় ১৫ মাস মাঠের বাইরে ছিলেন ঋষভ পন্থ। গত বারের আইপিএলেও যে কারণে খেলতে পারেননি তিনি। তাঁর অনুপস্থিতিতে দিল্লি ক্যাপিটালসের ক্যাপ্টেন হিসেবে গত আইপিএলে দেখা গিয়েছিল ডেভিড ওয়ার্নারকে। এ বার পন্থ যেহেতু আইপিএলে খেলার জন্য তৈরি, তাই স্বাভাবিকভাবেই দিল্লি ক্যাপিটালসের অনুরাগীদের মনে প্রশ্ন আসছে যে আবার নেতার দায়িত্বে ভারতীয় তারকাকে দেখা যাবে তো? দিল্লি ক্যাপিটালসের হেড কোচ রিকি পন্টিং বলেছেন, ''ঋষভ পন্থ যদি পুরোপুরি ফিট থাকে তা হলে অধিনায়ক হিসেবে টিমে ফিরবে। এটা একটা বড় সিদ্ধান্ত হতে চলছে। আর যদি ও পুরোপুরি ফিট না হয়, সেক্ষেত্রে আমাদের ওকে একটু ভিন্ন ভূমিকায় ব্যবহার করতে হবে।'' কয়েকদিন আগে বেঙ্গালুরুতে কয়েকটি প্র্যাক্টিস ম্যাচ খেলেছেন ঋষভ পন্থ। সেখানে তাঁকে স্বাচ্ছন্দে খেলতে দেখা গিয়েছে। যে কারণ দিল্লি শিবিরের ডিরেক্টর অব ক্রিকেট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় থেকে শুরু করে হেড কোচ রিকি পন্টিং এবং দলের অনুরাগীরা আবার ঋষভকে মাঠে দেখতে চাইছেন।

ক্লপ-গার্দিওলার 'শেষ' লড়াইয়ে কেউ জিতলেন না, আর্সেনালই শীর্ষে

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

লিভারপুল, ১১ মার্চঃ প্রেক্ষাপট তো সবারই জানা। মরসুম শেষে লিভারপুল ছাড়ছেন ইয়ুর্গেন ক্লপ। তাতে পেপ গার্দিওলার সঙ্গে ক্লপের যে দীর্ঘ দ্বৈরথ, সেটারও ইতি ঘটতে চলেছে। সে হিসেবে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে দুজনের দল আজই শেষবার মুখোমুখি হলো। তবে লিগে শেষ দেখায় ক্লপ-গার্দিওলা কেউই জিতলেন না। অ্যানফিল্ডে ম্যানচেস্টার সিটির সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করল লিভারপুল। প্রথমার্ধে জন স্টোনসের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল সিটি। বিরতির পরপরই পেনাল্টি থেকে ম্যাক অ্যালিস্টারের গোলে সমতায় ফেরে লিভারপুল। লিভারপুল-সিটি পয়েন্ট ভাগাভাগি করুক, নিশ্চয় সেই কামনায় এই মহারণ দেখতে বসেছিলেন আর্সেনাল সমর্থকেরা। কারণ, দুদলের কেউ জিতলেই গানারদের শীর্ষস্থান হারাতে হতো। শেষ পর্যন্ত লন্ডনের ক্লাবটির সমর্থকদের মনে আশাই পূরণ হলো। এ ম্যাচ ড্র হওয়ায় গোল পার্থক্যে এগিয়ে থেকে শীর্ষেই থাকল আর্সেনাল। গতকাল ব্রেন্টফোর্ডকে হারিয়ে শীর্ষ ওঠা আর্সেনালের পয়েন্ট ৬৪। আজকের ম্যাচের আগে এবারের লিগ মরসুমে হারের পরিস্থিতি থেকে ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে সবচেয়ে বেশি ২২ পয়েন্ট তুলে নিয়েছিল লিভারপুল। আজ ড্রয়ের পর তা বেড়ে হলো ২৩ আর মোট পয়েন্ট হলো আর্সেনালের সমান ৬৪। কিন্তু আর্সেনালের গোল ব্যবধান লিভারপুলের চেয়ে ৭টি বেশি। তাই মিকেল আরতেতার দলই আপাতত পয়েন্ট তালিকার চূড়ায় থাকছে। তিনে থাকা সিটির পয়েন্ট ৬৩। এবারের লিগ মরসুমে প্রথম লড়াইয়েও ড্র করেছিল লিভারপুল-সিটি। গত নভেম্বরে ইতিহাদ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচের ফলও আজকের মতোই ১-১! সেই ম্যাচেও প্রথমার্ধে পিছিয়ে পড়ার পর দ্বিতীয়ার্ধে দাঁড়িয়েছিল অলরেডরা। তবে আজকের ম্যাচে যে পরিমাণ আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণ হয়েছে, তাতে আরও একাধিক গোল প্রত্যাশিত ছিল। দুদল লক্ষ্যে শট নিয়েছে সমান ৬টি করে মোট ১২টি, গোলের সুযোগ তৈরি করেছে ২৯টি। কিন্তু ম্যাচজুড়ে দুদলের ফরোয়ার্ডদের ফিনিশিংয়ে দুর্বলতা স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। লিভারপুলের কলম্বিয়ান উইঙ্গার লুইস দিয়াজের ছিল দৃষ্টিকটু, আবার কিছু ক্ষেত্রে ভাগ্য সিটির সহায় হয়নি। ফিল ফোডেনের প্রচেষ্টা ক্রস বারে আর জেরেমি ডোকুর শট পোস্টে লেগে না ফিরলে অ্যানফিল্ড হয়তো স্তব্ধ হয়ে যেত। এতগুলো সুযোগ সৃষ্টির পরও ম্যাচে মাত্র দুটি গোল হওয়ায় ফুটবলপ্রেমীরা আক্ষেপ করতেই পারেন। লিভারপুল আজ যে একাদশ নিয়ে ম্যাচ শুরু করেছিল, সেটার গড় বয়স ছিল ২৫ বছর ১৩৩ দিন, যা গত ৬ বছরের মধ্যে লিগে ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে তাদের সবচেয়ে কম বয়সী দল। হ্যামস্ট্রিং চোট থেকে

পুরোপুরি সেরে না ওঠায় এমন ম্যাচেও মহম্মদ সালাহকে নিয়ে ঝুঁকি নেননি ক্লপ। দলের প্রাণভোমরাকে বসিয়ে রেখেছিলেন তিনি। পরে সালাহকে নামিয়েছেন ম্যাচের ৬০ মিনিট দমিনিক সোবোলসলাইয়ের বদলি হিসেবে। মাঠে নামার পর থেকে বাকিটা সময় দারুণ কিছু সুযোগ সৃষ্টি করেন সালাহ। কিন্তু জয়সূচক গোলটা এনে দিতে পারেননি। আজ গোল মিসের পসরা সাজিয়ে বসা দিয়াজই প্রথমবার সিটির জালে বল পাঠিয়েছিলেন। ম্যাচের ১৯ মিনিটে অসাধারণ দলীয় বোঝাপড়ায় আক্রমণে ওঠে লিভারপুল। ম্যাক অ্যালিস্টার দারুণ পাস বাড়িয়েছিলেন দারউইন নুনিয়েজকে। বল নিয়ে কিছু দূর ছুটে বক্সে ঢোকার পর বাঁ পাশে থাকা দিয়াজকে বল দিয়েছিলেন। ম্যাচে দিয়াজ ওই একবারই 'পারফেক্ট ফিনিশিং' দিলেও নুনিয়েজের অফসাইডে থাকায় গোলটি বাতিল হয়ে যায়। ২১ মিনিটে ফিল ফোডেন সিটিকে প্রায় এগিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু জো গোমেজ শেষ মুহূর্তে ফোডেনের শটে পা লাগালে তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। পরের মিনিটে বের্নার্দো সিলভা হলান্ডের উদ্দেশে দারুণ ক্রস বাড়িয়েছিলেন। তবে হলান্ডকে বলের নাগালে যেতে দেননি ফন ডাইক। হেডে কর্নারের বিনিময়ে বল বিপদমুক্ত করেন লিভারপুল অধিনায়ক। তবে এরপর সিটিকে আর থেমে রাখা যায়নি। ২৩ মিনিটে কেভিন ডি ব্রুইনার নিচু করে নেওয়া কর্নার থেকে ডি বক্সের ডান প্রান্তে বল পেয়ে সিটিকে এগিয়ে দেন জন স্টোনস। এই মরসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে এটি স্টোনসের প্রথম গোল। গোল করতে বড় ম্যাচগুলোকেই যেন বেছে নেন সিটির ২৯ বছর বয়সী এই ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার। এই ম্যাচের আগে তিনি গোল করেছিলেন গত বছরের এপ্রিলে আর্সেনালের বিপক্ষে। স্টোনসের গোলে এগিয়ে থেকেই বিরতিতে যায় সিটি। দ্বিতীয়ার্ধে লিভারপুল যে ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া হয়ে লড়বে, সেটা আন্দাজ আগে থেকেই করা যাচ্ছিল। বিশেষ করে সিটির ডিফেন্ডার নাথান আকে প্রথমার্ধে বেশ কয়েকবার হার্ভি এলিয়টের সঙ্গে গতিতে পেরে না ওঠায় বোঝা যাচ্ছিল, দিনটি আজ আকের নয়। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে সেই আকেই ম্যাচের সবচেয়ে বড় ভুল করে বসেন। বলের নিয়ন্ত্রণ ঠিকঠাক নিতে না পেরে ব্যাক পাস বাড়ান গোলকিপার এদেরসনের উদ্দেশে। কিন্তু বল এদেরসনের কাছে পৌঁছানোর আগেই ছোঁ মেরে কেড়ে নেন নুনিয়েজ। তাঁর সামনে তখন শুধুই এদেরসন। উরুগুইয়ান ফরোয়ার্ড বল নিয়ে ডি বক্সে ঢুকতেই উপায় না দেখে তাঁকে বাজেভাবে ফাউল করেন এদেরসন। নুনিয়েজ লুটিয়ে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি মাইকেল অলিভার। এদেরসনের এই এক ফাউলেই তিন যন্ত্রণা সঙ্গী হয়। নুনিয়েজকে ফেলে দিতে গিয়ে নিজেই আঘাত পান। ব্রাজিলিয়ান গোলকিপার শাস্তিস্বরূপ দেখেন হলুদ কার্ড। এরপর আর্জেন্টিনার হয়ে বিশ্বকাপ জেতা ম্যাক অ্যালিস্টারের পেনাল্টি ঠেকাতেও ব্যর্থ হন। কিছুক্ষণ পর ব্যথা বেড়ে গেলে মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন এদেরসন। তাঁর বদলি হিসেবে নামেন জার্মান গোলকিপার স্তেফান ওর্তেগা। এরপর জয়সূচক গোল পেতে দুদলই সর্বস্ব উজাড় করে দিয়ে খেলে। কিন্তু ৭৩ মিনিটে ফোডেনের প্রচেষ্টা ক্রসবারে আর ৮৯ মিনিটে ডোকুর শট পোস্টে লেগে ফিরলে সিটিকে হতাশ হতে হয়। শেষ দিকে লিভারপুলের আরেকটি গোল অফসাইড বাতিল হয়। তবে আরেকটি আলোচিত ঘটনা ঘটার তখনো বাকি। যোগ করা সময়ের সপ্তম মিনিটে ম্যাচের 'ভিলেনে' পরিণত হওয়া আকে নিজেদের বক্সে সালাহকে চ্যালেঞ্জ জানালে গেলে সালাহ পড়ে যান। লিভারপুল খেলোয়াড়েরা পেনাল্টির আবেদন জানালেও রেফারি অলিভার তাতে সাড়া দেননি। খেলা চলাকালীনই ভিএআর যাচাইয়ের পর অলিভারের সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয়। পরের মিনিটে আরেকটি পেনাল্টির আবেদন জানায় লিভারপুল। এবার ডোকু নিজেদের বক্সে কিছুটা উঁচুতে ওঠা বল বিপদমুক্ত করতে গেলে ছুটে আসেন ম্যাক অ্যালিস্টার। এ সময় ডোকুর বুট ম্যাক অ্যালিস্টারের বুকে লাগলে আঘাত পেয়ে তিনি মাঠে লুটিয়ে পড়েন। রেফারি অলিভার অবশ্য ভিএআর মনিটরে চেকই করতে যাননি। লিভারপুলের তাই পেনাল্টিও পাওয়া হয়নি।

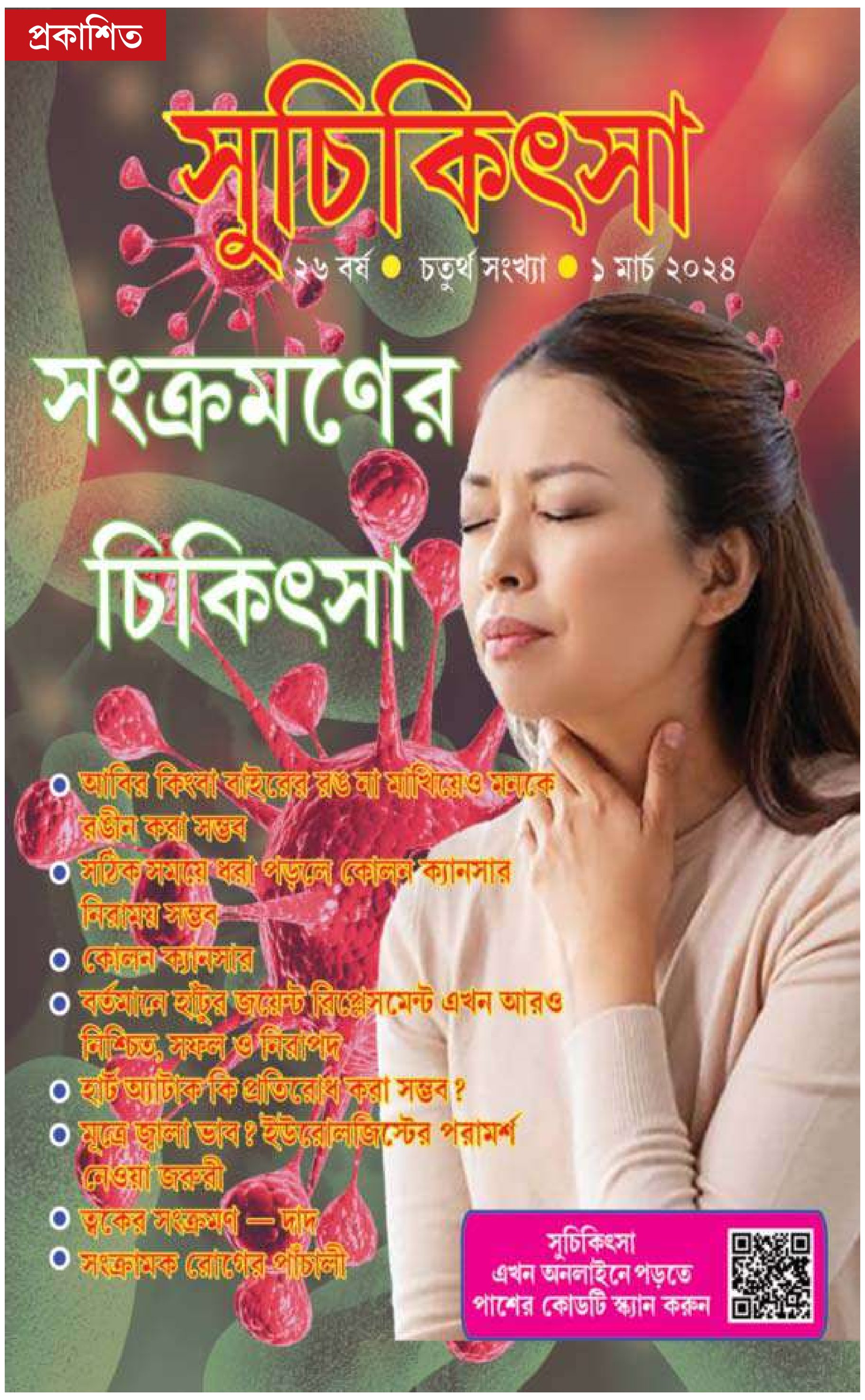

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com